শ্রীশ্রীহরি

—নাম—

সঙ্কীর্ত্তন-লহরী।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, গতিরন্যথা॥

হাবড়া জেলা ঝিখিরা পোষ্ট আফিস,

ঝিখিরা হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভা হইতে

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

কাশীপুর, ৬৯নং গন্‌ফাউণ্ডারি রোড, হর্টিকলচার প্রেসে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

উৎসর্গ।



শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু দয়াল হরি!

আমরা তোমারই কৃপায়, তোমার কতকগুলি নাম, বহু-যত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রেম-সূত্রে মালা গাঁথিয়াছি। এই মালাটী (সংকীর্ত্তন-লহরী) ভক্ত্যুপহার স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

ভক্ত-চরণাবনত

শ্রীকেদারনাথ কলে।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

ঝিখিরা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

দেখিতে দেখিতে এই হরিসভা ১৫শ বৎসরে পদার্পণ করিল। অতুল আনন্দের বিষয় এই যে, ভগবানের কৃপায় এই সভা সনাতনধর্ম্মের প্রচার করতঃ ক্রমশঃ উন্নতি-সোপানে পদবিক্ষেপ করিতেছে। প্রতি কোজাগরীয় পূর্ণিমাতে এই সভার সাংবাৎসরিক মহা-মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইদানীন্তন দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে হরিসভা স্থাপিত হইয়া, হরিনাম-সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইতেছে, কিন্তু এমত প্রচারের সময় হরিনাম-সংকীর্ত্তনের পুস্তক বিশেষ না থাকায় সমাজের একটী মহৎ অভাব লক্ষিত হইতেছে—এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি "সংকীর্ত্তন-লহরী" প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। (ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সুরের, ভিন্ন ভিন্ন তালের ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংকীর্ত্তনাদি সন্নিবেশিত হইল) যদ্যপি ইহা দ্বারা জনৈক ব্যক্তিও কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমিক হয়েন তাহা হইলে সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল জ্ঞান করিব।

সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু পরাণচন্দ্র কলে, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে "সংকীর্ত্তন-লহরী" রচনা ও সঙ্কলন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ রায় কৃপা-পরবশ হইয়া মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয়-ভার বহন করিয়াছেন, অতএব সভা এই মহাত্মাগণের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিল।

সংকীর্ত্তন-লহরীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার লাভাকাঙ্ক্ষী নহেন। ইহাতে যাহা লাভ হইবে সমস্তই ঝিখিরা হরিভক্তি-প্রদায়িনী-সভার উন্নতি বিধানে প্রদত্ত হইবে, অতএব ইহার প্রতি হিন্দুমাত্রেরই সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি।

ঝিখিরা পোষ্টাফিস।
(জেলা হাবড়া)
১লা বৈশাখ,
সন ১২৯৫ সাল।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীকেদারনাথ কলে।
প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সংকীর্ত্তন-লহরীর প্রথম সংস্করণ সমস্ত নিঃশেষিত হওয়ায়, সংকীর্ত্তনানুরাগী মহাত্মাগণের বিশেষ আগ্রহ ও যত্নে উৎসাহিত হইয়া ইহা দ্বিতীয় বার প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভার আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সূচনা ও বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল; তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট এবং শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ সাধু পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন ও শ্লোকাদি দ্বারা ইহার অঙ্গ বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ায় ও মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের ভার লওয়ায় তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। এইবার ইহাতে অনেকগুলি নূতন সংকীর্ত্তন সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের আকারও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। আজ এই শুভ দিনে, এমন আনন্দের দিনে, সংকীর্ত্তন-লহরী প্রণয়নের পরম সহায় এবং আমাদিগের পরম বন্ধু মহাত্মা ভক্তশ্রেষ্ঠ ৺ রামলাল রায় পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার বিরহে আমরা যারপর নাই দুঃখিত আছি; ভগবানের নিকট তাঁহার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

সন ১৩০১ সাল। শ্রীকেদারনাথ কলে,
১লা অগ্রহায়ণ। প্রকাশক।

তালফেরতার সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(চৌঃ)———চৌতাল।

(পঃ)———পঞ্চম সওয়ারি।

(ঘঃ)———ঘসা।

(ছুঃ)———ছুটো।

(জঃ ছুঃ)———জলদ ছুটো।

(ডাঁঃ)———ডাঁস পেড়ে।

(ছোঃ)———ছোট্‌খিলে।

(তিঃ)———তিওট।

(খঃ)———খয়রা।

(লোঃ)———লোফা।

(দোঃ)———দোলন।

(জাঃ)———জামাল।

(কাঃ)———কারফা।

সূচীপত্র।

"হরের্নামৈব কেবলম্।"



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।

নাহি ক্রিয়া নাহি কর্ম্ম,

কলিযুগে নাম ব্রহ্ম,

না হইবে পুনর্জ্জন্ম কর হরি-সংকীর্ত্তন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকম্ ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং ।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং ।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতাখিলগুরো
স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি
নানুরাগঃ ॥ ২ ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥ ৩ ॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু
স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-
বদনাব্জবিগলিতং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

সূচনা।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্‌যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ॥
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং ॥

সত্যযুগে ধ্যান ধারণা করিয়া জীব যে ফল লাভ করিত, ত্রেতাযুগে যাগ যজ্ঞ করিয়া যে ফল লাভ করিত এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল লাভ করিত, কলিযুগে কেবল একমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সেইফল প্রাপ্ত হইতে পারে। এই পত্রের শীর্ষস্থিত এই অমূল্য শ্লোকটী কোন আধুনিক পণ্ডিত বিশেষের কপোলকল্পিত নহে। ইহা বেদ-বিভাজক মহর্ষি বেদব্যাসের ভক্তিভাবিত হৃদয়-সাগরের অসাধারণ রত্ন। আর্য্য-জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের সংখ্যা করিতে হইলে বোধ হয় এক ব্যক্তি মনুষ্যোচিত পূর্ণ পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও এবং সেই সমস্ত জীবনকাল আর্য্য-শাস্ত্রের সংখ্যা কার্য্যে অতিবাহিত করিলেও তাহা সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। বেদ সেই অসংখ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূলভিত্তি। যাহা বেদ-মূলক নহে তাহা আর্য্যজাতীর ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্যই নহে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্ব্ব-শাস্ত্রের সারভূত সেই বেদ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যই অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা

করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুরাণ সমূহের মধ্যে কি জ্ঞান, কি যোগ, কি কর্ম্ম, কি ভক্তি সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার-মুগ্ধ অজ্ঞ জীবের মহোপকার সাধনই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য, এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি দেখিয়া সিদ্ধি লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য যিনি যতই কার্য্য করুন, কিন্তু তাহার অভিপ্রেত কি, কোন্ কার্য্যটী তিনি ভাল বাসেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি যত কথাই বলুন, আর যত প্রকার পথই প্রদর্শন করুন, ভক্তির উপরেই যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ এবং ভক্তি দানই যে তাঁহার একমাত্র অভিপ্রেত, পুরাণ পাঠে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই ভক্তির মূলসাধন নাম-সংকীর্ত্তন। যদিও চিত্তের ক্রমশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম এবং মনঃ-সংযমের জন্য যোগের প্রয়োজন বটে, তথাপি ভাব-নিপুণ ভক্তগণ কেবল সঙ্কীর্ত্তনেই চিত্তশুদ্ধি ও মনঃসংযম সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হওয়াও বিলক্ষণ সঙ্গত। যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আয়াসবহুল আসনে উপ-বেশন করিয়া প্রাণায়াম সহকারে অতিকষ্টে যে মনকে সংযত করিতে হয়, সঙ্কীর্ত্তনে তাহা অনায়াসেই বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্ত যখন ভাবের ভরে বিভোর হইয়া হরিগুণ গানে মত্ত হয় তখন ক্ষুদ্রতম সংসার, সুসংকীর্ণ বসুধা, অকিঞ্চিৎকর স্বর্গ, অধিক কি, দৃষ্ট, শ্রুত ও তদতিরিক্ত প্রাকৃত সৃষ্টির অণুমাত্রও তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। যোগ-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রত্যাহারে

ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে! সিদ্ধি লাভের জন্য যোগাদি যে পথেরই অনুসরণ কর, সাধনাবস্থায় সুদারুণ ক্লেশ ও বহু-কাল পরে সিদ্ধিলাভ, তাহাও সংশয়াপন্ন; কিন্তু ভক্তি-পথের প্রধান সাধন নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং যোগ-পথ অপেক্ষা ভক্তিপথের প্রাধান্য ও নামসংকীর্ত্তনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা যিনি স্বীকার করেন তিনিই সুচতুর।

যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও তৎসাধ্য স্বর্গাদি নশ্বর সুখ কেবল ক্ষুদ্রচেতা ও অল্পদর্শী অবোধ জীবের মলিন হৃদয়কে কথঞ্চিৎ ধর্ম্মপ্রবণ করিবার নিমিত্ত বেদাদির প্রলোভন বাক্য মাত্র, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, কেননা নিত্য বস্তুর উপাসনার ফল কখন অনিত্য হইতে পাবে না। তবে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভগবৎ-প্রেম জন্মিবে ইহাই শাস্ত্রের কৌশল। কিন্তু যাহাদের নামে প্রেম জন্মিয়াছে তাহা-দের আর যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

শাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবদেবীর অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু মানসপূজা শিক্ষা করিবার জন্যই যে বহিঃপূজার প্রয়োজন তাহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই শাস্ত্রাভিপ্রেত মানসপূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্ত যখন সঙ্কীর্ত্তনরূপ সার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেমচন্দনার্চ্চিত হৃদয়-কুসুম ভগবৎপদে অর্পণ করিতে পারিল, তখন আর অর্চ্চন ও অর্চ্চন-ফলের অবশিষ্ট কি রহিল? অতএব কি ধ্যান ধারণা,

কি যাগ-যজ্ঞ, কি দেবার্চ্চনা সকলেরই চরম ফল যে সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্নিহিত তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন জ্ঞানই একমাত্র সিদ্ধি লাভের উপায়; একথা অস্বীকার্য্যও নহে। জ্ঞান দুইপ্রকার, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। যাহা শাস্ত্র ও গুরু-মুখ হইতে লাভ হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান এবং শাস্ত্রানুরূপ ও গুরূপদেশানুরূপ সাধন দ্বারা যাহা হৃদয়ে অনুভূত হয় তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে যে অপরোক্ষ অনুভব হয় এবং আনন্দ-ঘন ভগবদ্‌বিগ্রহ যে হৃৎপদ্মে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; যিনি সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন পাইয়াছেন এ কথা তিনিই বুঝিবেন, অন্যের নিকটে অরণ্য-রোদন মাত্র।

যাহাই হউক শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইলে এবং যুক্তি সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে কুতর্কীদিগের কুতর্করূপ কুজ্ঝটিকা ক্ষণকালের মধ্যে অপসারিত করিয়া সুবিমল সঙ্কীর্ত্তন-সূর্য্য যে সর্ব্বোপরি সমুদিত হন তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। সত্যাদি চারিযুগেই হরিনাম সংকীর্ত্তন সাদরে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। অনেকের সংস্কার আছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই ইহার প্রথম প্রচার কিন্তু যখন দেবর্ষি নারদের বীণাযোগে হরিগুণ গানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের মুখে হরিগুণ গানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাতে আর সংশয় কি! তবে জীবের দারুণ দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন ঘোর তান্ত্রিক মত প্রবল হইয়া উঠিল, সমস্ত লোক সাংসারিক সামান্য সুখের লালসায় এবং পর-

লোকে স্বর্গাদি নশ্বর সুখের প্রত্যাশায় সকাম কর্ম্মকাণ্ডেই আসক্ত হইয়া সুমধুর সংকীর্ত্তন একবারে বিস্মৃত হইল, তখনই কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমচ্চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া আবার তাহার পুনরুদ্দীপন কবিলেন। বোধ হয় পূর্ব্বে যে প্রণালীতে সংকীর্ত্তন হইত, মহাপ্রভু সেই প্রণালীর কিছু রূপান্তর করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার সেই রূপান্তরিত প্রণালীর বেগবান্ প্রবাহ ভারতের সর্ব্বত্রে ব্যাপৃত হইয়া মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাব প্রেমপূর্ণ সংকীর্ত্তনের স্রোতে মায়াবাদ, কর্ম্মবাদ ও অন্যান্য পাষণ্ডবাদ সমস্ত তৃণের ন্যায় ভাসমান হইয়া সুদূরে অপসারিত হইল। কিন্তু কালক্রমে আবার সংকীর্ত্তনের মহিমা ভুলিয়া, জীব অলক্ষিতভাবে কুপথে পদার্পণ করিতেছে; সুতরাং এখন তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমরা সাধারণের উপকার প্রত্যাশায় কএকটী সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন সম্বলিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। বৈষ্ণবোচিত আচার ব্যবহার না করিলে নামে প্রেমের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত নিত্যকর্ম্মের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। অন্যের হউক আর না হউক অন্ততঃ কোমল-হৃদয় বৈষ্ণবগণের সমাদর দেখিলেই শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি।

দৈনন্দিন কর্ত্তব্যতার আলোচনা করিতে হইলে কোন্ সময় হইতে দিনের আরম্ভ তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে;—

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত-সংজ্ঞিতে॥

যদিও চারি প্রহর দিবা ও চারি প্রহর রাত্রি তথাপি পণ্ডিতগণ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড ও শেষ চারি দণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিকে ত্রিযামা অর্থাৎ তিন প্রহর-পরিমিত বলিয়া থাকেন। কেননা রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড ও শেষ চারি দণ্ড দিনমানের মধ্যেই গণনীয়; সুতরাং রাত্রির শেষ চারি দণ্ডই দিবাভাগের প্রারম্ভ কাল। ঐ চারি দণ্ডের প্রথম দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও দ্বিতীয় দুই দণ্ডকে রৌদ্রমুহূর্ত্ত বলে। ঐ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি দণ্ডের প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীগুরু স্মরণ করিতে হয়;—

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং॥

প্রাতঃকালে মস্তকস্থ শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্নবদন ও প্রশান্ত-মূর্ত্তি গুরুদেবকে তাঁহার নামের সহিত স্মরণ করিবে। তৎপরে এই বলিয়া প্রণাম করিবে;—

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব-স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞকং॥

যাঁহার বাক্যামৃত সংসার-বিষ বিনষ্ট করে সেই ইষ্টদেবস্বরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার। তাহার পর;—

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদ্ যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া॥

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে বিষ্ণো! তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তুমি প্রাতঃকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ, অতএব তুমি আমাকে যাহা যাহা করাইবে, আমি তোমার আজ্ঞানুসারে তাহা তাহাই করিব।

হে লোকেশ, হে চৈতন্যময়, হে সর্ব্বাধিদেব, হে শ্রীকান্ত, হে বিষ্ণো! আমি তোমার আজ্ঞায় প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমারই সন্তোষের জন্য সংসার যাত্রা সম্পাদন করিব।

ধর্ম্ম জানি কিন্তু আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি কিন্তু আমার নিবৃত্তি নাই; হে হৃষীকেশ। তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর আমি তাহাই করি। তৎপরে এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবেতি সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভি র্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তং॥

যাজ্ঞিকগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ বলেন, ভক্তগণ যাঁহাকে বাসুদেব বলেন এবং বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

তাহার পর শাস্ত্রের বিধানানুসারে মৈত্রাদি কার্য্য অর্থাৎ মলমূত্র পরিত্যাগাদি করিবে। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান এইরূপ।

ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋর্ত্যামিষু বিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ॥

একটী তীর ছুড়িলে যত দূর যায়, গ্রাম অথবা নগরের নৈঋর্তে ততদূর গমন করিয়া মল পরিত্যাগ করিবে।

দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গণে॥

তাহা অসম্ভব হইলে স্বগৃহের অতিদূরে মল মূত্র ত্যাগ করা বিধেয়। পদপ্রক্ষালনের জল অথবা উচ্ছিষ্টাদি গৃহের অঙ্গণে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না।

আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন॥
ন কৃষ্টে শস্য মধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদি-তীর্থেষু পুরুষর্ষভ॥
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনং॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃত-মস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥

আপনার ছায়ার উপর কিম্বা বৃক্ষের ছায়ার উপর মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। গো, সূর্য্য,, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ অবিধেয়। পথ মধ্যে, নদ্যাদি জলাশয়ের অবতরণ স্থানে, জলে, জল সন্নিহিত ভূমিতে, কৃষ্টক্ষেত্রে, শস্যের উপরে, গোচারণ স্থানে, জন সমক্ষে ও শ্মশানে কদাচ মল মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিকালে দক্ষিণাস্য হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

বস্ত্রাচ্ছাদিত মস্তকে ও অবাঙ্মুখে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিয়া ঐ স্থান তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদন কবিবে, অধিকক্ষণ তথায় থাকিবে না।

পবিত্রং দক্ষিণে কর্ণে কৃত্বা বিণ্মূত্রমাচরেৎ।

ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে সংলগ্ন করিয়া বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে।

পরে শৌচবিধি বলিতেছেন।

বল্মীক মুষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলন্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাং।
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব॥
পরিত্যজেন্ মৃদশ্চৈতা সকলাঃ শৌচকর্ম্মণি।
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকা॥
তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ॥

বল্মীকস্থ, মূষিকোৎখাত, জলাস্তর্গত, অন্যের শৌচাবশিষ্ট ও ভিত্তিস্থিত মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে গ্রহণ করিতে নাই। কীটযুক্ত ও হলোৎখাত মৃত্তিকাও পরিত্যজ্য। লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার ও পদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিয়া শুদ্ধি সাধন করিতে হয়।

তৎপরে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে। বৈষ্ণবের আচমন বিধি এইরূপ,—

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুত।
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেন্যং ত্রিবিক্রমং॥
উন্মার্জ্জনেপ্যধরয়োর্ব্বামন শ্রীধরাবুভৌ।
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যো হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ॥
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নো দামোদরং ততঃ।
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ॥
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমং।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং॥
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।
দক্ষিণে চ হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথা চ বাক্।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥

প্রথমে তিনবার জলপানের সময় কেশব, নারায়ণ ও মাধব, হস্তদ্বয় প্রক্ষালনের সময় গোবিন্দ ও বিষ্ণু; মার্জ্জনে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রম; ওষ্ঠাধর মার্জ্জনে বামন ও শ্রীধর; পুনর্ব্বার হস্ত প্রক্ষালনে হৃষীকেশ; পদপ্রক্ষালনে পদ্মনাভ; মস্তকে দামোদর; মুখে বাসুদেব; নাসিকার ছিদ্র যুগলে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন; নেত্রদ্বয়ে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তম; কর্ণদ্বয়ে

অধোক্ষজ ও নৃসিংহ ; নাভিতে অচ্যুত ; হৃদয়ে জনার্দ্দন ; মস্তকে উপেন্দ্র ; বাহুদ্বয়ে হরি ও কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক নাম চতুর্থ্যন্ত করিয়া নমঃ এই পদ বিন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ এইরূপ বলিতে হইবে। অসক্ত হইলে কেবল দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিলেই হয়।

অনন্তর দন্তধাবনের বিধি বলিতেছেন।

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রপ্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র দেহে ও একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র বলিয়া দন্তধাবন করিবে।

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাপশু-বসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে॥

হে বনস্পতে! তুমি আমার আয়ু, বল, যশ, তেজ, সন্তান, পশু, প্রাণ, ব্রহ্মজ্ঞান ও মেধা পরিবর্দ্ধিত কর।

উপবাস ও শ্রাদ্ধের দিন এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, ষষ্ঠী, নবমী ও রবিবারে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ। ঐ সকল দিনে তৃণ পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিতে হয়। বট, অশ্বত্থ ও পলাশ ভিন্ন অন্যান্য ক্ষীরী (আটা যুক্ত) বৃক্ষ, মালতী, অপামার্গ, বিল্ব অথবা করবী, শাখা দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত। ফলতঃ কটু, তিক্ত, কষায় বৃক্ষই দন্তধাবনে বিশেষ ফলপ্রদ। দন্তকাষ্ঠ দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ ও মধ্যাঙ্গুলী পরিমিত স্থূল হইবে। এইরূপ কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন পূর্ব্বক জিহ্বা শোধন করিয়া অন্যূন দ্বাদশ গণ্ডুষ জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। নিষিদ্ধ দিনে কেবল দ্বাদশ গণ্ডুষ জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেও দন্তধাবনের কার্য্য হইয়া থাকে।

পরে স্নানার্থ নদ্যাদি জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া নাভিমাত্র জলে নিমজ্জন পূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তথায় তীর্থ কল্পনা করিবে। আপনার চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যে এই বলিয়া গঙ্গাকে আহ্বান করিতে হয়।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি ন স্ত্বেন সস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥

তুমি বিষ্ণুপাদপ্রসূতা ও বিষ্ণু-দেবতা সুতরাং পরম বৈষ্ণবী, অতএব জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। পরে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্র গদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবনে॥

হে দেব, হে জগন্নাথ, হে শঙ্খচক্র গদাধর, হে বিষ্ণো, আপনার তীর্থস্নানে আমাকে অনুমতি দাও।

শঙ্খ মধ্যে সমস্ত তীর্থের অধিষ্ঠান আছে, এইজন্য আপন আপন মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্রে শঙ্খজলে স্নান করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। অশক্ত হইলে মস্তক ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিলেও স্নানের কার্য্য হইয়া থাকে। উষ্ণোদকেও স্নান সিদ্ধ হয় এবং অত্যন্ত অশক্ত হইলে আর্দ্র বস্ত্র অথবা কেবল হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলেও প্রকৃত স্নান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ঐ জল মধ্যেই দেবাদির তর্পণ করিয়া আচমন ও গাত্র-সংমার্জ্জন পূর্ব্বক শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে। তাহার পর দ্বাদশ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। শূদ্রের কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যাই বিহিত।

তিলক মন্ত্র।

ললাটে কেশবং ধ্যায়ে ন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে
শ্রীধরং বাম বাহৌ চ হৃষীকেশন্তু কন্ধরে
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালন-তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি।

ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটিতে দামোদর স্মরণ করিবে। ঐ মৃত্তিকা প্রক্ষালনের জল বাসুদেব বলিয়া মস্তকে দিবে।

সন্ধ্যোপাসনার পর বিধানানুসারে অন্ততঃ পঞ্চোপচারে গুরু ও ভগবানের পূজা করিবে।

ভগবদর্পিত তুলসীমালা ধারণ ব্যতিরেকে বৈষ্ণবের কোন কার্য্যই সফল হয় না।

পূজান্তে শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করা বৈষ্ণবের অতীব কর্ত্তব্য। পরিশেষে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

অপরাধং সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥

আমি দিবানিশি সহস্র সহস্র পাপ করিতেছি, অতএব হে মধুসূদন আমাকে দাস ভাবিয়া ক্ষমা কর।

পরে তুলসীপূজা।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরাদেবৈ রর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

পূর্ব্বে দেবগণ তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সুরাসুরগণ তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, হে তুলসি, আমার সমস্ত পাপ হরণ কর, আমার পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার।

স্তুতি।

মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধি-হরী নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তু তে॥

তুমি পরম প্রসন্নতার জননী, সর্ব্ব-সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ও আধিব্যাধি বিনাশিনী তুলসী, তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার।

প্রণাম।

বৃন্দায়ৈ তুলসী দেবি প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

হে দেবি, তুমি বৃন্দা, তুমি কেশবের পরম প্রিয়তমা, তুমি বিষ্ণুভক্তি-প্রদা, তুমি সত্যস্বরূপা, তোমাকে নমস্কার।

তাহার পর নিজ নিজ নিয়মিত মালা জপ সমাপনপূর্ব্বক ভগবানের চরণোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

চরণোদক পানের মন্ত্র।

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণু পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

অকাল-মৃত্যু-নাশন, সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি।

পরে অতিথি ও অভ্যাগতের যথাসাধ্য সৎকার করিয়া ভগবন্নিবেদিত অতি পবিত্র সাত্বিক অন্ন ভক্ষণ করিবে। অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ বা পান করা বৈষ্ণবের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

দিবাভাগের শেষাংশ সাধুসঙ্গে ভগবৎ কথায় অতিবাহিত করা উচিত।

সায়ংকালে তৎকালোচিত সন্ধ্যোপাসনা এবং নিয়মিত জপাদি সমাপন পূর্ব্বক ভগবানের নীরাজন দর্শন করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনাদি করিবে।

শয়ন বিধি।

এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে শয়ন করা উচিত। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শয়নার্থ শয্যা প্রস্তুত করা এবং সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা উত্তোলন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শয্যা অতি পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধাদি বিহীন হওয়া আবশ্যক। অন্যের শয্যায় কখনও শয়ন করিতে নাই। নিয়মিত সময়ে শান্তভাবে শয্যায় গমন করিয়া পূর্ব্বশিরা অথবা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিবে। পরে নিম্ন-লিখিত প্রার্থনা-মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে।

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি-বিশোভিতে ॥
ক্ষীরাব্ধি মধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতল মস্তকং ॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ ॥

যিনি নির্গুণ, নির্ম্মল, বিশ্ব-মূর্ত্তি ও অব্যয়; এবং যিনি ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে ফণামণিবিভূষিত অনাদি অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। সেই লক্ষ্মীপতি আমাকে রক্ষা করুন্। সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব-শক্তিমান্ গরুড়ধ্বজ ভগবান্ আমার অন্তরে বাহিরে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।

শয়ন কালের কর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে হইলে ভার্য্যাগমনের প্রসঙ্গ আপনা-আপনিই উপস্থিত হয় এবং তাহা গৃহীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার তৎসম্বন্ধেও সদুপদেশ দিতে ক্রুটি করেন নাই। শাস্ত্র-শিক্ষায় অবহেলা করিয়া অযথা পশুবৎ পত্নী গমন করিলে ইহ পরকাল নষ্ট হয়। পরকালে অধর্ম্ম জন্য ঘোর নরক এবং ইহকালে শরীরনাশ। তদ্ভিন্ন অবিহিত ব্যবহারে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা রুগ্ন, অল্পায়ু, স্থূলবুদ্ধি ও সদাচার বিহীন হইয়া থাকে। এইরূপে সন্তান, তৎসন্তান ও তৎসন্তান-ক্রমে সমস্ত বংশই দূষিত হইয়া যায়। তখন অধর্ম্মের জয়-পতাকা পৎ পৎ শব্দে উড়িতে থাকে, ধর্ম্ম আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদে পলায়ন করেন। অতএব শাস্ত্রকারদিগের শিক্ষা শিরোধারণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া মঙ্গলকামী মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ এইরূপ ;—

ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করা কর্ত্তব্য। যিনি ঋতুকালেই ভার্য্যা গমন করেন তিনি গৃহী হইয়াও ব্রহ্মচারী। রজোদর্শনের দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল। তাহার মধ্যে প্রথম

চারি দিবস স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যুগ্মদিবসের রাত্রিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশমাদি রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম অর্থাৎ পঞ্চমাদি রাত্রিতে সহবাস করিলে কন্যা উৎপন্ন হয়। মঘা ও মূলা নক্ষত্রে কদাচ স্ত্রী সহবাস করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্ব্বদিন বলে অতএব এই কয় দিনে স্ত্রীসহবাস উচিত নয়। রবিবারেও স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ। পতি ও পত্নী এই উভয়ের মধ্যে একজন কুপিত, ক্ষুধিত, পীড়িত, দুঃখিত বা অননুরক্ত হইলে সহবাস সঙ্গত নহে। গর্ভবতী ভার্য্যা সম্ভোগ করা অতি গর্হিত। উৎকট অভিলাষ হইলে ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও ভার্য্যাগমন দোষাবহ নহে, তবে ঋতুকালে অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাই হউক ভার্য্যাগমন কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নহে; ইহা গৃহীর পরমধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় পবিত্র সময়ে পবিত্র দেহে ও পবিত্র অন্তঃকরণে পতি ও পত্নী পরস্পর সঙ্গত হওয়াই সঙ্গত।

শ্রীশ্রীহরি

—নাম—

সঙ্কীর্ত্তন-লহরী।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীশ্রীহরির স্তব।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ১॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং
কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং,
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং
ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং-
ব্রহ্ম গোপালবেশম্ ॥ ৩
বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনং
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালাবিরাজিতম্।
শ্রীদামদামোদরসুবলস্তোককৃষ্ণার্জ্জুনং
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্ ॥ ৪ ॥

—o—

গৌর নাম।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ,
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

লোফা।

একবার এস হে গৌর সংকীর্ত্তনের মাঝে।
একবার, এস হে গৌর, এস হে গৌর,
এস হে গৌর, এস হে গৌর ॥
তোমায় ভজন হীন কাঙ্গালে ডাকে ;
তোমায় কাতরে কাঙ্গালে ডাকে ;
তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে, গৌর, কাতর প্রাণে ,—
(কোথায় আছ হে কাঙ্গালের বন্ধু)
একবার এস হরি সংকীর্ত্তনে ; (ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে, গৌর, বেরি বেরি ;—
(কাঙ্গাল ভজন সাধন জানে না)
একবার এস এস গৌর হরি ; (সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমা নইলে কীর্ত্তন সাজে না।
গৌর, তুমি যদি হে, ওহে না আসিবে ;
(এস সংকীর্ত্তন রসরাজ)
তবে সংকীর্ত্তন আর কে করিবে ; (গৌর হরি বিনে)
আসি, সংকীর্ত্তনের, মাঝে উদয় হও ;
(হরি হরি বোলে নেচে নেচে)
হোয়ে আপনার গুণ আপনি গাও ;
(কীর্ত্তন সাজ্‌বে ভাল)

একতালা লোফা।

একবার, এস হে নদীয়ার চাঁদ গোরা।
গৌর, এস, এস একবার এস,
(এই হরি সংকীর্ত্তনে ;—ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় দয়া ক'রে আস্‌তে হবে ;
(হরিনাম্ সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমায় নদে ছেড়ে আস্‌তে হবে ;
(এস হে নদীয়ার চন্দ্র)
গৌর, নদে ছাড়া হে, যদি রইতে নার ;
(ওহে নদেবাসির প্রাণধন)
আমার হৃদয় মাঝে নদে কর ; (নবদ্বীপ চন্দ্র গোর)
এস সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে ;
এস গদাধরের করে ধ'রে ;
এস হরিবোলে নেচে নেচে ;
(ঊর্দ্ধে দুটি বাহু তুলে)
(প্রেমে জগত মাতাইয়ে)

লোফা।

ওহে, একবার এস নদীয়া বিহারি গৌর হরি।
গৌর এস, এস, একবার এস হে ;
(হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে হে)
গৌর একা যদি হে, তুমি আস্‌তে নার ;
(সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে এস হে গৌর)
প্রিয় গদাধরে, সঙ্গে কর ; (কীর্ত্তন সাজাবে ভাল হে)
তোমায় দয়া ক'রে, আস্‌তে হবে হে ;—
গৌর বলেছ বলেছ তুমি ;
(বড় আশার কথা শুনেছি হে গৌর)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি, হে।
গৌর তোমার কাঙ্গাল, আজ তোমায় ডাকে ;
(পাপে তাপে কাতর হ'য়ে হে)
তুমি চরণ-তরি দাও তা'কে, হে ;
(নিজগুণে দয়া ক'রে হে)
গৌর তুমি যদি হে, দয়া না করিবে ;
(কে আর এমন দয়াল আছে হে)
তবে এ অধমে কে রাখিবে হে,
(পাপীর গতি নাই হে)

তোমার দয়াময় নাম, শুনে কানে ;—

(তুমি পাপী তাপীর পরম গতি হে)

বড় ভরসা হ'য়েছে মনে ; (ত্রাণ পাব বোলে হে)

গৌর আর আমার হে, বল কেবা আছে ;—

(অধম ব'লে কে আর, দয়া ক'র্‌বে হে)

আমি শরণ লব ক'ার কাছে হে ;

(কে এমন দয়াল আছে হে)

ঘসা।

অবিরাম "গৌর নাম" বলহ বদনে।

ভাইরে, তাপ এড়াবি, প্রেম পাবি,

গৌর নামের গুণে ; (গৌর গৌর গৌর বল রে)

ব্রহ্মার গোপনের ধন, গোলকেতে ছিল,

কলির জীব তরাতে অবণীতে ন'দে উদয় হ'লো

(কলির জীবের দুঃখ দেখে রে)

ধন কড়ি চাই না রে ভাই, মুখে বল্লে হয়,

ভাই রে জিহ্বার অলসে কেন যাবি যমালয় ;

(যমালয় কি এতই—ভাল রে, গৌর নামের আগে)

লোফা।

ধর্ত্তা

এস দীন দয়াল আমার, গৌরাঙ্গ হে।
গৌরাঙ্গ হে—এ—হে—হে।
একবার দয়া ক'রে আস্‌তে হবে,
এস সংকীর্ত্তনের মাঝে এস।
এস সংকীর্ত্তনের শিরোমণি।
এস সংকীর্ত্তন রসরাজ।
কীর্ত্তন তোমা নইলে সাজে না হে।
আসি আপ্‌নার গুণ আপনি গাও।
এস ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে।
এস নামে জগত ভাসাইয়ে।
এস তেম্‌নি, তেম্‌নি, তেম্‌নি ক'রে।
(হরি বোলে দুটি বাহু তুলে)

একতালা লোফা।

এস গৌরচন্দ্র, গৌর হরি।
একবার দয়া ক'রে আস্‌তে হ'বে ;
(হরি নাম সংকীর্ত্তনের মাঝে)

তোমায় কাতরে, কাঙ্গালে ডাকি।
তোমায় অধম পাতকী ডাকি
(দয়া ক'রে এস গৌর)
(লোঃ) একবার এস হে গৌর, (দয়া ক'রে)
(সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমা নইলে কীর্ত্তন সাজে না ;
(ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে (শ্রীগৌরাঙ্গ)
এই বিষয় বিষে, জ্বরা হ'য়ে ; (ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
(ছুঃ) এস এস, এস গৌর, নাম সংকীর্ত্তনের গুরু হে,
(একবার আস্‌তে হবে হে, সংকীর্ত্তন রসরাজ)
(কীর্ত্তন সাজে না সাজে না, মাতয়ারা গৌর বিনে)
প্রিয় গদাধরে সঙ্গে ল'য়ে ;
(একবার মাত্‌তে হ'বে হে, শ্রীবাস অঙ্গনের মত)
(লোঃ) গৌর তুমি যদি না আসিবে,
সংকীর্ত্তন আর কে করিবে,
(নাম কেবা জানে হে)
(তোমার মত সুধামাখা নাম)
(নাম কেবা বিলাবে, ধর ধর লও বোলে নাম)
(নাম কে আর যাচিবে, কলির জীবের ঘরে ঘরে)

সংকীর্ত্তন মাঁতয়ারা রায়, (কি হায় হে)
(একবার এস, এস হে, হরি সংকীর্ত্তনের গুরু)
আর, মোরা অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি স্তুতি নতি,
(ভজন জানি না জানি না, নিজ গুণে দয়া কর)
কি হবে এ দীনের উপায় (কি হায় হে)
অধম প'ড়ে কি রবে হে, এমন দয়াল অবতারেও)
আর, পাপী তাপী তরাইতে, অবতীর্ণ নদীয়াতে,
(চাঁদ উদয় হোলো হে)
(তিমির, নাশিবার তরে হে, নদীয়ায় চাঁদ উদয় হ'ল)
ধন্য ধন্য ধন্য গোরা রায় (কি হায় হে)
(দয়ার ধন্য মানি হে, অধম চণ্ডাল বাছ না)
আর গৌরাঙ্গ পতিত পাবন অবতারি,
(কত পাতকী তরালে, পতিত পাবন নাম বিলায়ে)
আর ; কলিকাল সর্প দেখি, হরিনাম জীব রাখি,
আপনি হইলে ধনন্তরি (কি হায় হে)
(জগত উদ্ধারিলে, বিষয়-বিষের জ্বালা হ'তে)
গোরার দুনয়ন অম্বুজে, বহে কত সুরধনী,
(জগত ভাসালে ভাসালে)
(কি বা সেজেছে রে)
গলেতে দুলিছে বনমালা (কি হায় রে.)

(মা লা আপনি দোলে রে, গৌর অঙ্গের পরশ পেয়ে)
আর, তা তা, তাতা, থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজে,
(আমার গৌর নাচে রে, ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে)
ঝন্, ঝন্, ঝন্ কর তাল (কি হায় রে)
(আনন্দের আর সীমা নাই রে, সবাই মিলে নাচে গায়)
হেন গৌর প্রেমে যাহার না হয় বিশ্বাস রে ;
মলিন মুকুরে নাহি বিন্দু বিকাশ রে,
(মরুভূমি যে হোলো রে, নাম অঙ্কুর হোল না)
গোবিন্দ দাস ভনে, তাহে কি বিচার রে,
কোটী কল্প যুগে তা'র, না হয় নিস্তার রে,
(যে জন নিলে না নিলে না, সুধা মাখা গৌর নাম)

ঘসা।

এস নিতাই গৌর হরি, ভব-যাতনা সইতে নারি।
(জ্বালায় মলাম মলাম হে)
গৌর তোমার কাঙ্গাল—তোমায় ডাকে,—
(পাপ তাপে কাতর হ'য়ে হে)
তুমি চরণ তরি দাও হে তাকে (অকুল ভবার্ণবে)
আমি প'ড়ে আছি হে,—ভব অন্ধকূপে,—
(আমি ভজন সাধন জানি না হে)

আমায় তরাও আসি কোন রূপে ;
(রাঙ্গা চরণ·দিয়ে)
গৌর আর আমার হে, বল কেবা আছে,—
(পাপীর তোমা বই আর গতি নাই)
আমি শরণ ল'ব কা'র কাছে ;
(কে এমন ব্যথিত আছে)
গৌর শুনেছি হে, সাধু ভক্ত মুখে,
(তুমি অধম তারণ পতিত পাবন)
তুমি অধম তরাও মনের সুখে, (রাঙ্গা চরণ দিয়ে)
গৌর, জগাই-মাধাই,—তা'রা ত'রে গেছে,—
(অধম তারণ নামের গুণে)
আমার তা'ই মনে ভরসা আছে ;
(চরণে স্থান পা'ব ব'লে)
যদি পতিত ব'লে হে, দয়া না করিবে
(ওহে অধম তারণ পতিত পাবন)
তোমায় পতিত পাবন কে বলিবে।
(নামেতে কলঙ্ক হবে)

—

লোফা।

কাতরে, কিঙ্করে ডাকে, একবার এস হে গৌর।
একবার এস হে গৌর, এস হে গৌর,
এস হে গৌর, এস হে গৌর।
(তোমায় ভজন হীন কাঙ্গালে ডাকে)
গৌর, একবার এলে, যদি কাঙ্গাল বাঁচে,
(কাঙ্গালের ধন এস এস হে)
বল তা'তে কি তোমার ক্ষতি আছে।
(এস এস হে গৌর)

তিওট।

ল'য়ে ভক্তগণে, এস সংকীর্ত্তনে নবীন সন্ন্যাসী।
উন্মত্তের প্রায়, ধূলা মাখা গায়, হরি নাম গায়,
বলে আয় আয় আয়, কে হ'বি প্রেম সোহাগি॥
(লোঃ) রূপ লাবণ্যের সীমা কি আছে ;
কোটী চাঁদ নয় (আহা মরি গো)
নখ চাঁদের কাছে।
(ঘঃ) আনি অনর্পিত ধন, জীবে করে বিতরণ ;
পাত্রাপাত্র বিচার না করে,—
যাচে ব্রজের ঘরে ঘরে (হরি নাম দিয়ে)

এই যে নাম কোথায় ছিল কে আনিল,
কলির জীব তরাতে এনেছে,—
(তিঃ) ওরে রসনা, ধরি চরণে,
এ নাম বদনে বলরে অহর্নিশি।

কাৰ্ফা।

এস নিত্যানন্দ চৈতন্য, পরম দয়াল।
এস পরম দয়াল, প্রভু শচীর দুলাল॥
(দয়া করে এস এস হে)
এস যশদা-নন্দন, শচী-সূত গোরা লাল ;
(সংকীৰ্ত্তনের মাঝে এস হে)
এস রোহিনী-নন্দন নিতাই পরম দয়াল ;
(কীৰ্ত্তন সাজবে ভাল হে)
ওরে, এমন দয়াল প্রভু আর হ'বে না,
প্রভু কৃপা করি উদ্ধারিলেন জগাই আর মাধাই॥
(মার খেয়ে প্রেম যাচে রে)

লোফা।

হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে,

ধর্ত্তা

ওহে দয়াল গৌর এস এস হে।

একবার এস, এস গৌর, এস এস হে।

(হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে)

আসি, সংকীর্ত্তনে উদয় হও।

আসি, আপ্‌নার গুণ আপনি গাও।

এস নিতাই চাঁদ সঙ্গে ল'য়ে।

এস, শ্রীঅদ্বৈতে সঙ্গে ল'য়ে।

এস নামে জগত ভাসাইয়ে।

এস সংকীর্ত্তন মাতয়ারা।

(হরি ব'লে দুটি বাহু তুলে)

(জাঃ) একবার আস্‌তে হবে, সংকীর্ত্তনের মাঝে।

গৌর হে,—গৌর হে,—

গৌর হে,—গৌর হে—

গৌর হে—হে—হে—হে ॥

ডাঁস পেড়ে।

"নিতাই চৈতন্যের" গুণ, গাও ওরে ভাই।
গুণ, গাও ও রে, ভাই গুণ, গাও ওরে ভাই
ভাইরে গাহিলে নিতাইয়ের গুণ, দুঃখ র'বে না
(নিতাই নিতাই নিতাই বলো রে)
ভাইরে এমন দয়াল প্রভু আর হবে না
(দয়াল নিতাই সমরে)
(মার খেয়ে প্রেম যাচে রে)
ভাইরে পেয়েছ মানব জনম, আর হবে না,
(দেখো যেন ভুলোনা রে, গৌর নিতাই নাম)

লোফা।

প্রাণ আমার হে, এস এস, এস গৌরাঙ্গ।
প্রাণ আমার, হে গৌরাঙ্গ প্রাণ, ধন আমার হে।
তোমায় ভজন হীন কাঙ্গালে ডাকে (কাতর হোয়ে)
তোমায় কাতরে কাঙ্গালে ডাকে।
তোমায় দয়া ক'রে আস্‌তে হ'বে।
এস, সংকীর্ত্তনের শিরোমণি।

একতালা।

ঢুলে ঢুলে, গোরা, "হরিগুণ" গায়।
আসিয়ে বৃন্দাবনে, নাচে গোরা রায়॥
বৃন্দাবনের তরু লতা, প্রেমে কয় হরি-কথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি, হরি নাম শুনায়।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে, হরিণী আসিছে ধেয়ে,
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে, নাচিয়ে বেড়ায়॥
গোরা ব'লে হরি হরি, শুক ব'লে, হরি হরি,
মুখে মুখে শুক শারী, হরি গুণ গায়॥
আসিয়ে যমুনাকূলে, নাচে গোরা হরি ব'লে,
যমুনা উথলি আসি, চরণ ধুয়ায়॥

লোফা।

একবার ডাক্‌রে নিতাই গৌর ব'লে,
ও তোর্ মনের আঁধার, দূরে যাবে রে;
ও তোর্ মনের আঁধার, দূরে যাবে রে;
(ডাক্‌রে নিতাই গৌর ব'লে)
গৌর অবশ্য, করিবেন দয়া রে;
(গৌর দীন দয়াময় অধম তারণ)

ডাঁস পেড়ে।

ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াও হে,
"গৌর" হ'য়েছ তার ভয় কি আছে ॥

গৌর, একবার দাঁড়াও, আমার হৃদয় মাঝে,
(নয়ন ভ'রে দেখি হে)
দেখি বাঁকা গৌর কেমন সাজে
(বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও হে)
গৌর, আর লুকালে, হবে কি,
(ওহে, আমরা ছেড়ে দিব না)
বাঁকা নয়ন দেখে চিনেছি।
(লুকালে আর কিবা হবে)
তোমার সকল অঙ্গ, গেছে ঢাকা,
(এখন্ কাল বরণ নাই হে গৌর)
(নব-নীরদ বরণ, নাই হে গৌর)
(ত্রিভঙ্গ ঠাম নাই হে গৌর)
কেবল যায় না দুটি নয়ন বাঁকা
(তাইতে তোমায় চেনা যায় হে)
তোমার অন্তর্কৃষ্ণ, বহিঃগৌর ;
এবার চিনেছি হে কাঙ্গালের ঠাকুর
(রাই [illegible] ঋণী বট হে)

চৌতাল।

ওহে নন্দের নন্দন, কা'ল রতন, কাল বরণ,
গৌর হ'য়েছ ॥
কি অভাবে, কা'র ভাবে ভাবি হ'য়েছ ॥
(লোঃ) তোমায় হের্‌বে ব'লে ব্রজনারী,
রাজপথে সারি সারি,
(সবাই দাঁড়ায়ে আছে হে)
অনিমিষে, সবে যে'ন চোর ; (হায় হে)
(রূপ দেখ্‌বে ব'লে হে, কাল বরণ গৌর হোয়েছ)
(চৌঃ) দানছালের ঘাটের কূলে, হ'তে মহা দানি.
হরিনামের তরি ল'য়ে দাতার শিরোমণি.
দুঃখী তাপী যত ছিল,
সবে ল'য়ে হরি নাম যাচিছ।

ডাঁস পেড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, দয়া কর মোরে, হে।
একবার, দয়া কর মোরে, প্রভু কৃপাকর মোরে হে।
(ভজন জানি না, জানি না ; নিজগুণে দয়াকর)
আমি জনমে জনমে যেন, তোমায় না পাশরি হে :
(আমার ইহাই ক'রো হে)

আমায় কিঙ্কর করিয়া রেখো, বৈষ্ণবেরি ঘরে হে ;
(জনম সফল হবে হে ; বৈষ্ণবের কিঙ্কর হ'য়ে)
প্রভু সংসার ভুজঙ্গ যেন, না দংশে আমারে ;
(আমায় দেখো, দেখো হে ; ওহে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ)
প্রভু এবার পতিত রইল প'ড়ে, কলঙ্ক তোমারি হে ;
(কেহ, পতিত পাবন ব'ল্‌বে না হে ; নামেতে কলঙ্ক হ'বে)
(নামের গুণ এবার জানা যাবে হে ; এই পতিত হ'তে)
ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, দাঁড়াও হৃদয় মাঝারে,
(বাঁকা গৌর কেমন সাজে হে ; ত্রিভঙ্গ গৌর)

—

তিওট।

কোথায় লুকালে হে, নব-নীরদ বরণ,
ত্রিভঙ্গ কানাই।
গলে বন ফুলের মালা নাই, মস্তকে চূড়া নাই,
সে মাধুর্য্য নাই ;
তোমার মোহন করেতে মোহন বাঁশী নাই ;
ব্রজের চিহ্ন ওই বাঁকা নয়ন দেখ্‌তে পাই ॥
(লোঃ) যখন বিপিনে খেলিতে রঙ্গে ;
সখা সঙ্গে না না রঙ্গে ;

ল'য়ে শ্রীদাম সখাকর, বাঁকা বংশীধর,
দাঁড়াতে হে ত্রিভঙ্গে ;
(মঃ) ত্রিভঙ্গ হইয়ে যখন, বাজাতে মুরলী,
যমুনা উজান বহিত ফিরিত ধরণী ;—
(মোহন বেণুর রবে হে ; যমুনা উজান বহিত)
(লোঃ) তখন বাজাইতে, মোহন বেণু, চরাইতে বনে ধেনু ;
(ধেনু চরাইতে হে ; মনোহরা বাঁশীর গানে)
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি (হায় হে)
(তা'রা কোথায় বা রইলো হে—
শ্রীদাম সুদাম আদি করি)
তোমার ব্রজে ছিল কাল অঙ্গ
ন'দে হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ
(বরণ কোথায় বা গেল হে ; কাল ত্যেজে গৌর হ'লে)
(ভাব্ বুঝিতে নারি হে ; কা'র ভাবেতে গৌর হ'লে)
কা'র ভাবে হ'লে দণ্ডধারী ;
এখন কি ভাবে এ ভাব উদয় ভাই কানাই ॥
(তিঃ) গৌর কোথায় সে তমাল বন,
কোথায় সে ভাণ্ডীর বন, সে নিকুঞ্জ বন,
এখন কোন্ বনে বিহার কর ভাই কানাই ॥

চৌতাল।

ও চাঁদ নিতাই এলো, প্রেমের তরঙ্গ বাড়িল.
আজ ন'দে বৃন্দাবন হ'ল ॥
নিতাই চাঁদের কি মাধুরী, ন'দে ক'ল্লে ব্রজপুরী,
আমরি মরি ;—
সংকীর্ত্তনের কলরবে, হে,—এ,—ও হে ;
ন'দে পুরে, দুকূল বহিয়ে গেল ॥
নিতাই চাঁদের পদভরে,
ধরণী টল্‌মল্ করে, স্থির হ'তে নারে ;
অনুভাবে বোঝা গেল, হে,—এ,— ওহে ;
জীবের ভাগ্যে, বুঝি ব্রজের বলাই এলো ॥

চৌতাল।

নগরবাসী গো, কাঁচা সোনার বরণ সন্ন্যাসী,
তো'রা দেখেছিস্ কে এই পথে।
আমায় ফাঁকি দিয়ে, চলে গেছে, নিতাই সঙ্গেতে ॥
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছে বৈরাগ্য বেশ,
তা'র, তরঙ্গ বয়েস,
রাধার ভাবে মাখা তনু, প'ড়ে ধূলাতে ॥

নামাবলী দিয়ে গায়, হরি নামাঙ্কিত তায় ;
তাঁর হরিনামাঙ্কিত রেখা, আছে গাত্রেতে ॥
কমণ্ডলু লয়ে করে, পথে পথে ভ্রমণ ক'রে,
কভু মূর্চ্ছা ধরে পরে, রাধার ভাবেতে ॥

লোফা।

"নিতাই চাঁদ" ব'লে আমরা, তা'ই ডাকি।
নিতাই, অধম তারণ, পতিত পাবন হে।
নিতাই, দুর্ব্বলের বল, কাঙ্গালের ধন হে।
চাঁদ নিতাই আমার, প্রেম দাতা,
(নিতাই, অযাচকে প্রেম যাচেরে)
তাঁর, হরি নাম বদনে গাঁথা হে ;
(অন্য কথা জানে না)
নিতাই ; পাপী দেখ্‌লে দয়া ক'রে হে ;
পাপী, ডাক্‌লে দয়াল, নিতাই বোলে ;
(পাপে তাপে কাতর হ'য়ে হে)
তিনি স্থান দেন তা'রে চরণ তলে হে,—
(পরম দয়াল নিতাই আমার)

চাঁদ, নিতাই আমার, কল্পতরু,—
(ধর বোলে প্রেম যাচে রে)
নাম দিয়ে হ'লেন জগত গুরু হে ;
(জগত-গুরু নিতাই আমার)
নিতাই,অধম চণ্ডাল বাছে না হে :
নিতাই, যা'রে দেখে,আপন কাছে
(জেতের বিচার করে না হে)
ধর ধর বোলে প্রেম যাচে হে ;
(প্রেম দাতা নিতাই আমার)
নিতাই মার খেয়েও প্রেম যাচে হে ;
নিতাই যা'রে দেখে, দেয় কোল্ ,—
(প্রেমদাতার শিরোমণি হে)
কোল্ দিয়ে ব'লে, বল হরিবোল হে।
তাঁরে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল হয় হে :
তাঁরে ডাক্‌লে জ্বালা দূরে যায় হে,
তাঁরে ডাক্‌লে বন্ধন মোচন হয় হে ;

———

রূপক।

ও ন'দেপুরে আর কে নাচিবে,
বাহু তুলে "হরি বোল" বোলে ;
সংকীর্ত্তনের মাঝে ভক্তমণ্ডলে।
সোনার ন'দে আঁধার হ'লো,
নিশি দিনে কাঁদে সকলে, "হরি বোল" বোলে
(দুঃ) গৌর বিনা দুখানলে, দহে ন'দে বাসী,
(ব'লে কোথায় গেলে গৌর হে)
আর কি দেখিব তাঁরে, আসিবেন কি ন'দেপুরে,
সোনার বরণ গৌরনিধি, সদাই হিয়ায় জাগে গো,
(গৌর কাঁচা সোনার বরণ)
পতিত দেখিয়া কেবা করুণা করিবে,
দুর্লভ হরিনাম, কে আর যাচিবে,
(ধর ধর বোলে হে)
এই যে ন'দেপুরী, শূন্য করি,
গৌর আমায় ছাড়িয়া গেলে ॥

তিওট।

হরি কৃপাময় কৃপানিধি, গৌর নিতাই, জগতে ব'লে।
হ'তে ভবাব্ধি পারাপার, হ'লে তা'য় কর্ণধার
ওহে গৌর হে,—
কত পাষণ্ড মানব, উদ্ধারিলে॥ (ওহে গৌর হে,—)
তুমি পতিতে তারিতে, ন'দে এলে ;—
ধন্য ধন্য হে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র,
দিয়ে প্রেম, জগত, মাতালে ;—
গৌর অবতার,—অবতারের সার, ক'ল্লে জগত উদ্ধার,
তবে আমায় কেন জগতের বাহির করিলে॥

লোফা।

আজ, আনন্দে বদন ভ'রে গৌর গুণ গাও।
একবার গৌর গুণ, গাও রে ;
(আজ আনন্দে বদন ভ'রে)
ও তো'র মনের আঁধার, দূরে য'াবে, রে ;
ও তোর্ নিরানন্দ, দূরে যা'বে রে ;
ও তো'র প্রেমানন্দের, উদয় হবে রে ;
(গৌর গুণ গাইতে গাইতে)

প্রার্থনা।

নৌমিড্য তে ভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল সন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥

আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥
ভগবন্! ভূতভব্যেশ! জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয়!।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্ব্বেষাং দেহি দর্শনম্।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥

তিওট।

আমার হৃদ্ কমলে, ধরি যুগলরূপ,
একবার দাঁড়াও মধুসূদন ॥
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে, চূড়া হেলায়ে বামে,
করে বংশী ধরি,
একবার বামে লয়ে, সাধের রাই কিশোরী,
একবার অধীনে কৃপাকরি, সদয় হও বংশীধারী,
আমরা যুগলরূপ করি—হরি—দরশন ॥
(লোঃ) দয়াময় হরি, বাঁকা বংশীধারী,
আমরা যুগলরূপের অধিকারী,—
(ওহে রাধাবল্লভ)
(আমায় একবার চরণ দিতে হবে ;—
ভজনহীন বোলে)
তোমার চরণের গুণ—আছে জানা,—
(যা'তে কত পাপী ত'রে গেল)
চরণ পরশিয়ে, ওহে কাষ্ঠের নৌকা হোলো সোনা।
(আমায় চরণ ছাড়া কোরো না হে,—ওহে দীনবন্ধু)
তোমার চরণের, ছাওয়ায় গিয়ে ;—
(আমার তাপিত অঙ্গ হ'বে শীতল)

আমি জুড়াব তাপিত হিয়ে, (ওহে ত্রিতাপবারণ)
(রাঙ্গা চরণে স্থান দিও হরি, দীনে দয়া করি)
তোমার চরণের, ধারে ধারে ;—
(কত কোটীকল্প সাধন ক'রে)
চরণ পা'ব ব'লে, কত কোটীকল্প সাধন ক'রে।
(একবার বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও দেখি ;
আমার হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে)
(আমার মন-কদম্ব-তরু-মূলে)
(অধরে মুরলী দিয়ে)
বামেতে রাধিকায় ল'য়ে।
তোমার একবার চরণ, ঘেমে ছিল ;
(ত্রিভুবন পবিত্র হোলো)
যা'তে দ্রবময়ী গঙ্গা হ'লো (জগত উদ্ধারিলে)
(পঃ) এই বাসনা মনে মাত্র, সচন্দন তুলসীপত্র,
দেখা দাও হে মুরলীধারী—
(ডাঃ) দিব তব অভয় চরণে (ওহে রাধাকান্ত)
মালা মনের সাধে গেঁথেছি হে ;—
প্রেম-পুষ্পে মালা গেঁথেছি হে ;—
অনুরাগের সূত্রে গেঁথেছি হে ;—
ভক্তি-চন্দন তাহে মাখাইয়ে ;—

মনের বাসনা পূরাতে হ'বে ; —
বড় যতন ক'রে এনেছি হে ;—
একবার যুগলরূপে দাঁড়াও দেখি ;—
(তিঃ) তোমায় "ভক্তাধীন" বেদে ব'লে,
এই কোরো অন্তিম কালে (রাধানাথ হে)
যেন রসনায় ব'লে "গাঙ্গা নারায়ণ" ॥

তিওট।

বাঁকা বংশীবদন, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গে হৃদয়-কমলে ;—
যা'তে গোপীর মন, ভুলালে, গোকুলে,—
ল'য়ে মোহন বাঁশী, বাজাও কাল-শশী,
বাঁশী শ্রবণে, দিবেন দেখা রাই-রূপসী ;
হের্‌বো যুগলরূপ, যোগে নয়ন-যুগলে ॥
(ছুঃ) মন-কদম্ব-তরুমূলে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ছলে হে,
দেহ দেখা বিপিনবিহারী (হরি, হরি হে)
(ঘঃ) বামেতে দাঁড়াবেন আসি; শ্রীরাধা-কিশোরী,
বৃষভানু রাজকুমারী ;
(চৌঃ) হের্‌বো যখন হৃদ্‌পদ্মে, স্বর্ণপদ্মে, নীলপদ্মে,
মানস-তুলসী-চন্দন, দিব যুগল পাদপদ্মে ;

(তিঃ) আমার এই বাসনা, পূরাও কাল সোনা.
করি বিরলে ব'সে যুগল পদার্চ্চনা ;
যম যন্ত্রণা রবে না ও রূপ হেরিলে ॥
(ছুঃ) হৃদিপদ্মের রম্যস্থলে, অষ্টসখী অষ্ট দলে হে.
তা'র মাঝে রত্ন সিংহাসনে (আহা মরি হে)
(চৌঃ) গাঁথি বিনাসূতের হার, মাধবী কুসুমের হার,
মনের সাধে যুগল পদে দিয়ে ঘুচাই ভবের ভার :
(তিঃ) নিত্য বৃন্দাবনে, নিত্য রাধার সনে
কর সুখেতে নিত্য বিহার, বাঞ্ছা মনে ;—
দেখাও নিত্যময় নিত্যলীলা—বিরলে ॥

তিওট।

ওহে রাধা-কান্ত, ভ্রান্ত হ'য়ো না আমায়।
ওহে আমি শরণ লইলাম তোমার রাঙ্গা পায় ॥
আমি ভজন হীন সাধন হীন, তন্ত্র হীন, মন্ত্র হীন,
কিসে যা'বে দিন (আমার)
ভাবি তাই হে, আমার কেহ নাই হে,—
হরি তোমা বই হে :—
যদি তরাও ত তরি——হরি ভব ভয় ॥

হরি দুরন্ত শমন ভয়ে, কম্পিত সদাই হিয়ে,
মরি সেই ভ'য়ে (সদাই)
কি হবে গতি, হরি আমার নাই গতি,
ঘুচাও আমার এ দুর্গতি,
কেমন পতিতপাবন হরি জান্‌ব তোমায়॥

চৌতাল।

আমার মনোরথে রথী হ'য়ে, দাঁড়াও শ্রীহরি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে, বামেতে কিশোরী ল'য়ে,
অধরে মুরলী দিয়ে, বাজাও বাঁশরী॥
আমার হৃদয়-রথ, বিচিত্র রথ,
চিত্র নানা তায়,
এ রথে হইলে সারথী, দেখ কত শোভা পায়;
কুরুক্ষেত্রে বিজয় রথে, সারথী ছিলে,
রথী হ'য়ে অর্জ্জুনের আশা পূরালে,
তেমনি রথী হও হে দয়াময়,
দীন-হীনের অকিঞ্চনের পূরাও অন্ত-সাধ;
দিয়েছি তোমার দায়, না ঠেলিও দয়াময়,
"হরি" বোলে প্রাণ যায় হে বংশীধারী।

তিওট।

আমার হৃদ-কমলে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
একবার দাঁড়াও শ্রীহরি ॥
মম মানস তুলসী পত্র, ভক্তি-চন্দন-সংযুক্ত ;
আমি করিয়ে ;—
দিব শ্রীপাদদ্বয়ে হে বংশীধারী ॥
(মঃ) মোহন মুরলী ল'য়ে, যুগল করেতে ;—
বৃষভানু নন্দিনীরে, লয়ে বামেতে ;
(ছুঃ) কিবা চরণে নূপুর ধ্বনি, কটি তটে কিঙ্কিণী,
বনমালা গলে বিরাজিত
(কিবা সেজেছে, সেজেছে ; বনমালীর বনমালা)
(তিঃ) কিবা মোহন চূড়া বামেতে হেলায়ে ;
রাধানাথ হে, ওহে রাধাকান্ত ;—
আমি যুগলরূপ হেরিব, মনের সাধ মিটা'ব ;
শ্রীপদে, হৃদয় পদ্ম মিশাব ,—
একবার কর হে দীনে দয়া, দাও হে শ্রীপদ ছায়া ;
হরি হে ;—
ভব দুর্গম সাগরে হও হে কাণ্ডারী ॥

তিওট।

দীনের গতি কি হবে,—হে পতিত-পাবন।
হরি বল মন, হরি বল মন ॥
তোমায় ডাকি হে দীনবন্ধু, পার কর ভব-সিন্ধু,
জগদ্‌বন্ধু হে ;—
ও ভাই ডাকি হে, শিওরে বসে শমন ॥
শুনি বেদে কয়, নামে মোক্ষ হয়,
হরি নাম নিলে, হরে শমনের ভয় ;
আমি, কখন ভ্রমেও ভুলে, ডাকি না কৃষ্ণ বলে,
কোন কালে হে ;—
আমায় অন্তিমে দিও হরি শ্রীচরণ ॥
ভ্রমেও ডাকিলে, তরে অবহেলে,
অন্তিম কালে ;—
শুনি, অজামিল অন্তিম কালে, পুত্রে"নারায়ণ"বোলে,
ডেকেছিল হে ;—
মহাপাতকী পাপে হ'লো বিমোচন ॥

তিওট।

মম হৃদয় নলিনে, শ্রীরাধার সনে,
দাঁড়াও একাসনে, শ্রীমধুসূদন ॥
একবার চরণে চরণ দিয়ে, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
করেতে ল'য়ে,— মুরলী ;
হেরবো যুগলরূপ যোগেতে বংশীবদন ॥
হরি পূরাও মম বাসনা, কুরু করুণা,
দীননাথ,—এ দীনে ;—
চরণ পূজিব দিয়ে তুলসী চন্দন ॥
(ঘঃ) আকিঞ্চন ক'রেছি মনে, দেখা দাও এই অকিঞ্চনে
(কিঞ্চিত করুণা কর হে, নৈরাশ কোরোনা,
তুমি হে করুণা সিন্ধু)
(তিঃ) তোমায় ভক্তাধীন বেদে বলে,
উদয় হও হৃদয় কমলে (রাধাবল্লভ হে)
মনের আনন্দে পূজি তোমার শ্রীচরণ ॥
(লোঃ) কিশোর কিশোরী, যুগল মাধুরী ;
দাঁড়াও হৃদয়-পদ্ম-কর্ণিকাতে (ত্রিভঙ্গ হ'য়ে)
(হেরে তাপিত নয়ন জুড়াইব)
(ভবে আসা যাওয়া ঘুচে যা'বে)
(ভবে আসা যাওয়া সফল হ'বে)

তুমি কাঙ্গালের ধন, ওহে পতিত পাবন,
(কাঙ্গাল তোমা বই আর যানেনা হে)
(তুমি কাঙ্গাল বড় ভালবাস)
(একবার দয়া ক'রে দেখা দাও হে)
কাঙ্গাল ডাকে তোমায়, হরি, কৃপা করি দাও দরশন।
(আমি জ্ঞান নেত্রে নিরখিব
(মনে এই বাসনা)
(মোহন যুগল রূপ)
(রাধাকৃষ্ণ রূপ)
দাঁড়াও অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে,
(দেখি কাল-গৌর কেমন সাজে)
ভূবন মোহন্ বেশে, বামে চূড়া হেলাইয়ে।
যেমন্ নীরদে তাড়িত সাজে ;—
তেমনি শ্যাম অঙ্গে, রাই অঙ্গ, মিশিবে ত্রিভঙ্গ,
হেরিব হৃদয় মাঝে (মনের আনন্দে)
(লোঃ) আমায় ক'রোনা বঞ্চনা, ওহে কালসোনা,
হে জগতপতি,
ভজন বিহীন, অতি দীন হীন, আমি অকৃতি—
আমি, সাধন না জানি, ওহে চিন্তামণি,
কিসে তরিব,—

ভকত বৎসল, তবাঙ্গ যুগল, কেমনে পা'ব।
দীনের গতি নাই বিনা তব শ্রীচরণ॥
(ছুঃ) আমি অতি অল্প মতি, নাহি জানি স্তুতি নতি হে,
(ভজন জানি না জানি না)
শ্রীপতি, অধমে কর পার হে,
(এই ভবার্ণবে হে, দিয়ে শ্রীচরণ তরি)
কে জানে তত্ত্ব, ত্বংহি রজস্তম সত্ত্ব,
(তোমায় কেবা চেনে হে)
নিত্যময় সর্ব্ব মূলাধার হে,
(তোমায় কে জানে হে; তুমি নিত্য নিরঞ্জন)
হরি, কে জানে তোমার মর্ম্ম, তুমি ক্রিয়া, তুমি কর্ম্ম
পরম ব্রহ্ম, তুমি সারাৎসার হে,
(একবার দয়া কর হে,
তুমি হে করুণা সিন্ধু)
(তিঃ) সদা ভাবেন সেই সদানন্দ
হরি তব পদার বিন্দ, শ্রীগোবিন্দ হে,-দয়াময়,
হরি তুমি হে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন॥

তিওট।

এই ক'রো মম চরম কালে,
রাধাকান্ত দিও দরশন ॥
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, বামে রাধায় ল'য়ে, মদন মোহন ॥
এই বাসনা করি হরি, "যুগল রূপ" যেন হেরি,—
নিদান সময়,—
হরি তুমি হে দয়াময়, দিও শ্রীপদাশ্রয়,
যেন নিরাশ্রয় ক'রো না মধুসূদন ॥
(লোঃ) আমার সেই দিনে,—জীবন্ অন্তকালে,—
তুমি অকূলের কাণ্ডারী, দাঁড়াও কূলে,—
বাসনা, রসনায় যেন, "রাধা কৃষ্ণ" ব'লে;—
যেন না হয় ভ্রান্ত, মম মতি,—
এই মিনতি হে জগত পতি. দিও সুমতি;—
(তিঃ) তুমি দীন নাথ, দীন বন্ধু,
কৃপাময়, কৃপা সিন্ধু,
তোমায় জগতে বলে হে পতিত পাবন ॥
(লোঃ) আমার বিফলে দিন গেল হে,—
আমার না হ'লো সাধন হে,—
(জনম বৃথায় গেল)

কি করিলাম এই ভবে এসে ;
হ'য়ে বিষয় মদে মত্ত, ত্যাজি পরম তত্ত্ব,
অনিত্য সংসারে ভ্রমি হে,
(আমি তোমায় ত্যাজে)
(মায়ার বশ হ'য়ে)
(ছূঃ) সংসার বিষানলে, নিরন্তর অন্তর জ্বলে হে ;—
জুড়াইতে না করিলাম উপায় (জীবন জুড়াইতে)
(জ্বালায় জ্বলে ম'লাম হে)
আমি, হ'য়ে মায়ার বশীভূত, ভক্তি পথ হলাম হত হে,—
কেমনে তরিব সঙ্কটে (এ প্রাণ প্রয়াণ কালে হে)
(আর গতি যে দেখি না)
(তিঃ) তাই ভাবি হে জগত পতি, কি হবে দীনের গতি,—
কৃপানয়নে হের, দীনে, নারায়ণ ॥
(লোঃ) কাল-ভয়-হারী, তুমি হে শ্রীহরি,—
(আমি জানাই তব শ্রীচরণে)
(তুমি কাল-বরণ, কাল্ নিবারণ)
ওহে, কাল্‌ভয়ে, হরি, কৃপা করি,—
রক্ষা কর দীনে, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী ;
(লোঃ) আমি শুনেছি পুরাণে, যে ভজে স্ব মনে
হরি হে তোমায়

ও সে ভবাব্ধি তুফানে, তরিবে স্ব গুণে,
শমনে কি ভয় ;
যেজন্ না জানে ভজন, বিহীন সাধন
অধম দুরাচার,
যদি তরাও নিজগুণে, সেই অকিঞ্চনে
ওহে গুণাধার ;
তবে নামের গুণ জান্‌বো হে পতিত পাবন ॥

চৌতাল।

ওহে, ও গোপীনাথ, অন্তে দিও চরণ তরি ।
এই মনে বাসনা করি' হের্‌বো যুগল রূপমাধুরী,
ওহে শ্রীহরি,—
হৃদ্‌পদ্মে এস একবার, ও পাদপদ্ম পূজা করি ॥
ভাই বন্ধু আদি করি, ল'য়ে যায় জাহ্নবীর পুরী,
ওহে গোপীনাথ,—
"গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম" ব'লে যেন আমি মরি ॥
আসিয়ে এই গঙ্গাক্ষেত্রে, হরি নামাঙ্কিত গাত্রে
ওহে রাধানাথ,—
সজ্জ্ঞানপূর্ব্বক যেন মহামন্ত্র ধ্যান করি ॥

অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে, তুলসীর মালা গলে,,
অন্তিম কালে,—
"হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" রসনাতে বল্‌বে, হরি।

তিওট।

এই ক'রো অন্তে শ্রীমধুসূদন ;
রাধানাথ, হে বৈকুণ্ঠের নাথ, হে অনাথের নাথ,
রাধার জীবন ধন ॥
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চূড়া হেলায়ে বামে,
বামেতে লয়ে কিশোরী ;—
মুরলীধারী, যুগল রূপ ধরি :
আমায়, হৃদয় সিংহাসনে, শ্রীমতি রাধার সনে,
আমায় আসন্নে দিও হরি দরশন ॥
তোমার শ্রীচরণ-নীলোৎপলে, আর এক নিবেদন,
যখন ঘট্‌বে আসন্ন কাল, সসৈন্যে আস্‌বে কাল,
সে দুরন্ত কাল ;
নাহি তাঁর কালাকাল, অপ্রসন্ন কাল,
কাল প্রহরী, কাল দণ্ড, ক'রবে কাল প্রাণদণ্ড ;
হরি সেই দণ্ডে ক'রো দণ্ড নিবারণ ॥

হরি, আমি সেই নরাধম, অতি অভাজন,
তুমি, জগতের চিন্তাকারী, তোমায় না চিন্তা করি,
করিলাম অনিত্য চিন্তা;
বিষয়ের চিন্তা, ঐহিকের চিন্তা;
এখন চিন্তার সার পাই যেন ঐ শ্রীচরণ ॥
(ঘঃ) আর এক অভিলাষ করি;
(কথা ব'লতে যে নারি হে)
তোমার বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ, (রাধানাথ হে)
আমি কোন্ গুণে পাব সে পদ;
(ডাঁঃ) যা'ব, সুরধনী সলিলে, "গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম" ব'লে
সচৈতন্যে যেন প্রাণ যায়, (আমার)
এ দেহ পতন কালে, যত বন্ধুবর্গ মিলে,
অনিমেষে হরি গুণ গায়;
(আমার শ্রবণেতে)
(তিঃ) মনের বাসনা এই মাত্র, চন্দন তুলসীপত্র,
মিশায়ে;—
মনের আনন্দে পূজ্‌বো যুগল শ্রীচরণ ॥

তিওট।

এই ক'রো হে কৃষ্ণ দীন দয়াময়।
যেন কৃষ্ণ ব'লে, কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়॥
আমায় অন্তিম কালে, হৃদয় কমলে,
উদয় হ'য়ো শ্যাম ;
ও নীল শতদল রূপ হের্‌বো সেই সময়॥
(লোঃ) হরি, এই নিবেদন করি,
আমার অঙ্গ তরি, পাপে ভারি,
তুমি হ'য়ো হে কাণ্ডারী।
আমায় দেখো যেন, ভুল না হে, ও নীলচক্রধারী।
এই ভব পারাবার, তুমি কর্ণধার,
তোমা বিনা অন্য কে আছে আমার ;
আমি কারে গিয়ে ব'ল্‌বো কর পার।
(আমার কে আছে আর কোথায় যাব)
(ছুঃ) কে আছে আর, কোথায় যাব,
কারে বা দুঃখ জানাইব ;
পার কর, কর, কর, না কর, না কর,
তোমায় করি যোড় কর, যা ইচ্ছা তা ক'র,
আমার অন্তিম কালে এই ক'রো হে—
(যেন কলঙ্ক না হয় হে কৃষ্ণ নামে)

যেন "হরেকৃষ্ণ" নাম, জপি অবিশ্রাম
রসনার না বিরাম হয় হে,—
তুমি অধম তারণ, আগমের নিগম,
করো না বঞ্চন, আমি নরাধম জন,
দিও চরণ আশ্রয়॥

তিওট।

করুণানিধান, ক'রো কৃপাদান, হে, মম নিদানে।
এই নিবেদন, শ্রীমধুসূদন, তব চরণে, হে,
রেখো অন্তে শ্রীপদে এ গতিহীনে॥
আমি শুনেছি দয়াময়, তন্নামে মোক্ষ হয়,
ঘুচে ভব ভয়;
তা'ই তব পদে লইলাম আশ্রয়;
হরি, আমার অন্তিম কালে, যেন থেকো না ভুলে,
চরণ কমলে রেখো দয়াময়;
যেন নিরাশ্রয়, ক'রো না আমায়।
হরি করি হে এই মিনতি, ওহে অগতির গতি;
স্তুতি করি হে, রেখো রাঙ্গা চরণে॥
(পঃ) পূর্ণ কর, অভিলাষ, আমার, ওহে শ্রীনিবাস;
(উঃ) মুক্ত কর, ভব-পাশ হ'তে; (ওহে অধমতারণ)

প্রহ্লাদেরে, রক্ষা ক'ল্লে, সলিলে, অনলে, শৈলে,
হস্তিপদে, বিষ ভোজনেতে, ওহে বিপদ্‌বারি)
আর ধ্রুব, শিশু অতি, তোমাতে সঁপিয়ে মতি,
স্থান পায় বৈকুণ্ঠ উপরে, (ওহে ভক্ত-সখা)
বিপদে পড়ে পাঞ্চালী, "কোথায় পীতবসন" বলি,
ডেকেছিল, হরি হে তোমারে, (ও পাণ্ডবের সখা)
লজ্জা ক'ল্লে নিবারণ, বসন ক'রে অর্পণ
এত দয়া আর কে বা ক'রে, (হরি তোমা বিনে).
তেমনি রক্ষা কর আমায় নিজ গুণে ॥
(লোঃ) আমি কিসে তরি, বল হে শ্রীহরি,
(তব শ্রীচরণ-তরণী বিনা,—আকুল ভবার্ণবে ;)
হরি, যে জন ভজন জানে,—
অপার ভবার্ণবে, হরি সে তরিবে নিজ গুণে।
(লোঃ) দুঃখ বলিব কি আর, আশি-লক্ষ বার,
দিয়েছ ফাঁকি,—
তবু দয়া কি হ'লো না, কর প্রবঞ্চনা,
হে কমল আঁখি ;
দিলে রিপু ছয় অরি, তুমি হে শ্রীহরি, প্রহরী ক'রে,—
তারা, গুরুদত্ত ধন, করিতে সাধন, নিবারণ ক'রে ;
তবে কেমনে তরি ভব তুফানে॥

(লোঃ) বল কেমনে হব, ভবে পার, ওহে কর্ণধার!
ভবসিন্ধু পার করিতে হরি,
তুমি নাকি তা'র হ'য়েছ কাণ্ডারী,
ভাসায়েছ তায় শ্রীচরণ-তরি,
দীন জনে করিতে পার;
অধম পাতকী কত দুরাচার,
নিজগুণে হরি ক'রেছ নিস্তার,
আমি, তাইতো এসেছি—হব ব'লে পার.
নিকটে তোমার হে;
(তিঃ) তোমার, নামের মহিমা হরি,
রক্ষ এ দীনে তারি (রাধানাথ হে)
যেন কলঙ্ক না হয় কৃষ্ণ নামে॥

তিওট।

শ্রীচৈতন্য! যেন চৈতন্যে শ্রীচরণে, আমি স্থান পাই।
এই কোরো ও—দয়াময়, আসন্ন সময়, হে;—
যেন জাহ্নবীর জীবনে জীবন জুড়াই॥
যখন আসন্ন কাল হবে, বন্ধু বান্ধবে সবে,
আমায় লয়ে যা'বে,

"হরি" "হরি" বোলে,——কর্ণে নাম শুনাবে.
লয়ে জাহ্নবীর মৃত্তিকায়, সর্ব্বাঙ্গ লেপে তা'য়
পাপ অঙ্গে হরি নাম লিখিবে,
আর এক নিবেদন, ওহে নারায়ণ,
আমার রসনার এই বাসনা,
পূরাও হে কালসোনা,
যেন রসনায় রাধাকৃষ্ণের গুণ গাই ॥
(পঃ) মম অভিলাষ পূর্ণ কর, ওহে শ্রীচৈতন্য,
(ডাঁ) আসন্ন কাল হ'লো উপস্থিত,
(ও দীন দয়াময় হে)
গুরুদত্ত তত্ত্ব ধনে, সাধন করি যোগ-সাধনে.
তত্ত্ব-জ্ঞানে রেখো নারায়ণ (ওহে দীনবন্ধু)
কালে না পরশে কালে,
এই কোরো সেই সময় কালে,
কালের দমন তুমি গুণান্বিত (ওহে শমন দমন)
যেন দীন হীনের প্রতি নিদয় হ'য়ো নাই ॥
(লোঃ) আমি অল্পমতি, নাহি জানি স্তুতি :
(তব শ্রীপদে জানায়ে রাখি,—ওহে রাধাকান্ত)
হরি, ভজন-বঞ্চিত জনে,—
মম চরম কালে, হরি, রেখো তব শ্রীচরণে।

(লোঃ) হরি তুমি সারাৎসার, ভব-কর্ণধার,
হে রমাপতে,—
আমায় কর পরিত্রাণ, হ'য়ে কৃপাবান, এই ভবার্ণব হ'তে
দিও তব পদ তরি, ওহে দানবারি, দিও সেই দিনে,
যেন দুরন্ত শমন, না করে তাড়ন অধম জনে ॥
তব শ্রীচরণ বিনা জীবের গতি নাই ॥
(লোঃ) আমি দীন হীন অতি অভাজন,
হে ভব তারণ ;
ভজন সাধন পূজন না জানি,
কেমনে তরিব ওহে চিন্তামণি,
রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী,
ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ।
অধম পাতকী আমি দুরাশয়,
বারেক করুণা কর দয়াময়,
দেহি পদাশ্রয়, ওহে গুণাশ্রয়,
পূরাও মম আকিঞ্চন।
(তিঃ) তোমায় ভক্তাধীন বেদে ব'লে,
এই ক'রো অন্তিম কালে, (রাধানাথ হে)
যেন কৃতান্তের দণ্ডে দণ্ড নাহি পাই ॥

তিওট।

রাধানাথ,—এই ক'রো, হে—
যেন, অন্তিম কালে রাঙ্গা চরণ পাই।
ও পদ, – ভবের সম্পদ,
ভব তরঙ্গে পড়ে হরি ডাকি তাই॥
(লোঃ) অতি কাতরে, তোমারে, ডাকি হে,
দীননাথ,—
আমার, দিন কি অদিন, গেল দিন, রাধানাথ,—
এলো কাল, গেল কাল হে, আমার, কি হবে,
ভজন-বিহীন জনে, দয়া কে আর ক'র্‌বে হে;
(দয়াল হরি বিনে)
(এমন দয়াল কে আর হ'বে)
(তিঃ) অন্তিম কালে,—জাহ্নবীর জলে;
হৃদয়-কমলে যেন হরি দেখা পাই॥

তিওট।

ওহে, দয়াল হরি, দীনে কৃপা বিতরি,
দাও শ্রীচরণ-তরি, ভব-সাগরে।

এ দুস্তার পারাবার, নাহি কূল কিনার,
হেরি তায় আবার তরঙ্গ, হৃদে হয় আতঙ্গ,
অবশ অঙ্গ,
এখন রক্ষ হে ত্রিভঙ্গ দয়া করি ॥

এ সময় কৃপাময়, হও হে সদয়,
আমি মরি হে, মরি প্রাণে, পড়েছি ঘোর তুফানে,
তোমা বিহনে অধমে কে নিস্তারে ॥

(লোঃ) তুমি, কোথায় আছ হে, ভব-কর্ণধার, হরি।
এখন, দেখা দিয়ে, প্রাণ, করুণা নিধান,
রাখ হে কৃপা করি ;
হরি, তোমা বিনা আর, কে করিবে পার,
এ দুস্তার ভববারি ;
হরি, এ ভব-মাঝারে, দীন হীনে তারে;
নয়নে না আর হেরি ;
আমার হৃদি-বৃন্দাবনে, শ্রীরাধার সনে,
দাঁড়াও হে মুরলীধারী ;
এই ভব সিন্ধু পার, করিতে আমার
হও হে, তুমি কাণ্ডারী ; অকূল জলধি মাঝে,
কূল দাও আমারে ॥

(লোঃ) এখন, হইয়ে সদয়, ওহে কৃপাময়,
এস হে বিপদ কালে,
বারেক্ ধরিয়ে ক্ষেপণী, শ্রীচরণ-তরণী
ভাসায়ে জলধি-জলে ;
(নইলে ডুবে মরি,—পাপ-জলে)
(আমায়, ধর ধর দীনবন্ধু হে,—বৃথা যায় হে জীবন,
আমার পারে যাওয়া হ'লো না বুঝি হে)

(ছুঃ) আমার বড় সাধ আছে মনে, পূজিব তব চরণ হে ;
(চরণ ধুয়ে যে দিব হে,—ভক্তি বারি দিয়ে)
(চরণ সাজায়ে দিব হে,—প্রেম পুষ্প দিয়ে)
(জ্ঞান নেত্রে যে দেখিব,—
তোমার, অভয় যুগল-চরণ)
(সাধ পূরাতে হবে হে,—ওহে, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু)
এক্‌বার দাঁড়াতে হবে হে ;—
(মন-কদম্বতরু মূলে)
(ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে)
(বামে শ্রীরাধিকায় ল'য়ে)
একবার দেখাতে হবে হে ;—
(মোহন যুগলরূপ)

বাঁশী বাজাতে হবে হে,
(জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)

(তিঃ) আমি কেন হেন সাধ করি ;
দেবের দুর্লভ যে চরণ, যোগে পায় না যোগিগণ,
বনে মুনিগণ পায় না চরণ, ধ্যান করি ;—
হ'য়ে সংসারে স্থিরীভূত, সদা কুকর্ম্মে রত,
হ'য়ে রিপুর বশীভূত, নিয়ত ফিরি।

(লোঃ) এই ভরসা মনেতে আছে হে,
ওহে দয়াময় ;
স্বগুণে, তরে যে, সে ত আপন গুণে,
নির্গুণে তার হে তুমি নিজ গুণে,
তুমি হে সম্বল, সম্বল-বিহীনের,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ;
ওহে দীননাথ অনাথশরণ,
পাতকী জনার নরক-বারণ,
বিপত্ত কালেতে শ্রীমধুসূদন,
ডাকিলে ঘুচাও ভয় ;
তবে কেন না তরিব ভব ঘোরে॥

চৌতাল।

ওহে মধুসূদন, বিপদ ভঞ্জন,
নর নারায়ণ।
ডাকি তোমায় কাতর হ'য়ে, রক্ষা কর সদয় হ'য়ে,
ভয়েতে কম্পিত দেহ, দেখিয়ে শমন ॥
দুরন্ত কলির আভা,—মহামায়া তায়,
ভক্তিপথ, হ'লাম হত, ভুলালে আমায় ;—
হরি, নামের গুণ ত আছে হে জানা,
দয়াময়-নাম, নিরবধি, জপি যদি, বিপদ রবে না ;
হিরণ্যকসিপু সন্তান, প্রহ্লাদের বাড়ালে সন্মান,
অগ্নি-কুণ্ডে রক্ষা কল্লে দিয়ে শ্রীচরণ ॥
এই ভব ঘোরে, কে নিস্তারে, ডাক্‌ব বা কা'রে ;
ভবসিন্ধু, তরাও বন্ধু, তুমি দয়াময়,
বিপদকালে রক্ষাকর্ত্তা শুনেছি নিশ্চয় ;
কাম্যবনে, পাণ্ডুর নন্দন
রক্ষাক'ল্লে শাকের কণা করিয়ে ভোজন ;
জয়দ্রথ বধের কালে, সুদর্শনে আচ্ছাদিলে
অর্জ্জুনেরে রক্ষা ক'ল্লে ঢাকিয়ে তপন ॥

তিওট।

কোথায় আছ হে কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন ॥
অনাথ শরণ, পতিত জন তারণ,
কোথায় আছ হে বিপদবারি, ভব পারের কাণ্ডারী,
মুরারি হে,—
দেহি দীননাথ দীনে অভয় চরণ ॥

যদি অধীনে, তরাও নিজ গুণে,
তবে দয়াময় জান্‌ব কেমন মনে মনে,
আমি না জানি স্তুতি নতি, কি হবে দীনের গতি,
জগৎপতি হে,—
অকূল ভবার্ণবেতে দিও দরশন ॥

(লোঃ) হরি, যে জন ভজন জানে,
সে তরিবে নিজ গুণে,—
(আমি ভজন সাধন জানি না হে)
আমি ভজন সাধন, নাহি জানি,
(এ অধমের গতি কি আর হবে হে)
কিসে ত্রাণ পাব হে চিন্তামণি ;
(অকূল ভবার্ণবে)

যদি ভজন হীনে, ওহে দীনবন্ধু,—
(বুঝি নামেতে কলঙ্ক হয় হে)
গুণে পার কর হে ভব সিন্ধু ;
(নইলে ডুবে মলাম্)

(ছুঃ) হেরিয়ে ভব তরঙ্গ, আতঙ্গে অবশ অঙ্গ,
(বুঝি মলাম্ মলাম্ হে,—অপার ভব সিন্ধু মাঝে)
(বুঝি ডুব্‌লো ডুব্‌লো, পাপে তাপে জীর্ণ তরি)
ধর ধর ত্রিভঙ্গ আমায় হে,
(প্রাণ যায় যায় হে,—কোথায় হে প্রাণগোবিন্দ)
হরি তোমা বিনে গতিহীনে, কে তারিবে এ তুফানে,
(দয়াল কে বা আছে হে, দীনবন্ধু তোমা বিনে)
তুমি হরি অধীনের উপায় ;
তব নামে হয় কৃতান্ত ভয় বারণ ॥

(লোঃ) বঁধু, তুয়া নাম ল'য়ে, সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে,
বনে বনে বেড়াইব ;
(বঁধু এবার পদে বিকাইলাম ;—
ওহে আমি এ জনমের মত)
আর তুয়া নাম মন্ত্র, হৃদয়ে ধরিয়ে,
ভিক্ মেগে মেগে খাব ;

(আমি আর মায়ায় ভুল্‌বোনা হে,—
তব নাম মন্ত্র সার করি)

(ঘঃ) ভজন বিহীন আমি পড়েছি অকূলে ;
(ভজন জানি না জানি না,—
(কোথায় হে কাঙ্গালের ঠাকুর)
(কেবল নাম জানি হে,—নাম জানি আর শ্যাম জানি)
হরি দয়া ক'রে দিও স্থান চরণ কমলে ;
(স্থান দিও হে,—পদ কল্প-তরু তলে)

(হরি) হরি ভজন বিহীন জনে, দয়া কে করিবে,
(দয়াল কেবা আছে হে,—দীনবন্ধু তোমা বিনে)
আর সাধন বিহীনে,—ভব সিন্ধু কে তরাবে ;
(কিছু জানি না, জানি না)।

(তিঃ) ভব তুফানে, করুণা দানে,
যদি তরাও হে দীনবন্ধু অকিঞ্চনে,
হরি, তোমার ঐ চরণ বিনে, জীবের গতি দেখি নে,
আশা মনে হে—
কেবল ভরসা ভবার্ণবে তব শ্রীচরণ

একতালা।

আমি, আর কিছু ধন চাই না হরি,
চাই হে তোমাধনে।
হব, তোমাধনে ধনী, বড় সাধ হ'য়েছে মনে ॥
তুমি যতনের ধন, ওহে দয়াল হরি,—
(অমূল্য পরশ-মণি হে)
(দেবতার দুর্ল্লভ ধন হে)
একবার পেলে তোমায়, হৃদয় মাঝে, রাখবো সযতনে ॥
আমি শুনেছি হে, ওহে দয়াল ঠাকুর,—
(তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান হে)
(তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি হে)
কত পাপী তাপী ত'রে গেছে, নামামৃত পানে ॥
যা'রা, তোমা ধনে, হরি, ধনী হয়,—
(অসার বিষয় ত্যজে হে) :
তারা, এ ছার বৈভব কভু, হেরে না নয়নে ॥
আমি ডাকি তোমায় ওহে দয়াল হরি,—
(একবার নিজগুণে দয়া কর হে)
একবার সদয় হ'য়ে দাও হে দেখা, এ অধম জনে ॥
আমি পড়েছি হে, ভব অন্ধ কূপে,—
(ভব আঁধার হ'তে পার কর হে)

আমায় উদ্ধার হে দয়াল হরি জ্ঞান চক্ষু দানে॥
তোমায় বুকে রেখে, হরি, বুক জুড়াবো,—
(আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে হে)
আর, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব নামামৃত পানে॥
আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই,—
(পাছে নামেতে কলঙ্ক হয় হে)
কিন্তু মধুসূদন ব'লে কেহ ডাক্‌বে না বদনে॥
(ওহে বিপদভঞ্জন)

তিওট।

এস এস হরি, তোমার চরণ হেরি,
হৃদয় মন্দিরে এস, বাঁকা বংশীধারী॥
এই মনেতে, তোমার ঐ পদেতে,
প্রেমানন্দেতে ;—
দিব সচন্দন তুলসী মঞ্জরী॥
গয়াসুরে, আর এক বলির শিরে,
চরণ দিয়েছিলে ;—
আমি পতিত পাপাত্ম, কি জানি মাহাত্ম্য,
দেহ পরম তত্ত্ব ;—
তুমি অকূলে হও হে, হরি, কাণ্ডারী॥

সর্ব্বভূমি নিস্তার কারণ, তুমি ওহে চিন্তামণি ;—
তোমার ঐ চরণ ঘেমে ছিল, গঙ্গা তা'য় জন্ম নিল,
জীবে উদ্ধারিল ;—
তোমার ঐ পদে স্বর্ণ হয় কাষ্ঠের তরী ॥

চৌতাল।

পূরাও হরি এই, বাসনা আমার।
মুদে আঁখি,—ও রূপ দেখি,
কেবল এই বাসনা আমার ॥
ষড়চক্র মন-রথ—পবন হ'তে গমন দ্রুত,
জ্ঞান অশ্ব শ্রীনাথ সারথি ;
ভক্তি ডোরে দিয়ে টান্‌, বসাব মন মন্দিরে ॥
(কেবল এই বাসনা আমার)

তিওট।

নিত্য নিরঞ্জন, গোপী-মন-রঞ্জন
ওহে, নীরদ বরণ, রাখ শ্রীপদে ॥
দীন জন, অভাজন, জানি না পূজন ;
তাহে দেহ রিপু ছয় জন, করে কুকর্ম্মে নিয়োজন,
প্রাণ কাঁদে পড়িয়ে মায়া হ্রদে ॥

(লোঃ) হে ভূত ভাবন, পতিত পাবন নাম ধরেছ,
তবে হে অগতির গতি,—
এ সঙ্গতি বিহীনের, উপায় কি করেছ।
হ'য়ে দয়ালু হৃদয় ;—
নিজ গুণে, কত নির্গুণে নিস্তার করেছ ;
ডাকি কাতরে বিপক্ষ পদে পদে ॥

(তিঃ) হরি তুমি ভবে ভয় হারি,
বনে ভাবিয়ে তব শ্রীপদ, ধ্রুব পায় ধ্রুব পদ,
কুবের পায় সম্পদ, ইন্দ্র স্বর্গাধিকারী ;—
যোগিগণ যোগাসনে, অনশনে বিপীনে,
মৃত্যুঞ্জয় হ'লেন নামে ত্রিপুরারী ;—

(লোঃ) আমি দীন হীন অতি অভাজন,
হে ভব তারণ ;—
ভজন পূজন সাধন না জানি,
কেমনে তরিব ওহে চিন্তামণি ;
রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী ;—
ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ ;

(তিঃ) ওহে দয়াময় নিজ গুণে,

তরাও এ ভজন হীনে, ভব তুফানে,
যেমন মনের আহ্লাদে রেখেছিলে প্রহ্লাদে ॥

তিওট।

কৃপাসিন্ধু হে, কবে কিঙ্করে, করুণা প্রকাশিবে,।
দেখে ভবের তুফানে, আতঙ্গে মরি,
কেবল ভরসা ঐ শ্রীচরণ-তরী ॥
আমি, ভজন সাধন, নাহি জানি, —দীননাথ,—
হে অনাথের নাথ,—শ্যাম হে,
যদি প্রকাশি দয়ার্ণব, স্ব গুণে হে মাধব,
ভবার্ণব নিস্তার আপনি,—
তবে অনায়াসে তরি, দুরন্ত বারি।।

(ডাঁঃ) আমি অতি, অল্পমতি,
না জানি ভকতি স্তুতি, হে,
না করিলাম সাধন-সংহতি, (হরি, হরি হে)

(ঘঃ) কামাদি ছয় রিপুর সঙ্গে, সর্ব্বদা ধায় মতি,
এমনি মন আমার দুর্ম্মতি ;

(চৌঃ) সাধুর সঙ্গ সুসঙ্গ, সে সঙ্গের নাই প্রসঙ্গ,
বিষয় মদে হ'য়ে মত্ত, ভ্রমিছে মন মাতঙ্গ ;

(তিঃ) যদি আপনার গুণে, রক্ষ অকিঞ্চনে,
তবে নামের গুণ, জান্তে পারি মনে মনে ;
নইলে ভবের তুফানেতে ডুবে মরি ॥

তিওট।

ওহে দীনবন্ধু, তুমি করুণাসিন্ধু,
ও নাম স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার।
এ সংসার, সব অসার,
তুমি সারাৎসার,—
যত অনিত্য বাসনা, কেবল ঐ বাসনা,
করি বাসনা,—
ও নাম রসনায় না ডাকিয়ে একবার ॥
দুরন্ত——কৃতান্ত——অনিবার ;—
আমি শুনেছি পুরাণে, যে ভজে সমনে,
জয়ী শমনে,—
ও নাম বিহীনে জীবের গতি নাহি আর॥
(লোঃ) বলি, ওহে জগদ্বন্ধু, জগন্মূলাধার,
কৃপাসিন্ধু বিন্দু বিতরণে, ভবসিন্ধু কর পার ;

(তিঃ) আমি যে জন্যে ভবে এলাম,
ভ্রমে সব হারাইলাম,
হায় কি করিলাম,—
(কেন এলাম হে ;—ভ্রমে সব হারাইলাম)
ভব-সংসারে আসা কেবল হ'লো সার ॥

তিওট।

হে জগদ্বন্ধু, জগত জীবন,
পতিত তারিতে ভব-তরঙ্গে তরি "তব শ্রীচরণ"
ভব দুস্তারে নিস্তার হে ভবতারণ ॥

ওহে দয়াময়—দুঃখময়—সংসার-ময়,—
কিসে ত'রব হরি ; (দীননাথ)
আমার ষড়রিপু দুরাশয়, নিরবধি দুরাশয়,
আশয় বিষয় পথে লয়ে যায়,
কিসে শমনে বারি শমন-দমন ?
বৃথা গেল কাল—পেয়ে কাল—আগত কাল,
কিসে কাল কাটাব ; (দয়াময়)

আমার, জন্ম লয়ে জন্ম ভূমে, বৃথা জন্ম গেল ভ্রমে,
বিষময় বিষয় সংভ্রমে ;
আমি ভ্রমেও না ভাবিলাম ঐ শ্রীচরণ ॥
(লোঃ) বলি, ওহে রাধার বন্ধু, রাধার প্রাণাধার,
কৃপা দৃষ্টে, তুরদৃষ্টে, মহাকষ্টে, হরি, কর পার ;
আমি নিতান্ত ভ্রান্ত, নীরদ-বরণ ॥

একতালা।

ওহে, দয়াল হরি, চরণ-তরি, দীনে দিতে হবে।
নইলে অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রটিবে ॥
বড় আশা ক'রে—দাঁড়ায়ে আছি—
(ভব পারে যা'ব ব'লে হে)
আমি, পাপী ব'লে ত্যজ যদি, গতি কি হইবে ॥
লোকে, অধম তারণ, বলে তোমারে,—
(ওহে ভবের কর্ণধার হে)
কেমন অধম-তারণ, পতিত পাবন,
এই বার জানা যাবে ॥
যদি, বল পার করেছ নাথ, অসংখ্য মানবে,
সেটা, তাদের গুণ, কি তোমার গুণ,
তা এইবার জানা যা'বে ॥

চৌতাল।

দয়াল হরি, কোথায় তোমার চরণ-তরি।
দীন দেখে লুকাইলে, ব্রজের বাঁকা বংশীধারী॥
দীনবন্ধু নাম ধর, তরালে তরাতে পার,
তবে কেন এ অধীনে কর হে, এত চাতুরি॥
এ দেহ পতন কালে, যাইয়ে জাহ্নবী জলে,
অন্তকালে হেরি যেন, দ্বিভুজ মুরলীধারী॥

শেষ।

কি আর জানাব হরি
তুমিত জান সকলি।
গোপনে—রাখিনা কেন
হৃদয়ের কথা গুলি।
তুমি হে অন্তরযামী, সর্ব্বজীবে আছ তুমি,
অন্তর দেখিয়া দাও,
যেই ধন চাহি আমি।

জন্মাষ্টমী।

চৌতাল।

নন্দালয়ে, শ্রীগোবিন্দ এসেছে,
নগরবাসী, আয় গো তোরা, যা'ব দেখিতে।
নন্দের নন্দন, শ্রীমধুসূদন,
ভক্তের বাঞ্ছা পূরাইতে, করেছেন আগমন,
নিবেদন জানাইব মনের উল্লাসেতে॥
আমরা ব্রজাঙ্গনা সকলে,
বনপুষ্পের মালা দিব শ্রীকৃষ্ণের গলে,
মন সাধ পূরাইব, হেরে সে রূপ চক্ষেতে॥
সত্যযুগে, "নারায়ণ" যাঁর নাম,
ত্রেতাযুগে হলেন তিনি, অযোধ্যাতে "রাম,
দ্বাপরেতে হ'লেন "কৃষ্ণ," "শ্রীগৌরাঙ্গ" কলিতে॥

গোষ্ঠ।

তিওট।

গা তুলো, গা তুলো, ভানু উদয় হ'লো,
এস প্রাণ কানাই।
তব সহচর রাখালগণে, লয়ে সব ধেনুগণে,
তোমারি জন্যে,
দাঁড়ায়ে আছে চেয়ে পথ পানে ;
যেতে বিপিনে, গোচারণে ডাকিছে বলাই।
(দোঃ) বল গিয়ে মায়, ও তোর কাল অঙ্গে,
রঙ্গে সাজাতে,
যা'তে ভুবনের মন, মোহিত ;
এস ত্রিভঙ্গে নেচে নেচে রাখালরাজ ভাই॥
(ছুঃ) তোমা ধনে, পরিহরি, গোচারণে, যেতে নারি হে,
ধেনুগণ নাহি যায় বিপিনে ;
(কৃষ্ণ, তোমা বিনে হে)
করে ধেনু উচ্চ রব, সঘনে ডাকিছে সব হে,
কৃষ্ণ বিনা বনে কোথা যাব ;
(আমরা যাব না, যাব না)

(দোঃ) প'রে ধড়া, মোহন চূড়া, হেলাইয়ে বামে,
নাচিয়ে নাচিয়ে যাব, গোষ্ঠে গোচারণে ;—
তপন-তনয়া-তট, নিকটে না যাব,
বিপিনে বিনোদ খেলা, রঙ্গে খেলাইব ;
ভানুতাপে তাপিত যব হুঁ, মেদিনী ;
(বিপিন বিজন মাঝে হে)

(লোঃ) তাহে ব্রততী সহ পাতা, তুলিয়ে গাঁঠিব ছাতা,
ধর হাম শ্রীমুখ সরোজে ; (ও কি হায় হে)
বনফুল আহরণ, মালা গাঁথি সুচিকণ,
দোলাইব তব উর মাঝে ; (ও কি হায় হে)
তাহে যদি তপন, নাহি হয় নিবারণ,
লইব হৃদি মাঝে ; (ও কি হায় হে)
(যত রাখাল মিলে হে)

(তিঃ) মম হৃদয়ের অভিলাষ, বলি ভাই তব পাশ,
ওহে শ্রীনিবাস,
আভাসে ক'রো শ্রীনিবাস,
এই অভিলাষ বিনা, অন্য কিছু নাই ॥

চৌতাল।

হলধর ধর্‌রে, নব জলধরে ধর্‌রে,
লয়ে যা রাম জীবন কৃষ্ণ, গোষ্ঠ বিহারে।
তুইরে জ্যেষ্ঠ, নব কৃষ্ণ, কিছুই জানে না,
তোদের সনে গিয়ে বনে, যেন কাঁদে না,
রত্ন নিধি, রাখিস্‌রে যত্ন ক'রে॥
হলধর, ধরবে ক্ষীর সর, ধড়ার অঞ্চলে,
রেখো রেখো, কথা রেখো,
দেখো দেখো, বনে গিয়ে ভুলোনাকো ;—
শুখাইলে বিধু মুখ ;
ননি দিও, যাদুয়ার চন্দ্রাধরে॥

(রেনিটি) একবার দাঁড়া রাম, নীলমণি ল'য়ে ;
একবার দাঁড়া তোরা দুটী ভেয়ে ;—(ওরে বলরাম)
নবনি বাঁধিয়ে দিই অঞ্চলে ;—
গমনে ভ্রমণে দুঃখ, মলিন হইলে মুখ,
ক্ষুধার সময় খেয়ো দুটি ভেয়ে,
(মায়ের কথা রেখো রে ; নবনি খেয়ো)
কৃষ্ণের নবনি সিঞ্চিত দেহ,
তাইতে হয় মায়া মোহ ;

তোরা সঙ্গে লয়ে যাবি কানু
(ধেনু নিকটে রেখোরে,
দূরবনে যেয়ো না)

(ঘঃ) আমি নারী, ভয়ে মরি,—গোঠের কথা শুনে ;—
কাল, কংশ-চরে, গোপালেরে,—
ঘিরেছিল বনে রে।
শুনি দশভুজা, এক নারী ;—
কৃষ্ণে বাঁচাইল, কোলে করি ;—
বলাই সে নারী, কে বটে ;—
ও সে কেন এসেছিল গোঠে,
(গোচারণের সময়)
বলাই, দেবী কি সে মানবী ;—
আর কি তার, দেখা পাবি ;—
শোন্‌রে বলাই, তোরে কই ;—
ও তাঁর চরণে বিক্রীত হই,
(সেই নারীর দেখা পেলে)

(ছুঃ) তখন্ বলাই বলিছে বাণী,
শুন গো মা নন্দরাণী,—
গোঠের কথা কতই কব তো'রে ;

(তুইত জানিস না গো মা,
আমিত সকলি জানি)
একজন্ চতুরানন হংসে চোড়ে,
পঞ্চানন বৃষারুঢ়ে, সহস্রলোচন, করি পরে,
(তারা কে বটে মা, আমি তাদের চিনি না)
তোমার গোপাল যদি ঘুমায় বনে,
রবির তাপ নিবারণে ;—সহস্র ফণা ধরে শিরে ;—
(তারা কে বটে মা, নিত্য নিত্য আসে)
(লোঃ) করযোড় করি বলে, দেহ পদ-পল্লব হে,—
কতদিনে, স্ব-ধামে যা'বে হে,
(বনে আসা যাওয়া ফুরাইবে)
যেজন পঞ্চানন নাম ধরে,
সে বো-বোম্, বো-বোম্, গাল বাদ্য করে,
শিঙ্গে বাজায় আর নিত্য করে,
(আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে গো)
(চোঃ) সতর্ক সাবধানে রেখো রাম বেণু-করে-রে,
ব'লে রাণী সোঁপে দেয় করে করে ॥

রথযাত্রা।

তিওট।

ওহে প্রাণের হরি, যাবে মধুপুরী,
অক্রূর সঙ্গেতে।
তুমি, অক্রূরের রথেতে, আনন্দ মনেতে
রথে চ'লেছ, যাবে ধনুর যজ্ঞেতে॥
হায়, ললিতে খেদে কয়, শুন ওহে দয়াময়,
রথে আজ কেন আরোহণ,—
বুঝি দৈবকী দেখিতে, বসুদেব ভেটিতে,
মধুপুরে করিছ গমন,—
তোমার দয়া নাই, আমরা সুধাই তাই,
গোপীগণ ম'লেত ক্ষতি নাই;
(চৌঃ) আমরা গোকুলের যত নারী,
প্রাণ স'পেছি তোমায় হরি,
অবলা বধিয়া কোথায় যাও,—
(ও দীনদয়াময় হে)
.একবার দাঁড়াও হে বংশীধারী,

গোপীগণ প্রাণে মরি,
ওহে শ্রীহরি ;
আমরা, প্রাণ ত্যজি, দেখ চক্ষেতে।
(তিঃ) হায় গুণের গুণমণি, রাজার নন্দিনী,
অজ্ঞান হ'য়েছে, সে ধনী,—
মনে কর হে শ্যাম, মধুর কুঞ্জধাম,
যেখানে করিতে বিশ্রাম,
এখন বধিয়ে গোপীকায়, চ'লেছ মথুরায়,
ওহে শ্যাম রায় ;
মনের আনন্দে যাইতেছ রথেতে ॥

তিওট।

চল, ব্রজের জীবন,—মধুর বৃন্দাবন,
শূন্যময়, হ'য়েছে।
ব্রজবাসী, সব—কাঁদিছে, (শ্রীহরি)
সহ উপানন্দ, তোমার পিতা নন্দ,
কেঁদে বলে, "কোথায় আমার প্রাণ-গোবিন্দ"
সাধের নন্দালয় নিরানন্দ হ'য়েছে ॥
(ঘঃ) সোনার কমল কমলিনী,—প'ড়ে ধরাসনে,
বহে শতধার নয়নে ;

দেখ্‌বে চল,—ব্রজের রাজনন্দিনীর যে দুর্দ্দশা,

(বহে শত ধার নয়নে)

মধুপান করে না অলিগণে,

কৃষ্ণ, তোমা ধন বিহনে ,

(ছুঃ) ব্রজের পশু পক্ষী, বাক্যহীন সব, হ'য়েছে,

(সে ত, তোমা বিনে হে)

(সব নীরব আছে হে,—কেশব ধনে হারা হ'য়ে)

(তারা দুকূলে কাঁদে হে,—অনুকূল আর প্রতিকূল)

(ধারার বিরাম নাই হে,—

নয়ন জলে বয়ান ভাসে)

(কেবল তারাই আছে হে,—তাদের তারা নাই)

(ঘঃ) একটি নবীন রাখাল কাঁদে হে,

(নবীন তরু হেলান দিয়ে)

("হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" ব'লে)

(তিঃ) যত ব্রজ গোপাল, ডাকে আয় রে গোপাল,

গোপাল, তো বিনে গোচারণে,

যায় না গোপাল,

তৃণ বদনে ঊর্দ্ধমুখে র'য়েছে ॥

উদ্ধব সংবাদ।

চৌতাল।

দধি মন্থন কোরে, রাণী, ভাসে নয়ন সলিলে ;
এ সময় নীলমণি আমার, কোথায় রহিলে ॥
রতন্ মণি, ক্ষীর ননি, দিব কার্ বদন্ কমলে ॥
যে হ'তে অক্রূরের রথে, গিয়েছ বাপ্ ধন ;
কর নাই নবনি ভোজন, বসিয়ে দুঃখিনীর কোলে ॥
তুমিরে নয়নের তারা, তোমা ধনে হ'য়ে হারা,—
মনিহারা ফণীর ধারা, আছি গোকুলে ;—
চঞ্চল হ'য়ে অঞ্চল ধ'রে, ননি চাহিতে ;
ননি, খেতে খেতে, চাঁদ মুখেতে,
ডাকিতে জননী বোলে ॥

(ঘঃ) হিয়ায় জাগেরে নীলরতন্ ;
(তোমার, কোটী চন্দ্র, নিন্দি-বদন্)
ভুল্‌তে পারি না বাপ্ ;—
(তোমার, নবনি সিঞ্চিত, বদন্,)
আমি সদ্যোত্থিত ননি তুলে ;—
চাঁদ মুখে, দিতাম রে বাপ্ তিলে তিলে।

একবার, কোলে আয় বাপ্, কাল রতন্;
"মা" বলিয়ে, শীতল কর্‌রে মায়ের জীবন।
এখন কোথা রইলি মাখন চোরা;—
· দুঃখের সময়, দেখা দে রে, দুঃখ পাসরি।

(ছুঃ) তখন্ কাঁদিছে শ্রীনন্দপ্রিয়ে, নিরানন্দ নিরখিয়ে;—
কাঁদে নন্দ, দুঃখে আঁখি ঝুরে
(ওকি আহা মরিরে)
(কৃষ্ণ এই করিলি বাপ্; বৃদ্ধ দশায় এ দুর্দ্দশা,
(কে আমার চরাবে ধেনু,)
(কত দিন চরাব ধেনু,)
(কে আমার বহিবে বাধা)
এ সময়ে রথোপরে, তত্ত্ব জানিবার তরে;
উদ্ধব উদয় ব্রজপুরে
(ও কি আহা মরিরে)
(সকল শূন্য দেখিরে; কৃষ্ণ ভিন্ন বৃন্দারণ্য,
ব্রজবাসীর জীবন শূন্য)

(লোঃ) তখন, কৃষ্ণের স্বরূপ, হেরি উদ্ধব রূপ,
উর্দ্ধমুখে রাণী ধায়,
(আমার গোপাল গৃহে এলো বোলে)

রাণী, ক্ষীর সর ল'য়ে, বাহু প্রশারিয়ে,
বলে কৃষ্ণ কোলে আয়,
(রাণী কেঁদে কেঁদে)
আছে কি অভিমান, ও বাপ্ তোর্ অন্তরে ;—
কেন এখন, এ রথোপরে ;—
তোমায় বেধেছিলাম, ছার ননির তরে ;
এখন্ সেই দোষে কি দোষী হলাম্,
(ননি খাবি না বুঝি)
("মা" ব'লবি না বুঝি)

(ঘঃ) রথোপরি উদ্ধব, সজল নয়নে,
পতিত হইল যশোমতির চরণে ;
(আমি "কৃষ্ণ" নই মা, তোর কৃষ্ণের দাস হই)
(উদ্ধব নাম ধরি গো, আমারে পাঠালেন হরি
ব্রজের কুশল জান্তে এসেছি)

(লোঃ) ব্রজের, কুশল কি আর আছে,
সকল প্রাণ গোপালের সঙ্গে গেছে ;
দেখে যারে উদ্ধব ;—
সাধের শ্রীবৃন্দাবন, বন হ'য়েছে ;
(বনবিহারী বিনে)

ব্রজের জীবন সম্বল, ছিল কৃষ্ণ বল,
কৈ সে বল আছে বল্ ;—
গোপীর নেত্রজল, বহিছে কেবল ;
ঐ দেখ, যমুনার জল উথল তায় হোয়েছে।
ঐ দেখ গোকুল অন্ধকার, গোপ গোপীকার,
যাতনা যে প্রকার ;
হ'লো সবাকার যেন শবাকার ;
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে হাহাকার করিছে।
(লোঃ) তখন, সহিত সঙ্গিনী, রাই রাজনন্দিনী,
যায় ধনী শ্রীনন্দভবনে
(কৃষ্ণের কুশল জানিতে)
সুধায় সুধামুখী, উদ্ধবের কাছে,—
বল বল,—গোপীর প্রাণবল্লভ কেমন আছে,
(বল্‌রে উদ্ধব)
এই ব'লো গিয়ে, প্রাণনাথে ;—
আমরা ঝাঁপ দিব এই যমুনাতে,
("কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে)
তখন, শ্রীদাম আদি সুবল, রাখাল সকল ;
ব্যাকুল গোকুলশশী বিনে
(হায়রে)

বলে, যেদিনে প্রাণকানাই গেছে ;
সেই দিন হ'তে, আমাদের গোষ্ঠের খেলা ফুরায়েছে।
না শুনে কানুর, মোহন বেণু ;
আর, বিপিনেতে যায় না ধেনু,
(তারা কেবল কাঁদিছে)

(লোঃ) ব্রজ নিরীক্ষণ করি, উদ্ধব গিয়ে মধুপুরী,
যথায় কৃষ্ণ হ'লেন উপনীত,
(আমি দেখে যে এলাম, গোকুল হেরে আকুল হ'য়ে)
মা, যশোদা, পিতা নন্দ, তোমা বিনা নিরানন্দ,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ, হোয়ে আছে,
(তারা হারায়েছে ; তুমি তাঁদের নয়নতারা)
ব্রজবাসী আছে যত, শবাকৃতি সবারি ত,
"হাহাকার" শুনিলাম শ্রবণে ;
ধেনু বৎস তোমার লাগি, তৃণ-বারি হ'য়ে ত্যাগি ;—
হম্বা রবে, ডাকিছে সঘনে,
(গতিশক্তি নাই ; অতি কৃশ তনু)
যে রাধার গৌরব কর, দেখিলাম দুর্দ্দশা তার,
ধূলায় প'ড়ে আছে অচেতনে
(আমি দেখে যে এলাম, যেন রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী)

(চৌঃ) বৃন্দাবন কি গহন-কানন, চেনা যায় না, হেরিলে;
দুঃখে রাণী করে রোদন,
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে॥

চৌতাল।

উদ্ধবেরে হেরে, কাতরে, কহে নন্দরাণী;—
ওবাপ্, একান্ত কি, ব্রজে আমার,
আস্‌বে না নীলকান্তমণি॥
প্রাণের গোপাল জন্য, গোকুল ছিন্নভিন্ন,
বৃন্দারণ্যের চিহ্ন নাই;
আমার ভবন শূন্য, ভুবন শূন্য,
শূন্য জীবন যাদুমণি॥
দেখ বাপ্, নন্দের নয়ন নাই,—
ধ'রে ধরা, পুত্রশোকে অধরা,—
চক্ষের ধারা, বক্ষে ধরা যায় না রে বাপ্;
কেঁদে বলে, দেখা দেরে প্রাণ কানাই,—
কি অনিত্য কপাল, আমার পুত্র গোপাল;—
শত্রু সম, হ'লো রে,—
এমন কে জানে বাপ্,
পুত্র হো'য়ে মায়ে ক'রে কাঙ্গালিনী॥

(ঘঃ) আমার রে, নিরদয় নীলমণি,
তা'র কি মায়ের মায়া হ'লো না'রে ;—
যেদিন অক্রূরমণি, নিঠুর হ'য়ে,
আমার হিয়ার মাণিক, গেছে ল'য়ে ;—
কৃষ্ণ শোকের শেল, র'য়েছে বুকে,—
সেই দিন হ'তে, আমি ননি দিই না কারও মুখে।
যেদিন গোপাল গেছে, মধুপুরে,
সেই বসুদেব, দেবকীর ঘরে ;—
তাদের নিগড় বন্ধন, মোচন হ'লো,—
সেই বন্ধন কি গোপাল, মোদের ভাগ্যে দিয়ে গেল।

(ঙঃ) বাপ্‌রে যেমন আমার গিরি-ধর,
নিন্দিত শশধর রে—
জলধর, বরণ উজ্জ্বল
(আহা কি বল্‌বো রে)
তেমতি হেরি নির্ম্মল, তুমিরে নীল-শতদল
দুঃখানল, হইল শীতল রে,
(তোমার বদন হেরে রে ;
বাপ্‌রে আমার কৃষ্ণের মত)
(বদন মনে হ'লো রে ; অলকা আবৃত বদন)

(লোঃ) একবার কোলে করি, আয়্‌রে উদ্ধব,
আমি কৃষ্ণ ধনের শোক নিবারি ।

(লোঃ) কহে উদ্ধব নত শিরে ;–
আমি, তব কোলের, যোগ্য নই—মা ;
তব কোলের যোগ্য, যজ্ঞেশ্বর হরি ;—
মা গো আমি কেবল তোমার চরণ-ধূলার অধিকারী :
মা গো সম্বর তমসি আঁখি নীর ;
মা গো যাঁরে ভাবে ভবে বিধি আদি ভব
যস্য পদ ঘেমে জাহ্নবী উদ্ভব,
সেই হরি তোমার, ভবনে সম্ভব,
পুত্র ভাব্‌ ভেবে কোলে নিলে যাঁরে মা যশোদে,—
মা গো, শুক, ব্যাস, শনকাদি তপোধন,
ধ্যানে জ্ঞানে যে ধন, করে আরাধন,
ত্রিলোকের ধন, গোলোকের ধন,
সে ধন করে, তোমায় মাতৃ সম্বোধন, মা যশোদে ;—
(চৌঃ) যশোমতী ভাষে, উদ্ধব সেই আভাসে,
ধৈর্য্য হ’য়ে রইলাম রে,
যেমন রাম ধন দিয়ে, বনবাসে,
প্রাণ ধরে কৌশল্যা রাণী ॥

প্রভাস।

চৌতাল।

বসুদেব ; আজ, কে ডাকেহে মা ব'লে আমায়।
দেহে পেলাম জীবন, জুড়াইল শ্রবণ,
এমন সুধামাখা "মা" বোল বচন,
আমি জনমে শুনি নাই মথুরায় ॥
আমি এমন অভাগিনী,
পুত্র প্রসবিয়ে, ব্রজরাজে দিয়ে,
হ'য়ে রইলাম পুত্রের কাঙ্গালিনী ;
শুনেছি আমাদের ধন, রামকৃষ্ণ ধন,
ব্রজে চরা'ত গোধন ;—
আছি কারাগারে দারুণ বন্ধন,
আর কি সে ধন্ পাব পুনরায় ॥
(ঘঃ) আমার অন্তরে জ্ঞান হয়,
যেন নীলমণি নিকটে এলো ;

আমি ইহাই দেখি কাছে কাছে,
যেন গোপাল বেড়ায় নেচে নেচে ;—
আমার বাঁম আঁখি নৃত্য করে ;—
গোপাল আছে কারাগারের দ্বারে
(আমি ইহাই দেখি)

(লোঃ) মাতা পিতা বন্ধন, মোচয়ে মাধব,
চরণসরোজ, রজ ল'য়ে
(বলে আমি এসেছি মা
তোমার অষ্টম গর্ভের অধম সন্তান)

(লোঃ) কাতরে দেবকী বলে,
একবার বল্‌রে "মা" বল্‌ ;
(আমি, "মা" বোল্‌ বোলের ভিখারিণী)
(অনেক দিন শুনি না'রে)
একবার "মা" বলরে চাঁদমুখে ;
ও বাপ্‌ শুনুক সব মথুরার লোকে।
(তোর শ্রীমুখের "মা" বোল্‌)
একবার "মা" ব'লে, আয়রে কোলে ;
আমি দাঁড়াই দুটি বাহু তুলে,
(একবার কোলে আয় বাপ্‌)

প্রভাস।

(চৌঃ) "মা"—বোলে ভু-ভেয়ে, কহেন বিনয়ে,
মায়ের কোলেতে বসিয়ে,
তখন আনন্দে অধীরা হোয়ে
বসুদেবে দেবকী জানায় ॥

চৌতাল।

নিরানন্দ হ'য়ে নন্দ, কৃষ্ণ—প্রতি কয়,
গোপাল রে, রাখি তোরে, মধুপুরে,
কেমন ক'রে, ব্রজে ফিরে যাই ॥
তোমা বিনে, ত্রিভুবনে, আমায়,
"পিতা" ব'লে এমন নাই ॥
আসি কংশ-নিমন্ত্রণে, ফিরে যাবি না আর বৃন্দাবনে,
কহ কেমনে ;—
তোমার, বজ্রসম বাক্যবাণে, আমি,
বুঝি এ জীবন হারাই ॥
(খাদে) যতনের ধন রতনমণি,
জীবনের ধন যাদুমণি,

গোপ্‌কুলের চূড়ামণি, তুমি রে কানাই ;—
কাত্যায়নী আরাধনে,
আম্‌রা পেয়ে ছিলাম তোমা ধনে, কতই সাধনে ;—
এখন্ হারায়ে অমূল্য ধনে,
কি ধনে আর প্রাণ জুড়াই ॥

(ঘঃ) কেন হেন কঠিন, কথা শুনি,
(আমার রতন্ মণিরে)
(এ কি বিষাক্ত বাণীরে ; চাঁদরে তোমার চন্দ্রাননে)
(সুধাসিক্ত বাণী ত্যজে ; আমার শ্রবণ জ্বলে জীবন জ্বলে)
যদি ফিরে না যাও ভবন্,
বন হইবে ব্রজ ভুবন্ রে ;
জীবন ত্যজিবে নন্দরাণী
(তার আর কেবা আছে রে, নীলমণি ধন তোমা বিনে)
রাণী যা কহিল আসিবার কালে ;—
ও নীলমণি,—তাই ঘটা'লি, এ কপালে রে,
(ব্রজে আর কি যাবিনে)
তোমায়, অক্রূর সনে বিদায় দিয়ে ; –
আছে রাণী, মথুরার পথপানে চেয়ে রে ;
(গোপাল আস্‌বে বোলে রে)

যেমন শ্রীরামধনে, দিয়ে বনে,
রাজা দশরথ মরে প্রাণে,
আমি তোমা বিনে তেমনি হব ;
যমুনাতে, ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ তেয়াগিব,
(কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে)

(ছুঃ) কাঁদে শ্রীদাম সখা তোর, শোকে সকাতর,
নীলাচল, চল সে গোকুলে (চল চল রে)
ব্রজরাখাল ডাকে রে,
(হাঁরে রে রে, কানায়ে রে,)
(আর কি গোষ্ঠে যাবি নারে)
তোমারে না হেরে কাণু, না শুনি চাঁদমুখের বেণু,
(কাঁদে ধেনু, কালিন্দীর কূলে,)
(তারা ধেয়ে আসেরে, চাহিয়ে মথুরা পানে)
(কিছু বলিতে পারে না, অবলা ধবলি তারা,)
(নয়ন জলে বয়ান ভাসে)
(আসিবার কালে দেখে এলে)

(লোঃ) ব্রজে গেলে যাদুমণি, ধেয়ে আস্‌বে তোর জননী
এলোকেশে, গোপাল এলো বোলে ;
তারে কি ব'ল্‌বো রে,

(আমার্ বল্‌বার্ বল আজ ফুরাইলি)
(রাণী ননি লয়ে দাঁড়ায়ে আছে)
(কে বা নেচে নেচে ননি খাবে)
হারায়েছি নীলকান্তমণি, শুনিলে দুরন্ত বাণী,
রাণী মূর্চ্ছা যাবে, ধরণী উপরে,
(অমনি ধূলায় পড়্‌বে রে,)
(বাতাহত কদলীতরুর মত)
(তা'ত সকলি জান রে,)
(কেবল গোপালগত রাণীর প্রাণ)
(তোরে তিলেক না হেরিলে ম'রে)

(ঝাঃ) তখন্ শুনি পিতার ক্রন্দন,
ব্যাকুল যদুনন্দন রে ; নয়ন নীরে,—
অম্‌নি নীলাব্জ ভাসিয়ে গেল রে।
কৃষ্ণ মনে ভাবে ;—
আমি কি বোলে পিতায় প্রবোধিব রে।
আমি, ব্রজলীলা, করিবার তরে,
গোলোক ত্যজে, গোধন চরাই গোপের ঘরে রে।
পিতার প্রেমের দায়ে, ব্রজে ছিলাম বাঁধা ;—
মাথায় ক'রে ব'য়েছি যাঁহার বাধা রে

যদি নন্দ সনে, যাই বৃন্দাবনে :—
মধুপুরে, আমার মা দেবকী ম'রবে প্রাণে রে।
তখন্ নিজ মায়া মুক্ত করি,—
পিতার দিব্য জ্ঞান দিলেন হরি,
নন্দ কহে আমার পুত্র কোথায়,
এ যে দেখি, কৃষ্ণ জগৎপতি, জগত পিতারে।
বলে কা'র লাগি, কাঁদি আমি,
এ যে দেখি, হরি, ব্রহ্মময়, ব্রহ্মাণ্ড স্বামি।

(লোঃ) নেত্রধারা বহে নন্দের, কহে নীলমণিরে,
মধুপুরে চন্দ্রাধরে, কে দিবে নবনি রে,
(হেথায় কে বা আছে বাপ্)
(কা'র মা'কে "মা" বলিবি রে)
(কে ক্ষুধার সময় খেতে দিবে রে)
তোমার যশোদা জননী বিনে,
গোপাল তোমার সেবা কে বা জানে রে।

(ডাঃ) দেখো মনে রেখো, গোপাল, থেকোনারে ভুলে ॥
দুঃখের সময় দেখা দিও হৃদয়কমলে,
(রাণীর কোলে র'য়ো রে "মা বলিয়ে মাখন খেয়ো রে)
যেন কাঁদেনা রে নন্দরাণী, কৃষ্ণকাঙ্গালিনী হোয়ে।

(চৌঃ) কৃষ্ণ কহিছে নন্দে রে ;—
বাঁধা রইলাম তোমার প্রেমডোরে,
এ ব্রজ পুরে ;—
কহে নন্দ ভূপাল, যেন গোপাল,
আমি জন্মে জন্মে তোমায় পাই ॥

তিওট।

বিনে প্রাণ গোবিন্দ, রাণীর প্রাণাকুল,
প্রভাস কূলেতে।
বহে শতধার, চক্ষেতে,—দুঃখেতে ,—
ডাকে কোথায় গোপাল, দেখা দে রে গোপাল,
আমার, স্তন ফাটে দুগ্ধভরে, দেখ রে গোপাল,
একবার "মা" ব'লে আয় রে গোপাল কোলেতে।

(ছুঃ) হেরে রাণী, নীলকমলে,
ধর্ত্তে যায় নীল-কমল ব'লে, গো,
মন ভ্রান্তে না হেরে নীল-মণি—(আহা মরি গো,)

(দোঃ) ঘননাদ শুনে বলে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি,
ঐ যে শোনা যায় সঙ্গিনী ;

উদয় হেরে নব-ঘন, বলে আমার কৃষ্ণধন,
ঐ দাঁড়ায়ে বাঁকা হ'য়ে, কর সবে দরশন ;

(তিঃ) মরি প্রাণে মরি, দেখা দে রে হরি,
একবার আয় হরি, ত্রিভঙ্গ রূপ চক্ষে হেরি ;
যম-যন্ত্রণা ঘুচাই অন্তঃকালেতে ॥

(ছুঃ) ভাবে রাণী, কেন এলাম,
নন্দের বাণী, না শুনিলাম গো ;
দেখিতে না পেলাম্ বাছাধনে, (আহা মরি গো)

(দোঃ) কৌশল্যার দুর্গতি আমার,
হ'লো কপাল গুণে,
দিয়ে গহনে, রামধনে ;—

(চৌঃ) নে রে কৃষ্ণ, সকল নে,
ব্রজের বৈভব সকল নে,
মৃত-দেহে জননীরে, জন্মের মত বিদায় দে ;

(তিঃ) ক্ষীর-সর করে, রাণী রোদন করে,
আর মূর্চ্ছা যায় "কৃষ্ণ" ব'লে, ধরাপরে ;
শুনায় গোপী সব "কৃষ্ণনাম" শ্রবণেতে ॥

চৌতাল।

নন্দ-দুলাল, কোথা রে,—
বাপ্ আমার, ওরে মাখন্-চোরা ॥
তুই নাকি রে গোপাল, হ'য়েছিস বাপ্, ভূপাল ;
তোর দ্বারের দ্বারপাল ;—
দেয়না রে দ্বার প্রবেশিতে, দেখ্‌রে আসি দশা মোর্ ॥
ও প্রাণ গেলরে বাপ্ বড় হ'য়েছি কাতর ;—
চল্লাম রে প্রাণ ত্যজিবারে ;—
বিদায় হ'য়ে দ্বারে তোর্ ॥

(লোঃ) যবহুঁ হাম আয়ব, আমায় নিষেধিল গোপ-পতি
(আমায় কতই মানা করেছিল রে)
সেথা যাস্‌না,—ও অবোধিনী ;—
আমি না শুনিলাম, তাহার সে বাণী।
গোপাল ব'সেছে রাজ-সিংহাসনে ;—
(তার কি ব্রজের কথা মনে আছে রে)
(তার কি রাখালভাব আর মনে আছে রে)
ও তার গোপভাব কি আছে মনে,
(সিংহাসনে ব'সে)
(এখন রাজা হোয়ে)

(লোঃ) সো-বর পুর ত্যজি, হায় হাম তুয়া লাগি রে,
(কেবল দেখার লাগি এসেছি বাপ)
(চাঁদমুখ দেখ্‌বো ব'লে এসেছি রে)
বৈঠিয়ে মাথুর গেল পরাণী ;—
(এসে এই হ'লো বাপ)

(ঘঃ) যতন ক'রে এনেছি বাপ্ : ক্ষীর, সর, নবনি ;—
"মা" বলিয়ে কোলে আয় বাপ্ আমার রতন্ মণি,—
(বাপ্ কোথা বা আছ রে, হর-গৌরী সেবিত ধন)
"গোপাল" "গোপাল" বোলে রাণী, কাঁদিতে লাগিল ;
হাত হ'তে কুশ বারি, খসিয়া পড়িল ;—
(বলে আমায় কেবা ডাক্‌লে রে
সঙ্কল্প করিতেছিলাম)
(কোথায় রে প্রাণ গোপাল ব'লে)
(কোলে আয় নীলরতন বোলে)

(জঃ ছুঃ) চল চল বুঝি, মা এসেছে (ও দাদা বলরাম)
(নইলে কেবা ডাকে হে,
ব্রজের মা যশোদার মত)
(এনাম কেহ ত জানে না,
গোকুল-গোপী বিনে)

(লোঃ) করে লয়ে ক্ষীর ননি, দাঁড়ায়ে যশোদা রাণী,
"নীলমণি" বো'লে ডাকিছে;—
(দাঁড়ায়ে আছে ; দ্বারিতে দ্বার ছাড়ে না) ;
(যেন দীনা হীনা কাঙ্গালিনী)
তখন্ আসিয়ে ত্বরায়, লুটায় ধরায়,
দুটি পায় ধ'রে সাধে
(আমায় ক্ষমা দে মা, ক্ষমা দে মা,
আমায় ক্ষমা দে আর কোলে নে মা ;
আমায় ক্ষমা দে আর ননি দে মা)

(চৌঃ) গোপালে কোলে লোয়ে,
কহিছে কাঁদিয়ে,
কৈরে চূড়া গুঞ্জ বেড়া,
কৈরে পীতধড়া তোর্॥

চৌতাল।

কৃষ্ণ বল্‌রে,—
কা'র জননী, কাঙ্গালিনী, কাঁদে প্রভাসে॥
সচঞ্চল চিত্তে, ননি ল'য়ে অঞ্চলে ;

কোলে আয় নীলমণি ব'লে,
নয়ন জলে, বয়ান ভাসে ॥
একি সহ্য হয় অন্তরে, হৃদয় না ধৈর্য্য ধরে,
এই মা কি তোরে পালন করে, ব্রজ-নগরে ;—
প্রাণ কেমন করে, উহারে হেরে, নীল রতন ;—
না জানি বাপ্ আমার মতন, যাতনা দিয়েছ কা'রে,—
মা নৈলে কি এত মায়া, হয় রে কারও প্রাণে,
চেয়ে আছে চাঁদ-বদন পানে,
ননি দিবার অভিলাষে ॥

(ঘঃ) মনে জেনেছি রে, যাদুমণি।
তোর ব্রজের মা সেই নন্দরাণী।
তা নৈলে কেন উচ্চৈঃস্বরে,—"প্রাণ গোপাল"
"গোপাল" বোলে ডাক্‌বে তোরে।
ও বাপ, ব্রজের নন্দরাণী বিনে ;—ক্ষীর ননি,
কে তোমার্ চাঁদ-বদনে।
তা নৈলে কেন, নীলমণি ;—নন্দরাণী,
যেন পথের কাঙ্গালিনী।
ও বাপ্, যে তোমার জননী হয়,
হেঁরে তার দশা কি এই কর্ত্তে হয়

বাছা, তোমা ধনে গর্ভে ধ'রে ;—কারাগারে,
ছিলাম পাষাণ বক্ষে করে ।

(ছূঃ) তখন জননীর প্রতি, কহিছেন যদুপতি
যশোমতী জননী আমার ; (ওকি ম'রি ম'রি গো)
(সে তো ঐ বটে মা ; কেঁদে কেঁদে এমন দশা,
যাঁর স্তনদুগ্ধ পান করেছি)
আমার যত যতন, যশোদা জানে যেমন,
জগতে এমন নাহি আর ;
(মায়ের কতই মায়া গো ;
আমা লাগি আর জানেন,
নৈলে ননি আন্‌বে কেন)

(গোঃ) তখন, মা দেবকী বলে,
ত্বরায় যাও রে যশোমতীর কোলে।
জীবন ত্যজিবে রাণী এখনি নৈলে।
ডাক চাঁদ-বদনে "মা" "মা" বোলে।
রাণীর্ হৃদয় চঞ্চল, ধররে অঞ্চল,
চলরে নীলাচল ;—
বহে চক্ষে জল, ভাসে বক্ষঃস্থল ;
জীবন রক্ষা হয় তোমায় কক্ষে নিলে।

ঠুং) তখন, ধেয়ে গিয়ে গিরিধারী,
মায়ের চরণে ধরি,
যশোদারে জুড়ায়ে যতনে, (হায় রে)
(বলে মা এলো রে,
আজ্ আমার যজ্ঞ করা সফল হ'লো)
অমি, ধেয়ে যায় নন্দরাণী ;
(গোপাল আয় বোলে রে)
তখন্ আনন্দেতে নন্দরাণী,
চাঁদমুখে দিয়ে ননী,
কোলে নিল নীলরতনে, (হায় রে)
(বলে কোলে আয় বাপ্ ; মাখন চোরা,)
(অনেক দিন চাঁদবদন দেখিনা)
মরি মরি বাছন, নলিন বদন,
মলিন হোয়েছে কি লাগিয়ে (হায় রে)
(ননী কেহ কি দেয় না,
ক্ষুধার সময় বদন্ চেয়ে)
কি সুখে গোকুল, করিয়ে আকুল,
যদুকুলে রয়েছ ভুলিয়ে (হায় রে)
(তোমার মনে কি নাই রে ;
এত সাধের ব্রজপুরী)

হে বাপ্‌ শেল দিয়ে মোর্ বক্ষঃস্থলে,
কোন্ প্রাণে রয়েছ মায়ে ভুলে ;—
ঐ দেখ, চেয়ে দেখরে প্রাণ-গোবিন্দ,
কেঁদে কেঁদে তোর পিতা অন্ধ ;
(যার বাধা বইতে)
ব্রজে রাখালগণ যায় না গোঠে,
ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে,
"গোপাল" "গোপাল" বোলে কেঁদে উঠে,
(কানাই কোথায় রইলে)
ধেনু বৎস যে সকল, তারা খায়না রে বাপ্‌ তৃণ জল,
সবে, ঊর্দ্ধমুখে হম্বা রব করে (হায় রে)
উচ্চৈঃস্বরে হম্বারব করে (হায় রে)
(কিছু বলিতে নারে রে ;
নয়নজলে বয়ান ভাসায়)

(চৌঃ) ব্রজ গোপাল, গোপী গোপাল,
সকলে জুড়ায় ;
দেবকী কয়, রাণী তোমায়,
আমা হ'তে অধিক বাসে ॥

রাইরাজা।

তিওট।

আ-মরি মরি, নিধু বিপিনেতে কি শোভা হেরি।
রাজনন্দিনী, রাই কমলিনী, ভুবনমোহিনী,
সিংহাসনেতে বিরাজেন ব্রজেশ্বরী॥

(লোঃ) আহা মরি মরি, কিবা শোভা হেরি ;
(ঐ নিধুবনে রাজা প্যারী)
একে মন্ত্রী বৃন্দে সহচরী ;—
তাহে শ্রীহরি, হোয়েছেন দ্বারি।
তোরা দেখে যা গো ব্রজাঙ্গনা ;—
তখন্ ব'লবি কেন দেখালে না ;
(আমায় দোষী করে)

(লোঃ) রাই-চাঁদের সহিত, তুলনা রহিত,
শরৎ শশী,
তাহে আছে যে কলঙ্ক, এ যে অকলঙ্ক রাই রূপসী ;
দেখ গগণে তড়িত, চঞ্চল সতত
পলকে বিলীন্ ;—
এ যে স্থির সৌদামিনী, রাধা বিনোদিনী,
উপমা বিহীন্ ;—

(তিঃ) দেখ, রাই জগতে মনোহর, তাহে শ্যাম নটবর,
কিবা মনোহর দোঁহার রূপের মাধুরী ॥

(লোঃ) বল তুমি কেন হেথা দাঁড়ায়ে, ওহে শ্রীহরি।
প্রকাশিয়ে বল ওহে রসরাজ,
কেন হেরি তব কোটালের সাজ ;—
তুমি দাঁড়ায়ে আছ নারীগণের মাঝে,
লাজ পরিহরি হে।
কভু যমুনায় হইয়ে কাণ্ডারী ;
পারাপার কর, ল'য়ে ভগ্ন তরী, (ভব কর্ণধার হে)
তুমি নিধুবনে আসি, সে ভাব পরিহরি,
হ'য়েছ প্রহরী হে ;
আর একদিন ওহে বনমালী ;—
রাধিকার লাগি হ'য়েছিলে কালী ;—
তুমি কদম্বেরি মূলে, রাধা রাধা বোলে ;
বাজাতে বাঁশরী হে।

(তিঃ) তখন বৃন্দে কয় সহচরী,
ধরিতে রাই কিশোরী ;
ও ফাঁদ পেতেছেন হরি, গোলক-বিহারী।

যুগল নাম।

তিওট।

মরি, কি শোভা হ'য়েছে ঐ যুগলরূপে শ্রীবৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবনে, যুগল মিলনে, হের নয়নে ॥
শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারি, রাধা ব্রজেশ্বরী,
শোভা আ-মরি,
যেমন গগণ ত্যজিয়ে শশী, সম্পূর্ণে ব্রজে আসি,
আজ উদিত দিবা নিশি রাই-গগণে ॥

(লোঃ) তাহে শ্যাম রূপের কি মাধুরী,
বামেতে শোভে কিশোরী,
মেঘমালা যেন ঘেরি,
বিজুলী চমকে,
রূপের তুলনা নাই ভূলোকে ;

(তিঃ) তাহে শ্যামরূপ অনুপম,
রাই রূপের নাই তুলনা ;
মনের বাসনা ও রূপ হেরি নয়নে ॥

(লোঃ) ওরে ব্রজবাসী, আসি হের রে ;

(হের রে,—ও রূপ নয়ন ভ'রে)

রূপ হেরিলে হরিবে, মনের তিমির,

পলক বিপক্ষ হবে রে,

(রূপ হেরিতে হেরিতে)

যে রূপ নিরবধি বিধি, গঙ্গাধর আদি,

হেরিতে বাসনা করে রে, (মোহন যুগলরূপ, তা'রা)

(ছূঃ) আহা মরি, কি লাবণ্য, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন,

মনোলোভে রতন নূপুরে,

রুণুঝুণু বাজে রে ;—(অভয় পদে রতন নূপুর)

কিবা মনোহর মূরতি, চরণে দিনপতি, হে,

শোভা করে, নখরে নখরে,

(কিবা সেজেছে হে,—প্রতি নখে কোটি চন্দ্র ;—

মোহন যুগল রূপ)

তাহে নীলকমল তুলসীদল সচন্দনে ॥

(লোঃ) শ্যাম সুন্দর, নব-জলধর,

কিবা বামে রাধা সৌদামিনী,

কিবা শ্যামশিরে,—শোভে মোহন চূড়া,

রাইশিরে শোভে কিবা মনোহর বিনোদ-বেণী,

(লোঃ) কিবা শ্যাম উপহার, বনপুষ্পহার,
রাইগলে দোলে মতি,—
কিবা বঙ্কিম গঠন, পাতকী তারণ,
(জিনি) শরদিন্দু জ্যোতিঃ ;
কিবা নীল-বসনা, খঞ্জন-নয়না
বৃষভানু-রাজ-নন্দিনী,—
কিবা পীতাম্বর, বংশীধর,
কটিতটে শোভে কিঙ্কিনী।

(তিঃ) আহা কে বর্ণিতে পারে, যুগল রূপের বর্ণিমা,
(রূপের তুলনা যে দেখি না রে,—ভবে জনমিয়া)
যে রূপ ব্রহ্মাদি বিরূপ, রূপ নিরূপণে॥

লোফা।

ধর্ত্তা

একবার, বল বল "রাধা-গোবিন্দ" বল।
ওরে, আর কিছু লাগে না ভাল ;
(রাধা নাম বিনে রে)
একবার স্ব-মনে বল ;
(যদি শমন বিজয়ী হ'বি)

তোরে মিনতি করি (রসনা) ;

(ওরে, মন-গুরু তোর পায়ে ধরি)

সব দিন যে যায় রে (রসনা) ;

(ঐ দীনমণি-সুত নিকট যে হ'লো)

মধু মাখা নাম রে (রাধা-গোবিন্দ নাম)

(ওরে, তাই ত জিহ্বার লালস এত)

যেন নাম ভুল না (রসনা) ;

(ওরে, ভুল্‌তে হয় ত, আর সকল ভুলো)

কাজ ভাল যে নয় রে (রসনা) ;

(ওরে, যে পাঠালে তারে ফাঁকি)

মরুভূমি যে হ'লি (রসনা) ;

(রাধা-নাম অঙ্কুর হ'লো না রে)

ব'সে কাঁদ্‌তে হ'বে (ভবনদীর তীরে) ;

(যেন নির্দ্ধন পুরুষের মত)

(যেন দীন হীন কাঙ্গালের মত)

তার উপায় কর রে (ব'সে কাঁদ্‌বি কেন)

(মুখে "রাধা-গোবিন্দ নাম" ব'লে)

(খঃ) গোবিন্দ ভজ রে মন, কি করিতে পারে যম,

(শমন পলায়ে যাবে রে,—

রাধা নামের ধ্বনি শুনে)

(এ নাম শমনের শমন রে,—শমন সমনে শুনে)
পারে যেতে নাম উপায় (কি হায় রে) ;
(আর গতি নাই রে,—এই ঘোর কলিযুগে)
শুনিয়ে গোবিন্দ রব, আপনি পলাবে সব ;
(সব দূরে যাবে রে,—যত ত্রিতাপ হ'ক না কেন)
সিংহরবে করী যেন ধায় (কি হায় রে) ;
(এমনি নামের গুণ রে,—ভব-বন্ধন দূরে যায়।

(লোঃ) নামে প্রেম কর রে, (রাধা-গোবিন্দ নামে)
(ওরে, নামে প্রেমে মাখামাখি),
নামের যজ্ঞ কর রে, (রাধা-গোবিন্দ নামের)
(তা'তে অনুরাগ ঘৃত ঢালি)
(তা'তে প্রেম আহুতি দিয়ে)
একবার, ভাবিনী ভাব (রসনা) ;
(যদি মহা ভাবের উদয় হবে)
(যদি ভবারাধ্য ধন পা'বি)

ছুটো।

ধৰ্ত্তা

"রা—ধে, গোবিন্দ" বল, "শ্রীরা—ধে, গোবিন্দ" বল রে
(আর কবে বা বল্‌বি রে,—দিনে দিনে দিনাগত)
জনম বয়ে যে যায় রে ;
(অনেক কঠিনের জনম)
কে বা সঙ্গে যাবে রে ;
(নাম যাবে আর তুই যাবি)
সব পড়ে যে রবে রে ;
(যখন দেহ শব হবে)
বৈভব পড়ে যে রবে রে ;
(এত যে যতনের বৈভব)
কিছুই যাবে না যাবে না।
(ধন দারা পুত্র কন্যা)
কেবল নাম যাবে রে,
(ভব পারের নাম সম্বল)
আর গতি যে নাই রে,
(রাধা-গোবিন্দ নাম বিনে)
জীবের নামৈব গতি রে,
(অকূল এই ভবার্ণবে)

নামের ভেলা বাঁধ রে,

(হৃদে ধরি পারে যাবি)

প্রাণ জুড়ানে নাম রে,

(এই যে রাধা-গোবিন্দ নাম)

বল বল বল রে বদনে ॥

(সব দিন যে যায় রে,—কুসঙ্গের বশী হয়ে)

লোফা।

"রাধে গোবিন্দ," "রাধে গোবিন্দ,"

হ'য়ে আনন্দ, বল রসনা।

তোর ঘুচিবে রে মনের তিমির,

ত্রিতাপ জ্বালা, আর রবে না ॥

মনপাখি,—তোরে যতন্ ক'রে পুষে ছিলাম ;

(এই "নাম" ব'ল্‌বি বোলে)

"নাম" বল্ রে—বল্‌বার বদন ত পেয়েছ ভাল ;

(পুঞ্জপুণ্য ফলে)

মনপাখি,—এ নাম গানেও সুধা, পানেও সুধা ;

এমন জনম ত আর হবে না রে ;

(পিয় ওরে নাম বদন ভ'রে)

রসনা রে,—রাখ রসনাতে রসাইয়ে ;

(পরিত্রাণের মূলমন্ত্র নাম)।

(লোঃ) গুরুদত্ত, মূলমন্ত্র, মাখাইয়ে তাহে,

(১) রাখ রাধা-গোবিন্দ-নাম, রসনায় সাধাইয়ে ;

(জিহ্বায় সাধায়ে রাখ রে)

(যদি সাধনবলে সেই দিন বল্‌তে পার),

(যদি ভ্রমেও ভুলে সেই দিন ব'লতে পার)

(২) রাখ, রাধা-গোবিন্দ নাম, হিয়াতে জাগায়ে,

(হিয়ায় জাগায়ে রাখ রে)

(হিয়ার মাঝে বাসর ক'রে)

লোফা।

রসনা, রাধা গোবিন্দ নামের, ধ্বনি দে ;

নামের ধ্বনি দেনা রে, নামের ধ্বনি দেনা রে।

আমার প্রেমময়ী ; গরবিনীর, ধ্বনি দে।

আমার শ্যাম গরবের গরবিনীর ধ্বনি দে।

আমার বৃন্দাবন-বিলাসিনীর ধ্বনি দে।

আমার শ্যাম সোহাগের সোহাগিনীর ধ্বনি দে।

আমার কানু-মনোমোহিনীর ধ্বনি দে।

আমার অষ্ট সখীর শিরোমণির ধ্বনি দে।
আমার বৃষভানু-নন্দিনীর ধ্বনি দে।
ওরে, যাঁর ধ্বনিতে জগত জুড়ায়, ধ্বনি দে।
ওরে, যাঁর ধ্বনিতে জগত ধনী, ধ্বনি দে।
যদি পরম ধনে ধনী হ'বি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি ভবারাধ্য ধনে পাবি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি শমনভয় এড়াইবি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি অবহেলে ভব পারে যাবি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি প্রেমানন্দে মেতে যাবি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি স্বর্গসুখে সুখী হবি, তাঁর ধ্বনি দে।

নৌকা।

"রাধা-গোবিন্দ" "গোবিন্দ" ব'লে নাও রে।
একবার ব'লে নাও রে, একবার শুনে নাও রে।
যদি মানব জনম পেয়েছ রে,
(আশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে)
যদি দুর্ল্লভ জনম পেয়েছ রে,
(দেখো যেন হেলায় যায় না)

যদি হেলাতে, পারেতে যাইবি রে,

(রাধা-গোবিন্দ নাম বল রে)

যদি শমন, বিজয়ী হইবি রে

(শমন দমন নাম বল রে)

আমার রসনারে, পূরাও বাসনা রে,

(রাধা কৃষ্ণ নাম বল)

আমার্ রসনা রে, নামে রসনা রে,

(যে জন্য তোর্ ভবে আসা)

শ্যামাতে বামাতে নবীনা কিশোরী রে,

(যুগলরূপের বালাই যাই)

শ্যামের অধরে মুরলী, বাজিছে রে,

(জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে) ॥

লোফা।

অমনি রহুক যুগল, আমাদের।

যুগল কিশোর আমাদের।

আমরা নিত্য নিত্য অমনি হের্‌বো।

আমরা নয়ন ভরে অমনি হের্‌বো।

আমরা বড় সাধে মিলায়েছি।
যতনে রতন্ মিলায়েছি।
কিবা শ্যামের বামে রাই-কিশোরী।
কিবা নীলগিরিতে সোনায় গাঁথা।
তোরা আয়গো-কুঞ্জের বাহিরে আয়।
সখি, দেখিস্ যেন ঘুম্ ভাঙ্গাস্ না।
কিবা শ্যামের কোলে রাই ঘুমা'ল।
কিবা রাইয়ের কোলে শ্যাম ঘুমাল।
কিবা দোঁহ অঙ্গ একই হোলো।
(লোঃ) শ্যাম চিকণ নীরদ-কায়,
তড়িত রাধা, জড়িতা তায়, রে।
(যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী রে)
(ঘন ঘন মেঘে স্থির বিজুলী রে)
(আজ রূপ হেরে প্রাণ জুড়াইল রে)
রূপ হেরে বলি, যেন মেঘের উদয় ;
সখি আবার বলি, যেন চাঁদের উদয় ;
ওরে তাঁরেও কি চাঁদ, বলা যায় ;—
ও যাঁ'র নখের কোণে,
কোটী কোটী চাঁদের উদয় হয়॥

—

লোফা।

"রাধে গোবিন্দ" বল রাধে। (রাধে)
যদি তর্‌বিরে, বিপদে।
ভাই বন্ধু পরিজন, কেহ তোর্ নয় আপন্,
কেন পর্‌কে আপন্ আপন্ বোলে,
মজিছ বিপদে;
সেখানে কি বোলে এলি, বিষয় পেয়ে ভুলে গেলি,
(হরি তোমা বই আর ভজবো না হে)
(হরি কারো মায়ায় আর ভুলবো না হে)
পরমাত্ম না ভজিলি—মজ্‌লিরে সম্পদে॥

তিওট।

ওরে ভ্রান্ত মন, ভাব হৃদপদ্মে, "পদ্মপলাশলোচন।"
দিন গেল রে, কর রে সাধন, মিছে অকারণ;
ত্যজে অনিত্য ভাব, ভাব নিত্যধন॥
মন রে, সে দিনের দিনাগত, বিষয়-বিষেতে রত,
আছ নিয়ত,
পান কর রে, হরিনামামৃত,

হরিনাম।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

তিওট।

ওরে ভ্রান্ত মন, ভাব হৃদপদ্মে, "পদ্মপলাশলোচন।"
দিন গেল রে, কর রে সাধন, মিছে অকারণ;
ত্যজে অনিত্য ভাব, ভাব নিত্যধন॥
মন রে, সে দিনের দিনাগত, বিষয়-বিষেতে রত,
আছ নিয়ত,
পান কর রে, হরিনামামৃত,
যদি ভবাব্ধি হ'বি পার, ভাব সেই সারাৎসার,
অসার ভবেতে হওরে বিরত;

মুখে, অবিশ্রাম, বল "কৃষ্ণ নাম,"
বিষয় বাসনা পরিহর, ভাব সেই সারাৎসার,
সাধুর সঙ্গেতে সুখে কর সংকীর্ত্তন ॥

(লোঃ) একবার, ভাব শ্রীকান্তে, মন একান্তে,
(যদি অন্তে অভয় চরণ পা'বি, ও মন দুরাশয়)
মিছে মায়ার বশে, মন রে, আছ ভুলে,—
(একবার ভেবে দেখ) মন রে,
কি হ'বে সেই চরমকালে ;

(লোঃ) তিনি ত্রিতাপ নাশন, দূরিত বারণ,
অখিলের পতি,—
তাঁরে ভাবিলে রবে না, এ ভবযন্ত্রণা, রে মন দুর্ম্মতি ;
মিছে মায়া পরিহরি, বল "হরি" "হরি,"
হরিনাম সার,—
শুনি তন্ত্রে ভববাক্য, হরিনাম মোক্ষ, হরি পরাৎপর ;
হরিনামে হয় কৃতান্ত-ভয় নিবারণ ॥

(চৌঃ) এই ভব-ধাম, যে দিনেতে ছাড়িবে ;
(ছুঃ) সুখ সম্পদ কোথায় রবে, (এই যে)
(ঘঃ) ঘুচিবে সকল সুখ, নিদান সময়
(ওরে মন আমার দুরাশয়)

কৃতান্ত-পীড়নে হবে, ব্যথিত হৃদয়
(ও সেই অন্তিম কালে রে)

(ছুঃ) নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ ক'রে, ভাসিবে নয়ন-নীরে রে,
শোকানলে প্রাণ দহিবে,
(কৃত-কর্ম্ম স্মরণ করে রে)
জননী কাতরা হ'য়ে, নয়নমণি হারাইয়ে রে,
কাঁদিবেন তব গুণ গাইয়ে; (স্নেহময়ী জননী)

(ছোঃ) ভাই রে কত জন্মান্তরে,
মানব জনম পেয়েছ রে;
(আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে)
আসি, কি করিলি, এ সংসারে,
ও দিন গেল, একবার ভ্রমেও তাঁরে ডাক্‌লি না রে,

(ঘঃ) অতএব বলি শুন, কর কৃষ্ণের আরাধন রে,
যদি সে সঙ্কটে পা'বি ত্রাণ,
(কালের কবল হ'তে রে)
যে নাম দিবা যামিনী, পঞ্চানন শূলপাণি,
সদানন্দে গায় নিরন্তর, (কি হায় রে)
("হরি" "হরি" ব'লে রে)

হিরণ্যকশিপুসুত, পান করি নামামৃত,
সঙ্কটেতে পাইল নিস্তার, (কি হায় রে)
(সে যে ত'রে গেল রে)
যোগীগণ যোগাসনে, মহারণ্যে অনশনে,
হৃদয়েতে যাঁরে করে ধ্যান (কি হায় রে)
(চরণ পা'বার লাগি রে)
অহঙ্কার পরিহর, ভজ সেই দামোদর,
শুনি তিনি করুণানিধান, (কি হায় রে)
(জীবে দয়া করেন রে)
হরি, অগতির গতি পতিত পাবন ॥

চৌতাল।

শুন, মন আমার রে, রসনাতে জপ হরি-নাম।
হরি-নামামৃত অবিরত, পান করিও—সদত,
জয়ী হবে রবিসুত, জিনিবে সংগ্রাম ॥

হরি, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মার ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-সনাতন ;
যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র করেন যোগ-সাধন ;
হরি, বিশ্বরূপী সর্ব্বমূলাধার,
হরি ভিন্ন, অন্য কে আছে আর,
হরি তন্ত্র, হরি মন্ত্র, হরি সারাৎসার ;
জপে, হোমে, যজ্ঞে হরি, সকল দেবের সাধন হরি,
তাই ত বলি, বল "হরি," পূর্‌বে মনস্কাম ॥
যে জন, মৃত্যুকালে, "হরি" বলে, সেই পুণ্যবান্ :—
ঐহিকের সুখ অন্তে, যায় বৈকুণ্ঠধাম ;
শূকর মৃত্যুকালে, শুনে হরি-নাম,
শমন ধাম যেতে হ'লো না সে ধাম,
নামের জোরে, ডঙ্কা মেরে, যায় বৈকুণ্ঠধাম,
ত্যজিয়ে শূকর মূর্ত্তি, ধরি চতুর্ভুজাকৃতি,
হরি ক'রলেন হরিপ্রাপ্তি প্রাপ্তগোলোকধাম ॥
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি নবঘনশ্যাম,
হরি, দর্পহারী দারিদ্র ভঞ্জন ;
অনাথের নাথ সে—রাধানাথ,
যে ভজেছে সে পেয়েছে ও যুগল চরণ ;
তার কি শমনের ভয় আছে, শমন সংগ্রাম জয়ী হয়েছে,
ভবপারের পথ করেছে, পা'বে মোক্ষধাম ॥

হরি, পরমাত্ম, পরম তত্ত্ব পরম পদার্থ,
ভক্ত ভিন্ন অন্য কে বা জানে মাহাত্ম্য ;
বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, অর্জ্জুন,
অম্বুরীষ, নারদাদি বাউল সনাতন,
এঁরা, কিঞ্চিৎ জানেন্ মাহাত্ম্য, ;
পরম ভক্ত জেনে, ভগবান্ হে ;—
বলির দ্বারে দ্বারী হোয়ে করেন দাসত্ব ;
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর হরি, গোলোকবিহারী,
(অবোধ মন রে)
ঐ, গোকুলে গোলোকচন্দ্র, গোবর্দ্ধন-ধারী ;
হরিতে যার রতি মতি, হরিতে যা'র দৃঢ় ভক্তি,
হরি করেন হরিপ্রাপ্তি বৈকুণ্ঠেতে ধাম ॥

(লোঃ) নাচ মন "হরি" ব'লে,
দুবাহু ঊর্দ্ধে তুলে, বিহ্বলে,
নাচ মন "হরি" ব'লে, নাচ মন দুবাহু তুলে ;—
কলির কলুষ ব্যাধি, হরি-নাম মহৌষধী
পান কর নিরবধি, সকলে ;
এই হরি-নামের তরে, সদাশিব শ্মশানে ফেরে,
মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুজয়ী সাধন বলে ;

(চৌঃ) এই হরিনাম সংকীর্ত্তন কর সকলে—
(অবোধ মন রে—)
ভাই বন্ধু দারা সুত সকলে মিলে,
কর হরিনাম সার, এ সংসার সকলি অসার রে—
ভেবে দেখ ত্রিসংসারে, কেহ নহে কার ;
এ দেহ পতন হবে, তখন এ সব কোথায় রবে,
কেবল মাত্র সঙ্গে যাবে, শ্রীহরির নাম ॥

চৌতাল।

ও বাপ্ নিমাই রে, এমন্ সুধাময় হরিনাম
শিখালে কে।
নবীন বয়সে, গৌর মোহন বেশ ;
ঐ শিরে চাঁচর কেশ ;—
হ'য়ে উন্মত্ত, প্রেম ধারা বয় চক্ষে ॥
পাষণ্ডদলন, হরি-সংকীর্ত্তন ;
নাম অমূল্য রতন ;
এমন্ মধুর নাম শুন্তে ভাল তোর্ মুখে ॥

তিওট।

ঐ বাজ্‌লো হরি নামের ডঙ্কা,—
ধো, ধো, ধো, ধো,—রবে বাজ্‌লো।
ডঙ্কা বাজ্‌লো রে, নিতাই সাজ্‌লো রে, ডঙ্কা বাজ্‌লো ॥
এই হরি নাম সংকীর্ত্তন, প্রাণ ভ'রে কর মন,
জুড়াবে জীবন ;
শিব, যে নামে শ্মশানবাসী, উন্মত্ত দিবানিশি,
আজ, সেই নামে জগদ্বাসী মাতিল ॥

(লোঃ) হোয়ে কৃষ্ণপ্রেমে, মাতয়ারা,
দুনয়নে বহে ধারা, নিতাই আমার প্রেম-পিয়ারা,
প্রেমে মাতিল ;—
মুখে "হরি বোল",—কেবল বলে রে,
আর নাচে দুটি বাহু তুলে, আপনায় ভুলে ;
(প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে রে)

(তিঃ) নিতাই, আন্‌লে কি মধুর নাম,
নাম নয় আনন্দধাম ;
আজ নাম শুনে মন প্রাণ মোহিল ॥

(লোঃ) মুখে, "হরি বোল", "হরি বোল", বল রে,—
(বল রে এ নাম বদন ভ'রে)

প্রাণ বিষয়েরি বিষে, আছে রে জ্বলিয়ে,
এখনি হবে শীতল রে ;
(ও মন ;—"হরি" "হরি" বল, আজ) ;
(ও নাম সুধা-সিন্ধু বটে রে)

(ছুঃ) প্রেমরজ্জু, সহ-যোগে, বাঁধ হরির পদযুগে, রে,
স্থাপিয়ে, হৃদয় মাঝারে, অতি যতন করে রে,
(স্থাপিয়ে হৃদয় মাঝারে,—ও হৃদয়েরি ধন),
সে পদ, পরশমণি, পর সে পরশে রে,
ভবক্লেশ আর না রহিবে, তাও কি জান না রে মন,
(সব দূরে যাবে রে—যত ত্রিতাপ হ'ক না কেন,—
বিপদ-ভঞ্জন নাম নিলে,—মধুসূদন নাম নিলে) :
তুমি ঐ দেখ নামের গুণে, পাষাণ ভাসিল ॥

(লোঃ) অতি শীতল, সে পদ-কমল ;
(ও সে কমল হ'তে, সুকোমল ;—
যেমন ধূমানলে মেঘের ছায়া)
একবার সেই পদ,—হৃদে ধরি—
'হরি' 'হরি' ব'লে, এস বাহু তুলে নৃত্য করি ;

(লোঃ) যদি জন্ম জন্মান্তরের, পুঞ্জ পুণ্যফলে,
মিলেছি সবে,—

এস হরির চরণে, প্রেম পুষ্পাঞ্জলি, দিই সকলে ;
মুখে "হরি" "হরি" বল, প্রেমের হিল্লোলে,
আপনি হৃদয়ে উঠ্‌বে রে,—
পেম-তরঙ্গে সাঁতার দাও বার বার, কি আর ব'ল্‌বো রে
যদি ভবে হবে পার, শুন যুক্তি তার,
হরি-নাম সার কর রে,—
সে যে রতনের খনি, হরিনাম ধ্বনি, পুরাণে শুনেছি রে ;
ভবে, আর বল ভাই, কি ধন আছে, হরিনাম বিনে ;
(জীবের নাম বই আর নাই গতি রে)
(জীবের নাম গতি নাম মুক্তি রে)
(জীবের নামৈব পরম গতি রে ;—কলৌ কলিযুগে)
তুমি আর কবে ব'ল্‌বে "হরি" জীবন ফুরা'ল ॥

একতালা লোফা।

ধর্ত্তা

আজ আনন্দে বদন ভ'রে হরিনাম সুধা পান কর রে।
"হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল রে ॥
(আজ আনন্দে বদন ভ'রে)

ভাই রে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে ;
ভাই রে প্রেমসিন্ধু উথলিবে ;
ভাই রে, ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে ;
(একবার বদন ভ'রে "হরি" বল)
ভাই রে, এমন দিন আর হবে না রে ;
ভাই রে, মানব জনম বহে যায় রে ;
জীবের, নাম বই আর গতি নাই রে ;
(জীবের নামৈব পরম গতি)
ভাই রে, সাধের বৈভব পড়ে রবে ;
ভাই রে, কেও সঙ্গে যাবে না রে ;
দেহ শব হ'লে সব পড়ে রবে ;
ভাই রে, নাচ গাও বল "হরি," দু-বাহু তুলে,
(হরিনামের মালা গলায় দিয়ে)
ও ভাই শমন-বিজয়ী নাম রে ;
নামে, ভববন্ধন দূরে যায় রে ;
ভাই রে, হৃদয় মাঝে প্রেমের নদী বহে যায় রে,
(প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে "হরি" বল)
ভবে যেতেও একা আস্‌তেও একা ;
ভাই রে, মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি ;
মিছে মায়ায় ভুলো না রে ; (বদন ভ'রে "হরি" বল)

একতালা লোফা।

এই যে জিহ্বার অলস ত্যজে
একবার "হরি" বল।
"হরি" বল রে, একবার "হরি" বল ॥
ভাই রে এমন দিন আর হবে না।
ভাই রে মানব জনম্ সফল হবে।
অধমতারণ হরি, ভব পারের কাণ্ডারী—
বদন ভ'রে বল্ রে হরি,
পাবি রে তুই মোক্ষ ফল ॥
ভাই রে বদন ভ'রে, যতন ক'রে।
ভাই রে মন প্রাণ মিশাইয়ে।
ভাই রে সবাই মিলে, বাহু তুলে ॥

লোফা।

"হরি" বোলে চল্ রে মন।
যমুনাপুলিন বৃন্দাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দরশনে।
হের্‌বি রাধাকৃষ্ণে, একাসনে ;—
(তাপিত প্রাণ শীতল হবে রে)

আছেন যুগলরূপে, কুঞ্জবনে ॥
আমি কবে বৃন্দাবনে যা'ব ,—
(সে দিন আমার কবে হবে রে)
গিয়ে মাধুকুরী মেগে খাব ॥
ভবের জ্বালা জুড়াইবে।
শান্তিময় সেই বৃন্দাবন ধাম।
কবে বৃন্দাবনের, ছায়ায় গিয়ে ;—
(আমার সংসারের তাপ দূরে যাবে রে)
আমি জুড়াব তাপিত হিয়ে ॥
কবে বৃন্দাবনের, কুলি কুলি,—
আমি বেড়াব দুই বাহু তুলি,
("হরি" "হরি" "হরি" বোলে রে)

একতালা লোফা।

হেলাতে রতন, হারাইও না মন,
"হরি" "হরি" বল বদনে।
"হরি" বল, "হরি" বল,
(একবার "হরি" বল মন) শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥
ঐহিকের সুখ হলো না বলিয়ে,
তা বলে কি নাম যাবি রে ভুলিয়ে ;

যে নামে,—যাঁর প্রেমে,—
হ'লেন শুকদেব সুখী, হ'লেন নারদ বৈরাগী,
হ'লেন মহাদেব যোগী ;
থাকেন শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে।
(সোনার কাশী ত্যেজে)
ভেবে দেখ মন সে দিন ভয়ঙ্কর,
অবশাঙ্গ যেদিন হইবে তোমার,
সেই দিনে,—বদনে,—
যদি বল্‌তে পার হরিনাম, হরি পূরাইবেন মনস্কাম,
অন্তে পাবি রে মোক্ষধাম ;
তোমায় লবে না, ছোঁবে না শমনে ॥
(হরিনামের বলে)
ত্যজ্য ক'রে যে দিন যাবি রে সংসার,
কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার,
সংসার,—অসার,—
আঁখি মুদিলে অন্ধকার, তবে হরিপদ কর সার,
যদি হবি রে ভবে পার ;
রাখ রতি মতি হরির চরণে ॥
(ভবে ত'র্‌বি যদি)

একতালা লোফা।

(নূপুর চূড়ার স্থর।)

"হরি-নাম" বল বল আমার মন-রসনা।
মন-রসনা, নামে রসনা, স্থধামাখা নাম বল না॥
ঐহিক-রসে, মায়ার বসে, ভুল না রে মন,—
দিন ফুরালে কোন দিনেতে, আসিবে শমন॥
(ও কি কর্‌বি তখন)
সংসারে আসিয়ে রে মন, বিষয়-কাজে থাক,—
দিনান্তে একান্তে একবার, রাধাকান্তে ডাক।
(পদে ভক্তি রাখ)
হরি-নাম ল'য়ে প্রহ্লাদ, মৃত্যুকে জয় করে,—
হরি-নামে জগাই মাধাই অজামিল তরে॥
(তাই ত বলি তোরে)
বিরিঞ্চি বাসব ভব, যাঁরে না পায় ধ্যানে,—
সেই হরি আসিবেন, ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে॥
(নাচিবেন সংকীর্ত্তনে)
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তেরি প্রাণধন,—
ভক্তজনে তরাইতে, করেন্ নাম বিতরণ॥
(ভেবে দেখ্‌না রে মন)

যে নামে কলুষ নাশে, অলস ক'র না,—
দিবা-নিশি "হরি" "হরি," "হরি" বল না ॥
(কর কাল যাপনা)
ভীম-রতি হবে যখন, জ্ঞান যাবে হ'রে,—
রসনা অবশ হবে, মহাব্যাধি ঘেরে ॥
(বল্‌তে দিবে না রে)
আভরণ সব কেড়ে ল'য়ে, ভগ্ন-বসন দিবে,—
সংসার-বাসনা তোমার কোথায় তখন রবে ॥
(কে আর সঙ্গে যা'বে)
ভাই বন্ধু ফেলে দিবে, তুলসীর তলে,—
দীনবন্ধু হরি আসি, করিবেন কোলে ॥
(এই নাম যদি না ভুল)
ভবনদী পার হ'তে মন, চাইনা ধন কড়ি,—
"হরি" "হরি" "হরি" বলে দেও না গড়াগড়ি ॥
(হবে ভবে পারি)
দ্বিজ বৈকুণ্ঠের এই বাসনা, মন-রসনার হয়,—
হরিভক্তের—হরি তুমি দিও পদাশ্রয় ॥

কার্ফা।

"হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল ভাই রে।
এই হরিনাম বিনে জীবের আর গতি নাই॥
(ঘোর কলিযুগে রে)
ও ভাই পেয়েছ মানব জনম, আর হবে নাই ;
(অনেক সাধনের পরে রে)
এ নাম বলিলে বলিতে পার, কেন বল নাই ;
(মধু মাখান নাম রে)
(ভাই রে) এই নাম বিলায়, আমার গৌর আর নিতাই ;
(কলির জীবের ঘরে ঘরে রে)
(ভাই রে) এই নামেতে ত'রে গেল, জগাই আর মাধাই ;
(এম্‌নি হরিনামের গুণ রে)
"হরি" ব'লে চল রে ভাই, ব্রজধামে যাই ;
(রাধারাণীর দয়া হবে রে, কলির জীবের দুঃখ দেখে)

লোফা।

"হরি" বল জুড়াক হিয়া রে।
"হরি" বল জুড়াক হিয়া, "রাধাকৃষ্ণ" বল
জুড়াক হিয়া রে॥

যাতনা সহে না প্রাণে রে ;
("হরি" বল জুড়াক হিয়া)
বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে ;
(যাতনা সহে না প্রাণে)
পাপে তাপে প্রাণাকুল রে ;
(কলুষ বাড়বানলে)
কা'রও কথায় ভুল না রে ;
(ভুলাতে অনেকে আছে)
মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি রে ;
(অসার বিষয়-বৈভব)
কেউ সঙ্গে যাবে না রে ;
(কেবল নামৈব-পরম সম্বল)

একতালা লোফা।

হরিনাম বিনে আর, কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে,
বল, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥
(বদন ভ'রে বল, বল রে,—কল্লির তারক-ব্রহ্ম-
নাম রে মাধাই)

নারদ ঋষি, দিবানিশি, বিণা-যন্ত্রে গান করে,
(ঋষি সদাই "হরি" "হরি" বলে)
ঋষি, যারে দেখে, তারে বলে, "বল হরি বদন ভরে"।
গৌর নিতাই, এরা দু-ভাই, নাম বিলায় ঘরে ঘরে,
(এরা, জীবের দুঃখ সইতে নারে)
এরা, অযাচকে, প্রেম যাচে, জেতের বিচার না করে।

নামের গুণে, গহন-বনে, শুষ্ক-তরু মুঞ্জরে,
(এম্‌নি হরি-নামের গুণ রে)
এই হরিনাম সুধারস পিয় রে বদন ভ'রে।
আমরা দুভাই, অশেষ পাপী, বিখ্যাত এ সংসারে,
(মাধাই, জেনেও কি তা জান না রে)

হরি-নামের বলে, অবহেলে, যাব রে ভব-পারে।
হরি নামের গুণে, গহন-বনে, একলা গেল ধ্রুব রে,
(ওরে, তার কি শমনশঙ্কা থাকে)
(ও যে মধুসূদন ব'লে ডাকে)
(সে পড়ে যদি ঘোর বিপাকে)
(হরি আপ্‌নি পার করেন তা'কে)
প্রহ্লাদ, অগ্নিকুণ্ডে, রক্ষা পেলে,
শীলা ভাসে সাগরে।

জগাই বলে, আয় রে মাধাই, গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
(যদি পরম ধনে ধনী হ'বি)
নামের তরি, ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে পরে পার করে,
অজামিল পুত্রছলে, "হরি" ব'লে বৈকুণ্ঠে গমন করে।
(এম্‌নি নামের গুণ রে মাধাই)
ও সে মহাপাপী ত'রে গেল, অনায়াসে ভব-পারে।
সত্যযুগে যোগে যাগে, ত্রেতাতে সাধন ক'রে,
দ্বাপরেতে তপশ্চর্য্যা, কলিযুগে নাম ক'রে ॥

উাঁসপেড়ে।

একবার "হরি" বল, বদন ভরিয়ে রে!
ও তোর, সাধের জনম বহে যায় রে;
(আর হরিনাম ব'ল্‌বি কবে)
ওরে আর কি মানব জনম হবে;
(বদন ভ'রে "হরি" বল)
মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি;
(কেউ সঙ্গে যাবে না রে)
নিরবধি কতই জ্বল্‌বি;
(বিষয় বাড়বানলে)

হরি-নাম বিনে আর কি ধন আছে রে ;
(নাম গতি নাম মুক্তি)
সাধের বৈভব পড়ে রবে ;
(যখন দেহ পনত হ'বে)

একতালা লোফা।

ভজ, ভজ রে রাধাকৃষ্ণ পদে মজ, আমার মন।
ও কি করবে শমন।
ভাই রে, এই নাম ভ'জে, সকল ত্যজে,
শ্মশানবাসী ত্রিলোচন ॥
(তার বা কিসের অভাব ছিল রে ;—
সোনার কাশী ত্যজে)
ভাই রে, এই নাম ভ'জে, ধ্রুব শিশু,
একলা গেল নিবিড়-বন ॥
(তার কি যাবার সময় হ'লো রে)
ভাই রে, এই নাম ভজে প্রহ্লাদ দেখ,
অগ্নিকুণ্ডে পায় জীবন ॥
(অনল শীতল হ'লো রে ;—হরিনামের গুণে)
ভাই রে, এই নাম ভজে, সুধন্বা শিশু,
তপ্ত-তৈলে পায় জীবন ॥ (এম্‌নি হরিনামের গুণ রে)

তিওট।

চিন্তা কর মন, চিন্তামণির চরণ, চিন্তা রবে না।
কেন কর অনিত্য চিন্তা, সংসার বাসনা চিন্তা,
ত্যজ, ও চিন্তা,—কর চিন্তাময় চিন্তামণির চরণ চিন্তা;
ভবসাগরে চিন্তা ক'র্ত্তে হবে না॥

(লোঃ) চিন্তামণিরে কে চিন্‌তে পারে,
ভবসাগরে, প'ড়ে দুস্তারে;
চিন্‌তে চিন্তামণি, মুনির শিরোমণি,
শিব চিন্তা করেন সদা অন্তরে;
তিনি, ত্যজে অসার চিন্তা, সংসারের চিন্তা,
তবু তাঁরে চিন্‌তে না পারে;

(ডাঁঃ) চিন্তার্ণবে, চিন্তা ক'রে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে,
অনলে, সলিলে, হস্তিপদে রক্ষা পেলে;
আর ধ্রুব প'ড়ে চিন্তাকুলে, পঞ্চম বৎসরের ছেলে,
সার চিন্তে, চিন্‌লেন চিন্তামণি;
দেখে তার কঠোর চিন্তা, চিন্তামণির হ'ল চিন্তা,
ভেবে-চিন্তে বনে উদয় হলেন;
(নারদের কথায়)
তেমনি চিন্তা কর মন, ভবার্ণবে চিন্তা রবে না॥

চৌতাল।

জপ শ্রীমধুসূদন ;
ভক্তি তুলসীদল, হৃদয় কমল,
কমল করে, কর অর্পণ ॥
অকালে ঘেরেছে কালে, মানব জনম যায় বিফলে,
"হরি" বল সবাই মিলে, শমনে কর দমন।
হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যেতে না পায় বিধি,
এ রোগের মহৌষধি, "হরিনাম সংকীর্ত্তন" ॥
বেদব্যাস লিখেছেন বেদে, মতি যার হরিপদে,
রাখেন তা'রে ঘোর বিপদে, যেন হিরণ্যনন্দন ॥

ছুটো।

এ ভবসংসার মাঝে,
হরি বিনে কি ধন আছে,
পারে যেতে নাম কেবল ভেলা।
বলিতে মধুর নাম, কোরো না রসনার বিরাম,
মিছে কাজে না করিও হেলা।
(হেলা ক'র না ক'র না,—কুসঙ্গের বশী হয়ে)

(জলদ ছুঃ) হরিনামের নৌকাখানি ;
শ্রীগুরু কাণ্ডারী, তাহে, নিতাইচাঁদ নেয়ে,
ভবের কর্ণধার "গৌর" আমার,
আপনি যায় তরী বেয়ে ,
(এমন দয়াল দেখি না দেখি না,—
সকল জীবে সমান দয়া)
(কিছু বাছে না, বাছে না, —
পাপী তাপী অধম চণ্ডাল)
কে যাবি আয় রে,—ভবপারের নিতাই নাবিক) ॥

একতালা লোফা।

যা'দের, "হরি" ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে,
ধর্তা।
ওরে, তারা দুভাই এসেছে রে।
ওরে, তারা দুভাই, গৌর নিতাই ;
যারা, মার খেয়ে প্রেম যাচে ;
যারা, অযাচকে প্রেম যাচে ;
(এম্‌নি দয়াল স্বভাব রে)

যারা, জেতের বিচার করে না রে ;
যারা, হরি প্রেমে মাতয়ারা ;
যারা, আপনি মেতে জগৎ মাতায় ;
(হরিনামের প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)
যারা, পাপীর দুঃখ সহিতে নারে ;
যাদের সকল জীবে সমান দয়া ;
যাদের, নামে পাপী তরে যায় রে ;
(পাপীর এমন দিন আর হবে না রে)
যারা নাচে, গায়,বলে "হরি" দুবাহু তুলে ;
যারা, পাগল হয়ে পথে বেড়ায় ॥
(হরি-নাম-সুধা পান করিয়ে) ॥

একতালা লোফা।

"হরি বোল্" বল্‌রে মাধাই,
আমাদের নিতাই চৈতন্য বই আর গতি নাই
মাধাই, দেখে এলাম নবদ্বীপে ;
হরি নাম বিলাচ্ছেন দুটি ভাই।
ধর ধর লও বোলে)

তাঁরা অযাচকে, প্রেম্ যাচে,
ওরে, এমন্ দয়াল দেখি নাই,
(নিতাই গৌর সম)
তাঁরা, আচণ্ডালে প্রেম যাচে ;
ওরে, জেতের্ বিচার করে নাই
(দয়াল নিতাই গৌর)
মাধাই, কাজ কি রে আর এছার গৃহে ;
আম্‌রা চল্ নিতাইয়ের সঙ্গে যাই,
("হরি" "হরি" বোলে) ॥

একতালা লোফা।

সুরধুনীর তীরে, "হরি" বলে কে রে ;—
আমাদের, প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ॥
নিতাই নৈলে, প্রাণ জুড়াইল কে রে ॥
কেবল "হরি" "হরি" "হরি" ধ্বনি ;
কল্লোলে হিল্লোল উঠেছে, (হরিনামের ধ্বনির ;
শুনি হরি ধ্বনি, সুরধুনী ;
প্রেমানন্দে উজান, বহিছে, (হরিনাম শুনে)

যত ভক্তবৃন্দ, রাজহংস,
গৌর-প্রেমে সাঁতার্ দিতেছে।
যত পাষণ্ড পাতকী, পানা।
তৃণ সম ভেসে যেতেছে ;
(প্রেমের ঢেউ লেগে)
প্রেমে শান্তিপুর, ডুবু ডুবু ;
অম্বিকায় ঠেল্ লেগেছে।
ন'দের তিনটে চড়া, নাই কো তড়া,
সাধের বৈষ্ণবপাড়াও ভেসেছে
(প্রেমের হিল্লোলে)
নিতাই ভাব্ দেখে, নদের মাঝে ;
বনের পশু পাখী কাঁদিছে
(প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)
আর একা নিতাই নয়গো আমার,
গৌরাঙ্গ তাঁর সঙ্গে আছে।
(তাতেই মেতেছে)

লোফা।

জেনে আয় রে মাধাই, জগত মাতালে নিতাই—
হরি-সংকীর্ত্তনে।
হরি-সংকীর্ত্তনে মাধাই, মধুর কীর্ত্তনে॥
(জগত মাতাইল রে)
সাত সম্প্রদায় চৌদ্দ মাদোল,
বহে যায় রে মাধাই, নামের বাদল,
এরা, হরি নামে হ'য়ে পাগল কার কথা কে শুনে॥
(এম্‌নি প্রেমে মাতয়ারা রে)
শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত,
তার সঙ্গেতে এক অবধৌত,
এরা, ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরিনাম, দিচ্ছে জনে জনে॥
(জেতের বিচার করে না রে)
বিষহরি চণ্ডী পূজি,
আমাদের সে পূজা হ'লো না বুঝি,
কে, "নাম লবি", "নাম লবি", ব'লে ডাক্‌ছে ঘনে ঘনে॥
(ধর, ধর, ধর, ব'লে রে)

লোফা।

মুখে "হরিবোল্" "হরিবোল্" "হরিবোল্" বোলে,
গৌর নেচে যায়।
গৌর নেচে যায় রে আমার নিতাই নেচে যায় ;
("হরি" বোলে)
শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত, ফুকারি বেড়ায়।
নদের নর নারী "হরি" বোলে, পিছু পিছু ধায়।
(কার কথা শুনে নারে)
চার্দিকেতে আনন্দে খোল্ করতাল বাজায়।
"হরি" বোলে গৌর নাচে রে)
রাধার ভাবে বিহ্বল হ'য়ে, ধূলাতে লুটায়।
মুখে জয়রাধে শ্রীরাধে ব'লে নাচে গোরারায়।
(রাধে আমায় দয়া করগো)
গৌর, রাই-প্রেমে আপনি মেতে, জগত মাতায়।
("হরি" "হরি" "হরি" বলে রে)

লোফা।

নব রসের গোরা, রাই প্রেমে-হ'য়ে ভোরা ;—
বদনে ব'ল্‌ছে "হরি বোল্‌"।
চাঁদ নিতাই নাচে বাহু তুলে ;—
অদ্বৈত তায় দিচ্ছে কোল,
(হরি হরি হরি বোলে রে)
আর চার্‌দিকেতে, আনন্দেতে ;—
বাজ্‌ছে করতাল খোল,
(আনন্দের আর সীমা নাই রে)
ও কি নাম এনেছে ন'দের মাঝে ;—
সেই নামেতে কোচ্ছে গোল,
(সবাই মিলে হরি বোলে রে)
গোরার, রাধার ভাবে মাখা তনু,
প্রেমে হ'য়েছে বিহ্বল ॥
গোরা আপনি হাসে, আপনি কাঁদে ;
প্রেমে হ'য়েছে পাগল—
(কেবল হরি হরি বলে রে)

একতালা লোফা।

কিবা, "হরি" ব'লে, নাচে, নব গোরা।
কিবা নাচে, সংকীর্ত্তনের মাঝে রে ;
(রাধার প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)
কিবা নাচে, দুটি বাহু তুলে ;
(নাচে আমার গৌর নাচে)
গোরার নাচ দেখে ভাব জানা গেছে রে ;
(যাঁর প্রেমেতে গৌর হ'লেন)
নাচে, পূরবের ভাব মনে ক'রে রে ;
নাচে, ব্রজের ভাব মনে ক'রে রে ;
(প্রেমে মাতয়ারা হ'য়ে)
নাচে, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে রে ;
(মাঝে গৌর মাতোয়ারা)

একতালা লোফা।

খর্ত্তা

আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়,
হরি-সংকীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি (আয়)

মেরেছ তার ভয় কি আছে (আয়)
ওরে মেরেছ কলসির কাণা,
(মাধাই তাতে কিছু ক্ষতি নাই রে)
মাধাই, তা বলে কি প্রেম দিব না।
(ওরে জগাই মাধাই)

একবার, মার খেয়েছি, না হয় আবার খাব,
ওরে ভাই তবু হরিনাম দিব ॥

ওরে আমরা দু-ভাই, গৌর নিতাই,
আজ, দু-ভাইকে তরাব দুভাই।

আয় রে মাধাই,—কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায় ॥
তোদের, স্নান করাব গঙ্গাজলে,
হরিনামের মালা দিব গলে ॥

একতালা লোফা।

এনেছি কিশোরীর প্রেম,
নিতাই ডাকে, "কে লবি কে লবি আয়"
"প্রেম কে লবি কে লবি আয়,"
"প্রেম কে লবি কে লবি আয়" ॥
(বিনা মূল্যে দিয়ে যাব রে)
নিতাই, আপনি মালি মাথায় ডালি,
প্রেম-ধন বিলায়ে যায়।
(কলির জীবের ঘরে ঘরে রে)
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদেপুর ভেসে যায় ॥
(রাই প্রেমের তুফান লেগে রে)
এই, ধর ধর, লও হে, "কিশোরীর প্রেম,"
নিতাই ডাকে আয়।
(প্রেম, বিনা মূল্যে দিয়ে যাব)
নিতাই ডাকে আয়, অবধৌত ডাকে আয়,
("ধর" "ধর" "লও" ব'লে রে)
নিতাই, হরি-প্রেমে, আপনি মেতে, জগত মাতায়।
(জেতের বিচার করে না রে)
(প্রেমদাতার শিরোমণি)

যে জন না প্রেম চায়, তারে যাচিয়া বিলায়॥
(এমন দয়াল দেখি না রে)

লোফা।

ঐ, বাজ্‌লো, শ্রীনবদ্বীপে, বল" হরিবোল" ;
(ও কি শোনা যায় রে, মধুর, হরিনামের ধ্বনি)
গৃহে রইতে যে নারি গো ;
(হরি-নামের ধ্বনি শুনে)
প্রাণ, শীতল যে হোলো গো ,
(মধুমাখা নাম শুনে)
জগত, মাতালে, মাতালে ;
(গৌর নিতাই, এরা দুভাই)

একতালা লোফা।

আয় রে কীর্ত্তনের মাঝে দুটি ভাই,
আজ, তোদের, হরিনাম দিব, জগাই মাধাই॥
মাধাই, "হরে কৃষ্ণ হরি" বল রে ;
জীবের নাম বিনা আর গতি নাই
(হরি বল্ রে মাধাই)

আমি শুনে এলাম নগর মাঝারে ;
তোদের পাপের ভাগি কেহ নাই
(মাধাই এ রে)
মাধাই মেরেছ তার ভয় কি আছে রে,
একবার "হরি" বোলে কোলে আয়,—
(ভয় নাই রে মাধাই—)

একতালা লোফা।

নিতাই না হ'তো।
মধুর "হরি-নাম" আর কে বিলাতো ॥
চাঁদ নিতাই আমার, প্রেম-দাতা,
নিতায়ের হরিনাম বদনে গাঁথা ॥
নিতাই যারে দেখে, আপন কাছে,
'ধর' ব'লে প্রেম যাচে ॥
নিতাই যারে দেখে, দেয় কোল,
কোল দিয়ে বলে "হরি বল" ॥
চাঁদ নিতাই আমার, রাস-বিহারী ;
(লীলাকরের শিরোমণি রে)
নিতাই কখন পুরুষ কখন নারী ॥

ভোগ-আরাধনা।

কার্ফা।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি, নবদ্বীপ বিহারী;
দীন দয়াল প্রভু হিতকারি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, কর অবধান,
ভোজনমন্দিরে প্রভু,করহ পয়ান,
বসিতে আসন দিলেন, রত্ন-সিংহাসন,
সুবাসিত জলে করে প্রভুর পাদ প্রক্ষালন॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু, দক্ষিণে নিতাই,
তার মধ্যে বসিলেন চৈতন্য গোঁসাই॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল,
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নানা উপহার,
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
অদ্বৈতগৃহিনী আর শান্তিপুর-নারী,
উলু উলু ধ্বনি দেয় গোরার মুখ হেরি,
(আনন্দের আর সীমা নাই রে)

ভোজ্যের উপরে দিয়া, তুলসী-মুঞ্জরী,
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী।
(ভক্ত সঙ্গে ভোজন করেন রে)
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি,
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিল, সুবাসিত বারি ॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈল আচমন,
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্তের শোধন ॥
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে,
কর্পূর তাম্বূল যোগায়, প্রিয় ভক্তগণে ॥
সুবর্ণ পালঙ্কে প্রভু, করিলেন শয়ন,
গোবিন্দদাস করে, প্রভুর পদ-সেবন ॥

একতালা লোফা।

ধর্ত্তা

মনের আনন্দে রে, "হরি" "হরি" বল।
"হরি হরি "বোল্, বল, "হরি হরি" বোল্ ॥
সাধের জনম বহে যায় রে ;
এমন দিন আর হবে না রে ;
মিছে মায়ায় ভুল না রে ;
শিয়রে শমন ব'সে ;

মিছে দেহের গুমর ছাড় রে ;
"হরি হরি" বোল্ বল, "গৌরহরি" বোল্।
(একবার বল্ বল্ রে)

(লোঃ) ভাই রে, ভ্রমেতে ভুলিয়ে, কুপথে চলিছ,
সন্ধান না পাইয়ে ;
যখন, আসিবে শমন, করিবে বন্ধন, সকলি রবে পড়িয়ে।
(কিছু যাবে না রে (সঙ্গে),—এত যে যতনের বৈভব)
ভাই রে, এ ছার বৈভব, প'ড়ে রবে সব,
কিছু না যাইবে সাথে রে,
আর সোনাতে, রূপাতে, জড়িত হইলে,
যম কি ছাড়িবে তারে রে ;
(যম ছাড়বে না রে (তারে),—
করে বন্ধন ক'রে লয়ে যাবে)
(কাঃ) মনের আনন্দে, বল "হরি," ভজ-বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পায়, মজাইয়ে মন॥
শ্রীরূপ সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁইয়ের, (করি) চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥

এই ছয় গোসাঁই যবে, ব্রজে কৈল বাস।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ লীলা, করিল প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঁই-ভক্ত, তাঁর আমি দাস।
হরিনাম সংকীর্ত্তন গায়, হরিভক্ত দাস ॥
("হরি" "হরি" বল রে)
উঠিল নামের ধ্বনি, গগনমণ্ডলে।
গগনেতে দেবগণ, "হরি" "হরি" বলে ॥
(আনন্দের আজ সীমা নাই রে)
হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ, যাদবায় নমঃ।
যাদবায়, মাধবায়, কেশবায় নমঃ ॥
নমঃ গোপাল, গোবিন্দ রাম, শ্রীমধুসূদন ;
(এইবার আমায় দয়া কর হে)

পঞ্চম।

বদনে বল্ "হরিনাম," বদনে বল (একবার)।
অনাথের নাথ কৃষ্ণ, পথের সম্বল ;
(আর গতি নাই রে)
"হবি" "হরি" বল, একবার, "হরি" "হরি" বল ;
(একবার বল্ বল্ রে)
(এমন দিন আর হবে না রে)

"হরি" "হরি" বল, একবার, "গৌর-হরি" বল
(বদন ভ'রে বল্ বল্ রে)
দিন গেল মন "হরি" বল।
"হরি" "হরি" "হরি" বল ; এই, বদনে "হরি" বল
"হরি" বল "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল :
"হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল ;
"হরি" বল, "হরি" বল ;
"হরি" বল,
"হরি" বল,
"হরি" বল ॥

ধ্বনি।

প্রেমসে কহ শ্রীরাধে, কৃষ্ণ, বলাইচাঁদ,
প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, বীরবলাই ;
রাধারাণী কি জয় ॥

পরিশিষ্ট* ।

সঙ্গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হরিগুণ গাও রে।
সংসারের কু-বাসনা, যন্ত্রণা এড়াও রে ॥
যে নাম সাধন করি, ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী,
শ্মশানবাসী ত্রিপুরারি, যোগাসনে রয় রে ॥
এমন দুর্ল্লভ নাম, জিহ্বায় জপ অবিরাম,
পাইবে কৈবল্য-ধাম, মনকে বুঝাও রে ॥
হরিনাম সারাৎসার, জীবে করিতে উদ্ধার,
জগতে হ'ল প্রচার, পাপ নাশিবারে ॥

সঙ্গীত।

ভৈরবী—আড়াখ্যাম্‌টা।

হরি! কে জানে হে, তব চরণের গুণ।
ভাবিলে অভয়পদ, বিপদ ভঞ্জন ॥

---

* ইহাতে সংগীত, বাউল ও ভজন সন্নিবেশিত হইল।

কোথায় হে দ্বারকানাথ, দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ॥
একবার চরণ ঘেমেছিল, দ্রবময়ী গঙ্গা হ'লো,
জীর্ণ কাষ্ঠের তরী, হইল কাঞ্চন ॥
অহল্যা, গৌতম-জায়া, পেয়ে তব পদছায়া,
পাষাণী, মানবী-দেহ করিল ধারণ ॥
মহাযোগী, কৃত্তিবাসে, ঐ চরণ অভিলাষে,
গৃহ ত্যজিয়ে করেন, শ্মশানে ভ্রমণ ॥

সঙ্গীত।

বেহাগ—কাওয়ালি।

হরি! অপার মহিমা তব কে জানে?
অবিরত ব্যাকুলিত তোমার তরে জগজ্জনে ॥
দেশেতে না মেলে স্থান, কালে না হয় পরিমাণ,
সর্ব্বকাল বিদ্যমান আছ সর্ব্ব স্থানে ॥
চক্ষু না দেখিতে পায়, কর্ণ না শুনিতে পায়'
মন অবশন্ন প্রায় ভেবে নিশিদিনে;
জল স্থল আবরিয়ে, চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিয়ে,
কোথায় আছ হে লুকায়ে, দেখা দাও দীনজনে ॥

সঙ্গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

মন, চল মধুর বৃন্দাবনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে
বিষয় পঞ্চক, আর ভূতগণ,
সব তোর্ পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন (মন),
ভুলেছ রাধা-রমণে॥
সত্য-পথে মন, কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে;—
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম,
পথশ্রান্ত হ'লে করিবে বিশ্রাম,

পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ,
সে পান্থ-নিবাসী জনে ;—
যদি পথে হয় ভয়ের সঞ্চার,
দিও রে দিও রে, দোহাই শ্রীরাধার,
প্রবল প্রতাপ, সে পথে তাঁহার,
শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

বাউল।

হরি, এই ক'রো নিদান-কালে।
যেন আমার বাণী, বংশীবদন,
"গঙ্গা নারায়ণ" বলে॥
হ'য়ে অর্দ্ধনাভি, করে ভাবি,
প'ড়ে সেই বিমল জলে ;—
আমার বন্ধুগণে, যেন শুনায়, "হরি-নাম" কর্ণমূলে॥
যে দিনে, এ প্রাণ-পাখী, কমল আঁখি,
কাটিবে মায়া-শৃঙ্খলে ;—
আমার মনের আশা, পুড়িয়ে বাসা,
পায় পদ-তরু-মূলে॥

ল'য়ে, শ্রীরাধায় বামে, বিনোদ ঠামে,
দাঁড়াই হে হৃদয়-কমলে ;—
আমায়, পতিত ব'লে পতিত-পাবন,
যেন যেওনা ভুলে ॥

বাউল।

ও দিন গেল হে দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু কর পার।
তরাও ভব-বারি, বংশীধারী,
হও হে, দেহ-তরীর (ও রাধানাথ) কর্ণধার ॥
যেন গুটি-পোকা প্রায়, বদ্ধ হ'য়েছি মায়ায়,
গেল না ভ্রম, নিকটে যম, কখন ল'য়ে যায় ;—
তুমি পতিত-পাবন, অধম-তারণ,
ও তাই ভরসা আছে আমার ॥
মহাপাতকী ব'লে, যেন যেওনা ভুলে,
ভবের কূলে, একা ফেলে, অন্তিম কালে ;—
হরি, তোমা বিনা ভবার্ণবে,
(ও দীননাথ) কে লবে হে দীনের ভার ॥

বাউল।

হরি-নামের তরী, এসেছে ধরায়।
তোরা কে পারে যাবি, আয় ত্বরায়॥
এম্‌নি তরীর গুণ, তার হাল দাঁড় নাই গুণ,
উজন ভাটা মানেনাকো মাঝি সুনিপুণ;
আবার প্রেম-সাগরে ভাস্‌ছে সদা,
তরী, ভক্তি-পেলে চ'লে যায়॥
ভবসিন্ধু-পার-ঘাটে, নৌকা নাইকো আর,
অধম-তারণ, পতিত-পাবন, স্বয়ং কর্ণধার;
সদা "হরি" "হরি" ব'ল্লে পরে,
ও সেই, ভব-পারে যাওয়া যায়॥

বাউল।

একবার এস, শ্রীহরি।
আমার হৃদ্‌কমলে, বামে হেলে,
দাঁড়ায়ে বাজাও বাঁশরী॥
এস হে, নিত্যধামে, বিনোদ ঠামে,
বামে ল'য়ে কিশোরী;

হেরে যুগল মিলন, যুগল-নয়ন,
দর্শনে সফল করি॥
বেঁধে, শ্যাম পীত-ধড়া মোহন-চূড়া
নটবর-বেশ-ধরি ;
দাও চরণ-তরী, বংশীধারী,
অকূল-সাগর যাই ত'রি॥
যে চরণ, বলীর শিরে, গয়াসুরে,
দিলে গোকুল-বিহারী ;
ছুঁয়ে কাষ্ঠের নৌকা, হ'ল সোনা,
পাষাণ হ'ল নারী॥
যে পদে, পাপ-নাশিনী, তরঙ্গিণী,
জন্মিলেন সুরেশ্বরী :
আবার যে পদ লাগি, মহেশ যোগী,
বিধাতা ব্রহ্মচারী॥
আমার এই মন-বাসনা, কাল-সোনা,
পূরাও করুণা করি,
আমার অন্তিম কালে, যেন বলে,
রসনায় "হরি" "হরি"॥

বাউল।

ভব পারে, কে যাবি রে, আয়।
ঐ দেখ, নিতাই মাঝি ডেকে যায়॥
(ভব পারে যাবি ব'লে)
(বেলা গেল ব'লে)

ভবে হরিনাম তরী,
ধরেন আপনি ক্ষেপনী গৌর, নিতাই কাণ্ডারী ;
তা'তে রাধানামের গুণ বেঁধেছে,
তরি, ভক্তি পেলে চ'লে যায়॥
আছে নানা তরঙ্গ, তুমি ছাড় কুসঙ্গ,
কর গৌরের সঙ্গ ;—
তুমি, অনায়াসে পারে যাবে,
অন্তে, রবে না কৃতান্ত-ভয়॥

বাউল।

ও মন-মাঝি রে, তুই আমারে, ভব-পারে ল'য়ে চল্।
ভবের তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ,
(ও মন-মাঝি) হারিয়েছি রে বুদ্ধি বল॥

একে, জীর্ণ-তরী প্রায়, বারি চাদিকে চুয়ায়,
বন্ধ হয় না, জল মানে না, গাব দিলে তা গায় ;
বারি, কাণায় কাণায় ঝাঁপিয়ে উঠে,
(ও মন-মাঝি) নেবেছে পাহাড়ের ঢল।
ভবসিন্ধু-পারে যেতে, প'ড়ে অকূল বারিতে,
তুফান হবে, ডুবে যাবে, একটি ঢেউয়েতে ;
আর ছজন দাঁড়ি, সব আনাড়ি,
আমার ভরসা হরি-নামের বল ॥

বাউল।

এই "হরি-নাম," বল বদনে।
হরি বই আর গতি কই, ভেবে দেখ ত্রিভুবনে ॥
আগম, নিগম, পুরাণ যত, সকলি হরি-গত,
মহিমা ব'ল্‌ব কত, অপার মহিমা ;—
দেবাদিদেব ত্রিপুরারি, সদা, পঞ্চমুখে বলেন "হরি,"
ধ্রুব তাই ধ্রুব করি, ভাবেন হরি, নিবিড়-বনে ॥
দয়াময় দীনবন্ধু, পার করেন ভব-সিন্ধু,
হরি বই নাই আর বন্ধু, ভবসিন্ধু-পারে ;—

তুমি ব'সে আছ কিছু ধন লয়ে,
তোমার সাধনের দিন গেল বয়ে,
দেখ্‌লে না একবার চেয়ে,
হরণ ক'ল্লে (ও কাল-শমন) জীবন-ধনে ॥

বাউল।

কত ঢেউ উঠ্‌তেছে দিল-দরিয়ায়।
ঢেউ দেখে, বুক শুকিয়ে উঠে না হেরি কোন উপায় ॥
মন্‌-মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয়জনা দাঁড়ি,
কেও শুনে না আমার কথা, দায় হ'ল ভারি ॥
এরা ইচ্ছামত কর্ম্ম করে,
বুঝি, মাঝ-গাঙ্গে তরী ডুবায় ॥
তরী পাঁচ কাঠে আঁটা, তার নয় দিকে ফোটা.
জন্মাবধি নাই মেরামত, বুজ্‌লো তায় নটা ॥
হ'ল পাপ-চাপানে ভরণা ভারি,
বুঝি, ঢেউ লেগে, না, ফেটে যায় ॥
প্রেমিক বলে এই বেলা, হরিনামের ভেলা,
রাখ না কাছে, ভয় কি, তুফান হ'লই বা মেলা;
যখন ডুব্‌বে তরি, ভেলায় চ'ড়ে,
পার্‌ হবে হরির কৃপায় ॥

বাউল।

আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সে নগরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দে বিহরে॥
পক্ষ ভেদে ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, চাঁদের সে পুরে।
যথায় দিবানিশি পূর্ণশশী, আনন্দে বিরাজ করে॥
সুধাকরে সুধা-ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে।
হায়! মনের মত চাতক বিনা চাঁদের সুধা চাঁদ হরে॥
ও মন তোমার মত যে জন, সে ত গরল পান করে।
জ্ঞান হারায়ে, বিষের জ্বালায়, কেবল গতায়াত করে॥
সেই নগরে, বাস করে যে, প্রেমিক, ধন্য কয় তারে।
তারা সাকারকে করায় নিরাকার,
আবার, তারাই যে সাকার করে॥

বাউল।

"হরি" ব'লে নৃত্য কর।
এড়াবে যম-যন্ত্রণা, মন-রসনা,
পার হবে ভব-সাগর॥
"হরিনাম" বল মুখে, থাক্‌বে মনের সুখে,
ভাব মন একান্তেতে প্রেম নিরন্তর;—

অজামিল পাপী ছিল, হরি-নামের গুণে ত'রে গেল,
তাই তুমি সদা বল ত্রিতাপের প্রতাপ হর।
অনিত্য এ ভবে এসে, কেন মন রইলি ব'সে,
কোন দিনে ধ'রবে কেশে, শমন-কিঙ্কর ;—
কোথায় রবে গৃহ ধন, প্রাণের অধিক প্রিয়জন,
মিছে সব "এসব" জ্ঞান, শব হ'লে সব অন্ধকার ॥
হরিনাম অঙ্গে, থাক হরির প্রসঙ্গে,
কেন ভব-তরঙ্গে যাওয়া আসা কর ;—
কর হরিনামে কাল হরণ,
তুমি মিছে কর কাল হরণ,
যা'তে হ'লেন শ্মশান-বাসী দিগম্বর।
করিয়ে চিত্ত শুচি, নাম গানে কর রুচি,
ভবেতে যদি বাঁচিবে নাম ভরসা কর ;—
থাক না মন আপন কাজে, যাইবে কীর্ত্তনের মাঝে,
ধ্যান ক'র হরিরাজে, রাখ তুমি কলেবর ॥

বাউল।

'হরি' ব'লে কাল কাটাও মন হেসে খেলে।
কোন্ দিন যেতে হবে এসব ফেলে ॥

তোমার কোথায় রবে ধন, এ রূপ যৌবন,
প্রাণ প্রিয়জন মরণ কালে॥ (ওরে ও মন)
তোমার কোথায় রবে বেটা, কোথায় রবে কোটা,
রবির বেটা যখন ধ'রবে চুলে॥ (ওরে ও মন)
মায়ার মায়াতে, ভুল না শ্রীনাথে,
অন্তিমেতে ডাক্‌বে "কৃষ্ণ" ব'লে॥ (ওরে ও মন)

বাউল।

মানব-খাঁচার গুমার এত ক'র না।
এসব গুমার তোমার থাক্‌বে না॥
দেহ-পিঁজরা ছেড়ে, যাবে প্রাণ-পাখী উড়ে,
শূন্য-খাঁচা থাক্‌বে তোমার ধূলাতে প'ড়ে;
তখন মানব-খাঁচা, হবে পচা,
কেও ছোঁবে, কেও ছোঁবে না॥
পুত্র দারা সব, দেখে তোমায় শব,
সবাই মিলে ল'য়ে যাবে, প'ড়ে থাক্‌বে সব;
তাই নচৈতন্য হয়ে সদা (হরি) চরণ কর সাধনা॥

বাউল।

এই ভবের শোভা ফকিক্কার।
ভবের বাইরে দেখ চটক ভারি,
ভিতর ফোঁপ্‌রা নাইকো সার॥

কেন, আমার দারা, আমার সুত,
ব'ল্‌চ তুমি বারে বার;—
শিঙ্গে ফুঁক্‌বে যখন, জান্‌বে তখন,
কার বা তুমি, কে তোমার।

তুমি যাদের জন্য, খেটে খেটে,
ক'ল্লে অস্থি-চর্ম্মসার;—
আবার বৃদ্ধ হ'লে, ম'র্‌বে জ্ব'লে,
দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার॥

তোমার বাড়ী গাড়ী, ঘড়ি, ছড়ি,
সকের বস্তু কতই আর;—
কোথায় থাক্‌বে প'ড়ে রাখ্‌বে কেবা,
দেখ্‌বে কে আর বাহার তার॥
এসে ভবের হাটে বেচে গেলে,
দয়া, ধর্ম্ম সদাচার;—

আবার হাস্যমুখে কিন্‌লে ভাল,
তাপের কারণ পাপের ভার ॥

ভবে কত এলো, কত গেল,
কে বা করে সংখ্যা তার ;—
আবার কত আস্‌বে, কত যাবে,
এই এক খেলা চমৎকার ॥

এই মাটির দেহ, মাটি হবে,
কিছুই নাই সন্দেহ তার ;—
জীবের জন্মে ধিক্‌, এ সব অলীক,
সংসারে সং সাজা সার ॥

বলে দ্বিজ হরি, বিনয় করি,
কেন মিছে ভাব্‌ছ আর ;—
সদা ভাব তাঁরে, এ দুস্তারে,
যে নিস্তারে অনিবার ॥

বাউল।

আছিস চুপ ক'রে তুই কি ব'লে।
এই বেলা "হরি" ব'লে ভাস্‌না প্রেম-সলিলে ॥

তোমার অন্তরেতে ঘুণ ধ'রেছে,
পাক ধরেছে সব চুলে ;—
দেহের অন্ত দন্ত হীন হ'য়েছে,
মাংস সব গেছে ঝুলে ॥
তোমার শিয়রে কাল, গ'ণ্‌তেছে কাল
কাল্ হ'লে ধ'রবে চুলে ;—
তখন সাধের এ সব ভবের বৈভব,
থাক্‌বে কে তোর্ আঙুলে ॥
যখন ভয়ে সারা, দৃষ্টি হারা,
ভাস্‌বি নয়ন-সলিলে ;—
তখন হেঁচ্‌কা টানে হেঁচ্‌কি তুলে,
যেতে হবে সব ফেলে ॥
যারা এখন, তোমার ক'রছে যতন,
আপন আপন্ ব'লে ;—
তারা পরা'য়ে কাচা, সাজায়ে মাচা,
অনায়াসে দিবে তুলে ॥
দিয়ে নূতন বসন, ওড়ন পাড়ন,
দগ্ধ ক'রবে অনলে ;—
আবার সাঙ্গ হ'লে, "হরি" বোলে,
জল ঢেলে যাবে চলে ॥

বাউল।

খেপা মন, মানব-জমির আবাদ্ কল্লি না।
হ'ল সন আখিরি, মাল গুজারি,
কর্ত্তে হবে জান না॥

তোর জমায় কিছু নাই, যত বাকি দেখ্‌তে পাই.
কি সাহসে আছ ব'সে, ভাব্‌ছি আমি তাই ;
যখন তলব হবে, ল'য়ে যাবে.
কারও দোহাই মান্‌বে না॥

আশী লক্ষবার ঘুরে. কত কষ্ট ভোগ ক'রে,
চৌদ্দপোয়া জমী পেলি, দেখ্ মনে ক'রে ;
এমন সাধের জমী, রাখ্‌লি পতিত,
চাষ দিলে ফ'ল্‌ত সোনা॥

ও মন, শোন্ তোরে বলি, ধর. ভক্তি-কোদালি,
পাপরূপী-ঘাস, কর বিনাশ, দাও তুলে ফেলি ;
আর গুরুদত্ত মহামন্ত্র,
বীজ রোপণ তায় কর না॥

তোর, সঙ্গী ছয় জনা, কিছু ক'র্ত্তে দিবে না,
তোমারই খায়, তোমায় মজায়, তাও কি জান না ;

ছাড় তাদের সঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ,
শ্রীচরণ কর সাধনা ॥

বাউল।

একবার বদন ভ'রে বল রে "নাম"।
কালীকৃষ্ণ শিবগঙ্গা বিঘ্নবিনাশন নাম ॥
কলিতে বিরাজিত, জাগরিত কেবল তারকব্রহ্মনাম,
(একবার ডেকে নেরে বদন ভ'রে)
একা, নামেই যজ্ঞ যোগসাধনা ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষধাম ॥
হাতেতে কর্ম্ম কর, যত পার, মুখে বল অবিরাম,
(দেখো যেন ভুল না রে)
আবার ঘুচায়ে বিভেদ, ভাব অভেদ,
হৃদ্‌কমলে রাধা-শ্যাম ॥
পাঁচ পথ আছে, এক পথে ঠিক্ চলে গিয়ে,
নাও মোকাম,
(মিছে কেন ঘুরে মর)
ভক্ত দিচ্চে ব'লে "হরি" ব'লে,
হাত তুলে যাও নিত্যধাম ॥

বাউল।

ভাঙ্গলো রে তোর শির-খুঁটি।
এই বেলা ব'লে নে না "রাধা" "কৃষ্ণ" নাম দুটী॥
তোমার নাইকো সে কাল, তুব্‌ড়েছে গাল,
গিয়াছে দাঁত দুপাটি ;--
তোমার অন্ত দন্ত হীন হ'য়েছে,
চুল হয়েছে শোণনুটি॥
তুমি তিন্‌টী মাথায় ব'সে আছ, তালব্য'শ'র মতটি ;—
উঠ যষ্টি ধ'রে, তষ্টি ক'রে, ঠিক্ যেন রাম-ধনুকটি॥
তোমার আশয় যে সব, হ'লো সে সব,
বাকি কেবল হেঁচ্‌কিটি ;
তোমার, ভবে এসে, লাগ্‌লো দিশে,
ক'ল্লে না কোন কার্য্যটি॥

ভজন।

পঞ্চম সওয়ারি।

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ।
(এই ঘোর কলিযুগে)

রাবণ মারি, বিভীষণ উদ্ধারি,
সেই প্রভু ঘরে ঘরে প্রেম বিলায় রে ॥
(ওরে এমন দয়াল হবে না রে)
সুরধুনী-তীরে, বিহরহি দুন ভাই,
(সেই প্রভু এসেছেন রে)
(কলির জীব তরাতে)
সেই ভকতির ভগবান্ ॥

কাওনের সুর।

ডাকে পাখি, নাচে শিখী, মন তুমি গাহনা রে ;
বাহু তুলি প্রাণ খুলি মন তুমি নাচনা রে,
মায়ার মুরতি হেরে, ভুলে কেন থাক তারে
হরে কৃষ্ণ, হরে হরে, মন তুমি বলনা রে।
সাধনায় রাধা পাবে, মায়া জাল ছিঁড়ে যাবে,
ভবভয় না রহিবে-- হরিনাম গাহনা রে।
হ'রে কৃষ্ণ, হ'রে কৃষ্ণ, হরি হরি বলনা রে।

স্বর্গীয় রামলাল রায়ের স্মরণার্থ।

কোথায় গৌরাঙ্গ বলি "রামলাল" পড়ে ঢলে।
প্রেমেতে হ'য়ে বিভোর নয়ন দুটী ভাসে জলে॥
মরি কিবা অনুরাগ, রাধাপ্রেমে নব রাগ,
শ্যাম-সুন্দর-মদনমোহন সদাই মুখে বলে।
হরিনামে বাঁধা তনুখানি, হেম মাঝে যথা মণি,
মধুর মধুর উজলে।
হরি হরি বলি যবে যায়, নয়ন মুদিয়া
পথের নর নারী জনে আকুল ক'রে তোলে।
(মধুর হরিনাম গানে!)

চৌতাল।

তোমারি করুণা ভিখারী হরি,
অন্য অভিলাষ নাহি হে করি।
দেহ সাধু সঙ্গ, দেহ বিবেক, বৈরাগ্য
তব নাম জপ যেন সদা করি।
অনিত্য সংসার বন্ধন দেও গো ঘুচায়ে,
হরি! তোমারি নাম দেও গো শিখায়ে;
কর শুদ্ধশান্ত প্রেম অধিকারী।

ভজন।

অবিরাম হরিনাম কর রে অবোধ মন।
ভজ সেই অনাদি আদি গোবিন্দ-শ্রীচরণ ॥
পড়িয়ে মায়ার জালে, রহিলে তাঁহারে ভুলে,
ধরিলে করাল কাল, উপায় কি হবে তখন ॥
ডাক্ রে হৃদয় ভরি, অনাথ-শরণ হরি,
তোমারে ক্রোড়েতে ধরি, করিবে চুম্বন।
সাধনা কি আছে আর, হরিনাম হয় সার,
তিনি হে সারাৎসার, কর তাঁরি নাম ধ্যান ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

হরিনামে কত গুণ সে কি তাহা জানে।
যে জন না ডাকিয়াছে তাঁরে মন প্রাণে ॥
ঐহিকের কার্য্য যত, তাহা লয়ে ব্যস্ত কত,
সুখে দুঃখে অভিভূত, হারা হ'য়ে জ্ঞানে ॥
ওরে মন দুরাশয়, নাহি কিরে মনে ভয়,
শির দেশে যম রয়, ধরি তীক্ষ্ণ-বাণে ॥
বারেক মিনতি করি, বল দেখি হরি হরি,
ভব-ক্লেশ যাবে চলি, দেখি তাঁরে ধ্যানে ॥

নরোত্তম প্রার্থনার সুর।

হরি হে ! তব নাম ল'তে বাসনা করিনু,
সংসার হইল বাদ তাহে গো।
বাসনার বশে মজি অনিবার,
প্রেম শূন্য হৃদি হইল গো।
বিষময় প্রাণ, তৃপ্তি হীন হৃদি,
বিষয় ভাবনা ভাবিয়া গো।
কবে সেই প্রাণে সুধা-চন্দ্র হেরে,
তিরপিত হ'বে হৃদয় গো।

নরোত্তম প্রার্থনার সুর।

হরি ! কবে আমার সে দিন হবে,
আঁধার আকাশে তারকা উদিবে ;
নিবে যাবে যত বাসনা অনল,
সতত ত্যজিব সংসার গরল ;
নয়নের কোণে তুমি হে রবে
শোকে দুঃখে নহে হৃদয় কাতর,
সুখের বাতাসে হরষ অধর ;
আপন অপর নাহি ভেদ জ্ঞান,

আমি তুমি যেথা নাহি ব্যবধান ;
হেন মধু ভাব হইবে কবে ?
রসনা ত্যজিয়া কটু, তিক্ত রস,
কৃষ্ণ নামে কবে হইবে সরস ;
রুক্মিণীর ভাবে প্রেমের ভাষায়,
লিপিবদ্ধ ক'রে জানাব তোমায় ;
নাহি হর, তবু চরণে রবে ?
শুনিয়াছি হরি দয়াময় তুমি,
দয়া কর দীনে সাধন না জানি ;
সৎ, চিৎ, আনন্দময় যেরূপ,
জটিল অন্তরে দেখি যে বিরূপ,
তোমারি করুণা বিহনে ভবে ।

সমাপ্ত